সরল
পোল্ট্রী পালন

শ্রীঅমর নাথ রায়

ফেলো অফ দি রয়েল হর্টিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর রয়েল এগ্রিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর ন্থাশন্থাল রোজ সোসাইটী (লণ্ডন), বণ্ডেড মেম্বর ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ ডেলিভারি এসোসিয়েসন (ইউ, এস, এ), মেম্বর ইউরোপিয়ান ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ ডেলিভারী এসোসিয়েসান (বার্লিন), ফার্ম্মার ও কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক, গ্লোব নার্শরীর সত্ত্বাধিকারী ও বহু কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

নিবেদন।

পোল্ট্রী বলিতে হাঁস, মুরগী, পেরু, গিনিফাউল প্রভৃতিকে একত্রে বুঝায়। "পোল্ট্রী" কথাটী ইংরাজী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক কথায় ইহার কোন উপযুক্ত বাংলা নাম না পাইয়া বাধ্য হইয়া এই পুস্তকখানির নাম 'সরল পোল্ট্রী পালন' রাখিতে হইল।

পোল্ট্রী সম্বন্ধে অনেকে জানিতে ইচ্ছুক, কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত কোন সম্পূর্ণ পুস্তক না থাকায় কয়েকটী বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধে এই পুস্তকখা ন প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। সরল পোল্ট্রী পালন পুস্তকের প্রথম সংস্করণ অতি অল্প দিনেই নিঃশেষিত হওয়ায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। আবশ্যক বোধে কতকগুলি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র পোল্ট্রী ফার্ম্ম হইতে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কোন পোল্ট্রী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া এই পুস্তকের কোন ভুল বা ক্রটী দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পোল্ট্রী পালন বিষয়ে উৎসাহী পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইতি—

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

পোল্ট্রী বিষয়ে যাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, ইহার উন্নতিকল্পে যিনি অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আমাদের পোল্ট্রী ফার্ম্মের ভিত্তি যাঁহার হস্তে স্থাপিত হইয়াছিল, আমার সেই পরমবন্ধু ৺যতীন্দ্রনাথ মিত্রের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র "সরল পোল্ট্রী পালন" পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

সরল পোল্ট্রী পালন

সুচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

সরল পোল্ট্রী পালন

অবতারণা।

আজকাল সমগ্র দেশেই অর্থ সমস্যার আভাষ পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ ইহা ক্রমশঃ জটিল ভাব ধারণ করিতেছে বাংলা দেশে। বিদেশ হইতে বহু বিভিন্ন জাতি আসিয়া নানাভাবে এদেশের অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের কোন পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহাদের স্বাধীন কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সহস্র সহস্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই চাকুরী বা দাসত্বের জন্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে, কিন্তু চাকুরী ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ত গেল বেকার সমস্যা—তারপর খাদ্য সমস্যা। আজকাল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও যেরূপ ভীষণ ভেজাল চলিয়াছে তাহা বোধ করি আর অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক করিবে না। ফলে খাঁটী দ্রব্য একরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষকে স্বাস্থ্যবান হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ভাত, দাল, রুটী, ছানা, মাখন, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রটিড্ ঘটিত খাদ্য সামগ্রীই প্রধান। আমাদের শরীর ধারণোপযোগী যে সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য আবশ্যক ডিমের মধ্যেই তাহার পূর্ণ সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষভাবে ইহার প্রচলন করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে হাঁস, মুরগী প্রভৃতির চাষ আবশ্যক। ইহার ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হওয়া যায়। পূর্ব্বে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম সমূহেও হাঁস, মুরগী টাকায় ৪।৫টা করিয়া পাওয়া যাইত কিন্তু আজকাল উহা খুবই মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎপন্নের

পরিমাণ অপেক্ষা চাহিদা অধিক হওয়াই যে মূল্যাধিক্যের কারণ এইরূপ ধারণা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বে দেশে ঘি, দুধ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, সেজন্য বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বে হাঁস মুরগী প্রভৃতির মাংস ও ডিমের এত অধিক আদর ছিল না। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহার প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্য কুক্কুট মাংস প্রাচীন আর্য্যদের অতি প্রিয় ছিল বলিয়া শুনা যায়। পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের অনাভাব বশতঃ বোধ করি সে সময় খাদ্য হিসাবে ইহা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে জন্মায় নাই। কিন্তু দেশে ক্রমশঃ যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রয়োজনানুরূপ জন্মাইবার বা পালন করিবার সেরূপ যত্ন প্রায় দেখা যায় না; এ কারণ আমাদের দেশীয় হাঁস মুরগীগুলি ক্রমশঃ নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে ভারতবর্ষই মুরগীর আদি জন্মস্থান এবং

ভারতবর্ষীয় বন্য কুক্কুটই (Jungle Fowl) মুরগীর আদি জাতি। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত নূতন নূতন উৎকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশীয় মুরগীর সেই হিসাবে কোন উন্নতিই হয় নাই বলিলেও চলে। কত দেশ হাঁস মুরগী প্রভৃতি পালন ও ব্যবসা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া গেল আর আমরা এত উপায় থাকিতেও ক্রমশঃ দান হীন হইয়া পড়িতেছি। পোল্ট্রী যে একটী লাভজনক ব্যবসা তাহা বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষিত জাতিই বুঝিয়াছেন। এই অর্থ সমস্যার দিনে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া একক বা সম্মিলিত ভাবে পোল্ট্রী চাষ ও ব্যবসা করিতে পারিলে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকগণ অর্থাগমের একটা উপায় খুঁজিয়া পাইবেন।

ব্যবসার কথা উত্থাপন করিলেই আমরা প্রথমেই ভাবি—মূলধন। ব্যবসা করিতে হইলে যে মূলধন আবশ্যক ইহা সত্য কিন্তু অভিজ্ঞতা থাকিলে যে উহা সহজে সিদ্ধ হয় এ কথা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। আজকাল যাহারা মাড়োয়ারী নামধারী তাহারাই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শক। বাংলার

বাহির হইতে কত অবাঙ্গালী আসিয়া বিনা মূলধনে কারবার করিয়া দেশের অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা মূলধনের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। সামান্য মূলধন লইয়াও ব্যবসা করা যায়, কিন্তু প্রধান আবশ্যক ব্যবসায় বুদ্ধি, সততা এবং ত্যাগ করিতে হইবে বিলাসিতা। সামান্য মূলধনেও ব্যবসা দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায় ইহাই বুঝাইবার জন্য "সরল পোল্ট্রী পালন" নামক পুস্তকের অবতারণা।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে হাঁস, মুরগী, পেরু, গিনি-ফাউল প্রভৃতি মাংসল পক্ষী চাষ সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষাদানের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে এবং এ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞান লাভের উপযোগী পুস্তকাদিও যথেষ্ট আছে। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হাতে হেতুড়ে কাজ না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় না। ইহাদের জনন, পালন, অন্য উন্নত জাতির সংযোগে শঙ্কর জাতি উৎপাদন, বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ, স্বাভাবিক ভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান, ডিম্ব বৃদ্ধি করণ, লাভজনক উৎকৃষ্ট জাতি

নির্ব্বাচন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

মুরগী ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। অনেকের মতে প্রাচীন ভারত ও মধ্য এসিয়া ইহার জন্মস্থান। কিন্তু এ দেশের পাখী হইলেও ভারতে ইহার বিস্তৃতি বা উন্নতি লাভ ঘটে নাই; বিদেশে গিয়া বিভিন্ন ভাবে ইহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ, মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অল্পাধিক মুরগী পালন করিতে দেখা যায়, কিন্তু উপযুক্ত যত্ন ও পালনের অভাবে ইহার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ক্রমশঃ জনসাধারণের দৃষ্টি ইহাতে আকর্ষিত হইতেছে বটে কিন্তু উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত পালকের হাতে না আসিলে এদেশে ইহার উন্নতি সম্ভবপর নয়। সংজনন, সংমিশ্রণ ও পৃথক-করণ দ্বারা এ দেশের নিম্নশ্রেণীর মুরগীকুলের উন্নতি সাধন করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

হাঁস, মুরগী প্রভৃতির চাষ বিশেষ লাভজনক। গৃহশিল্প হিসাবে ইহাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, অল্প মূলধন লইয়া প্রথমে কাজ আরম্ভ করা যায়। এবং ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যাইতে পারে। ইহার আর একটী সুবিধা এই যে, ছোট বড় ছেলে পুলে সকলেই অল্প বিস্তর সাহায্য করিতে পারে এবং গৃহস্থের পরিত্যক্ত খাদ্য ও বাটীর আশে পাশে ঘুরিয়া কীট পতঙ্গাদি খাইয়া ইহারা বর্দ্ধিত হইতে পারে। বাংলা দেশে যে সমস্ত স্থানে পতিত জমি আছে সেই সমস্ত স্থানে কিছু মূলধন লইয়া পোল্ট্রী চাষ আরম্ভ করিলে মন্দ হয় না। যাঁহাদের এইরূপ জমি পড়িয়া আছে তাঁহাদের পক্ষে ইহার চাষে বিশেষ সুবিধা আছে। হাঁস, মুরগী, পেরু, গিনিফাউল, পায়রা প্রভৃতির ডিম, বাচ্চা, মাংস, পালক, বিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা পোল্ট্রী চাষ দ্বারা প্রতি বৎসর বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। উপরোক্ত পাখীগুলির মধ্যে হাঁস ও ও মুরগী পালন. অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক। আমেরিকার কৃষি বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা

যায় যে, ঐ স্থানের কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগ হইতে পোল্‌ট্রী বিভাগের আয় অধিক।

পোল্‌ট্রী চাষে সফলকাম হইতে হইলে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। প্রথমতঃ ইহাদের প্রতি যত্ন লওয়া এবং নিজে দেখাশুনা করা আবশ্যক। যে যে জাতীয় পাখী পালন করা হইবে তাহা উৎকৃষ্ট ও আসল জাতি হওয়া দবকার। উহাদের আসবাবপত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আলো ও বাতাসযুক্ত শুষ্ক স্থানে উহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা এবং উহাদের খাদ্যদ্রব্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সৎপরামর্শ লওয়া এবং প্রথমে কম মূলধনে অল্পসংখ্যক ভাল জাতীয় পাখী লইয়া কার্য্যে নামিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রথম অধ্যায়

হাঁস

অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষী অপেক্ষা হাঁস পালন সহজ। ইহারা খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং উহাদের পালন বেশ আয়কর, এজন্য হাঁসের বেশ আদর আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাজার সমূহে হাঁসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি নির্ব্বিশেষে প্রায় অনেকেই হাঁস অথবা হাঁসের ডিম খাইয়া থাকেন। হিন্দুর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা মুরগীর ডিম আহার করেন না, কিন্তু হাঁস অথবা হাঁসের ডিম আহার করিয়া থাকেন। একারণ অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও হাঁস পালন করিতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে দু-পাঁচটী হাঁস প্রায় প্রত্যেক ঘরে আছে কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্য্যার অভাবে এদেশীয় হাঁসগুলি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত

পালন এবং রক্ষণ প্রণালী

হইতেছে, উহাদের ডিম্ব প্রসবের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছে, জীবনীশক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

পল্লীগ্রামে সব সময়ে মাংস বড় একটা পাওয়া যায় না এবং পাঁটা, খাসী, ভেড়া প্রভৃতি মিলিলেও উহা কিনিতে মূল্য বড় বেশী পড়িয়া যায়। এজন্য টানাটানির বাজারে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি কাজে অকাজে বেশ উপকারে আসে। অযত্নে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া এদেশীয় গ্রাম্য হাঁসগুলি আকারে ছোট এবং মূল্যে সস্তা। উপযুক্ত যত্ন লইলে হাঁসের আকার যেমন বৃদ্ধি করা যায়, ডিমও তেমন বড় ও অধিক সংখ্যক পাওয়া যায়। হাঁস পালনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার কিছুরই অভাব এখানে দেখা যায় না। এদেশে জমি সহজ প্রাপ্য, খাদ্য শস্য সুলভ এবং পুষ্করিণী, খাল, বিল, দিঘী প্রভৃতি জলাশয়ের অভাব নাই; সুতরাং অল্প আয়াসেই হাঁস প্রতিপালন করিতে পারা যায়।

এদেশে হাঁস পালনের যথেষ্ট সুবিধা আছে এবং উহারা চরিয়া বেড়াইবার যথেষ্ট জায়গা পায়। বাংলা

দেশে জলাশয়ের অভাব নাই এবং উহাদের খাদ্য দ্রব্য উক্ত জলাশয়েই প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান আছে, এজন্য এখানে হাঁস পালন বা উহার চাষ বেশ লাভজনক হইতে পারে। খাল, বিল বা স্রোতস্বতী হাঁস চরিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুষ্করিণী অথবা দিঘীতেও ইহারা স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত বিচরণ করে, তবে পুষ্করিণীতে যেন বারমাস জল থাকে। পুকুর না থাকিলেও ইহা পালনে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। একটী আবশ্যক অনুযায়ী বড় চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে জল ভরিয়া হাঁস ছাড়িয়া দিলে চলে, তবে উহাতে এরূপ জল থাকা চাই যাহাতে হাঁস ডুব দিতে পারে এবং উক্ত জল দিনে দুইবার বদলাইয়া দিতে হয়।

হাঁস পালনে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। হাঁসগুলি মুরগী অপেক্ষা বেশী নোংরা করে এজন্য উহাদের থাকিবার স্থান যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে যত্ন লইতে হয়। উহাদের খাদ্য সম্বন্ধেও নজর রাখিতে হয় এবং পরিচর্য্যার উপরও নিজের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হাঁস সংখ্যায় কম বেশী হিসাবে উহাদের জায়গার পরিসরও সেইরূপ করা

আবশ্যক এবং জাতি বিভাগ হিসাবে সবগুলিকে এক সঙ্গে না রাখিয়া পরষ্পর স্বতন্ত্র স্থানে রাখা দরকার। হাঁস ও মুরগী ঘরের মধ্যে এক সঙ্গে রাখা যুক্তি-যুক্ত নয়।

ব্যবসায়ের জন্য ভাল হাঁস ও ডিম্ব পাইতে হইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় হাঁস পালন করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট জাতি দেখিয়া হাঁস পালন করিলে তাহাদের শাবকাদিও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে। অন্য উৎকৃষ্ট জাতির সংযোগে দেশীয় ক্ষুদ্র হাঁসের বংশোন্নতি সাধন দ্বারা নূতন উন্নত জাতির উদ্ভব করিলে বেশ লাভ-জনক হয়।

গৃহ নির্ম্মাণ

হাঁসের ঘরের জন্য বিশেষ যত্ন ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় না। হাঁসের ঘর খুব মোটামুটী রকমের হইলে চলে। মোট কথা ঘর যাহাতে শুক্‌না হয়, মেঝে উঁচু হয়, জল বৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ না করে, বায়ু চলাচলের পথ থাকে এইরূপ হইলেই হইল। হাঁসের ঘর উঁচু জমিতে এবং পুষ্করিণীর তীরে অথবা যথাসম্ভব উহার থাকিবার ঘরের সন্নিকটে হইলেই ভাল হয়।

মানুষের আবাসগৃহ হইতে একটু দূরে ইহার ঘর নির্ম্মান করা শ্রেয়ঃ, কারণ ইহারা যেখানে থাকে সেস্থান বড় অপরিষ্কার করে এবং রাত্রি কালীন হাঁসের কলরবে মানুষের শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে। হাঁসের ঘর পাকা, মেটে অথবা কাঠের নির্ম্মান করা যাইতে পারে, কিন্তু মেজেটা পাকা হওয়া চাই। ৫০টী হাঁসের জন্য ১৪ হাত লম্বা ৮ হাত প্রস্থ এবং ৫।৬ হাত উচ্চ একখানি ঘরই যথেষ্ট। হাঁস অধিক সংখ্যক হইলে সেই অনুপাতে ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। হাঁসগুলি রাত্রিকালেই ঘর বেশী অপরিষ্কার করে, এজন্য ঘরের মেঝেতে বালি ছড়াইয়া উপরে খড় বা ঘাস পাতিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরটীতে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলে তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। ঘরের মুখ দক্ষিণ দুয়ারী ও দরজা প্রশস্ত করা আবশ্যক। ঘরের পূর্ব্ব, উত্তর এবং পশ্চিম দিক দেওয়াল দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতে হইবে কিন্তু পাশের ও পশ্চাতের দেওয়ালে আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য জানালা রাখা দরকার। জানালা মোটা তারের জাল দিয়া আবৃত

করিয়া দিতে হইবে। ঘরের মেঝের সম্মুখভাগ ঈষৎ ঢালু করিলে ভাল হয়।

হাঁসের ঘরের সংলগ্ন সম্মুখস্থ খানিকটা জায়গা দুই ইঞ্চি ফাঁকের লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে এবং উপরিভাগ ছাইয়া দিতে হইবে। এই ঘেরা স্থানটীও একটু ঢালু করিয়া প্রস্তুত করিয়া মেঝের উপরে একটু পুরু করিয়া বালি ছড়াইয়া দিতে হইবে। সকাল বেলা এই ঘেরা স্থানটীতে হাঁস বাহির করা হইবে এবং খাওয়ান এই স্থানেই হইবে। সকালে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিলে অনেক হাঁস জলে ডিম পাড়ে। অনেক হাঁসের বেলা ৯টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ার অভ্যাস আছে, এজন্য বেলা ১০টা পর্য্যন্ত এই স্থানে আটকাইয়া রাখিয়া পরে উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আহারের পাত্র প্রতিদিন ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ঘরে যাহাতে ময়লা জমিতে না পায় তাহা দেখা এবং ঘরের মেঝের উপরিস্থ খড়গুলি রৌদ্রে শুকাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করা দরকার। মাসে অন্ততঃ একবার ঘর ফিনাইল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। মোটকথা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে কোন জীবই সুস্থ থাকে না ও ভালভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন ভাবে উহাদের যত্ন ও পরিচর্য্যা করা একান্ত আবশ্যক।

বিচরণ ভূমি

অনেকের এরূপ ধারণা যে, হাঁসের জন্য সাঁতার দিয়া খেলিয়া বেড়াইবার মত বড় ও গভীর জলাশয় চাই, কিন্তু উহা ভুল। বরং যে সব হাঁসকে মাংসল করিতে হইবে এবং শীঘ্র বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাদের যদি বেড়াইবার জন্য ঘাসপূর্ণ যথেষ্ট স্থান থাকে, তাহা হইলে সেগুলিকে পানীয় জল ব্যতীত অন্য জল দেখিতে দেওয়া উচিত নয়। যে সব হাঁসের ডিম্ব উৎপাদন শক্তি কম তাহাদের জলে নামিতে দেওয়া যাইতে পারে। এদেশের রাণার হাঁস জলে নামিয়া স্নান করিতে চায় এবং ইহারা ঘাসযুক্ত স্থানেও বেড়াইতে ভালবাসে। হাঁসের ঘরের সম্মুখে উহাদের বিচরণ জন্য একটি তৃণভূমি থাকা দরকার এবং উহা লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। বিচরণ জমির মধ্যে একটী পুষ্করিণী থাকিলে মন্দ

হয় না, অভাবে আবশ্যক মত একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। চৌবাচ্চার মধ্যে গেঁড়ি, শামুক, গুগলী প্রভৃতি ছাড়িয়া রাখা দরকার। পুষ্করিণীতে এগুলি স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। হাঁসের জন্য বাঁধান চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিলে তাহার জল বদলাইয়া দিবার আবশ্যক হয় এবং এই পরিত্যক্ত ঘোলা জল গাছের পক্ষে সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ ইহারা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য উহাদের বিচরণ জমিতে বিশ্রাম লাভের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া দরকার। আম, লিচু প্রভৃতি আয়কর ফলের গাছ জমির মধ্যে মধ্যে বসাইলে উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

জাতি বিভাগ

আকৃতি ছোট বড় হিসাবে অনেক বিভিন্ন প্রকারের হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক হাঁস আছে যাহারা দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু সখের

দেখা ব্যতীত তাহারা অন্য কোন কাজে লাগে না। হাঁস-পালন দ্বারা লাভবান হইতে হইলে অথবা ব্যবসার জন্য হাঁস পুষিতে হইলে নিম্নোক্ত কয়েক জাতীয় হাঁস পালন করা যাইতে পারে। মাংসের জন্য আইল্‌সবেরী, রুয়েন, পিকিণ, মাস্কোভী এবং ডিমের জন্য রাণার, অপিংটন, খাকি ক্যাম্বেল, ম্যাকপাই প্রভৃতি হাঁস পালন লাভজনক।

ইংলণ্ডের আইল্‌সবেরী নামক স্থানের নাম অনুযায়ী ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই জাতীয় হাঁস এদেশে পালন লাভজনক। ইহার আকার বড়, বর্ণ ধবধবে সাদা, চক্ষু কাল, পা কমলালেবু বর্ণ বা ফিকে

আইল্‌সবেরী
Aylesbury

হলদে, ঠোঁটের বর্ণ লালাভ কিন্তু রৌদ্রে প্রতিভাত হইলে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। উহার পালক খুব সাদা এবং ঘন সন্নিবদ্ধ। মাংসের জন্য এই হাঁস খুব ভাল। আইল্‌সবেরী হাঁস দেশী হাঁসের সহিত মিশ্রিত করিলে বেশ ভাল পাখী হয় এবং ভালরূপ আহার, যত্ন ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই /৩ সের /৩৷৹ সের

ওজনের হয়। এই জাতীয় পাখী ওজনে খুব ভারী হয়। এক একটী নর হাঁস ওজনে প্রায় /৬ সের এবং মাদি হাঁস প্রায় /৪ সের হয়। খুব বড় ও ভারী হাঁস ডিম দেওয়ার পক্ষে ভাল নয়। খুব মোটা হাঁসের ডিমে প্রায় বাচ্চা ফুটিতে চাহে না। বাচ্চা দুই মাসের হইলেই উহাদিগকে মোটা হইবার জন্য সিদ্ধভাত, সিদ্ধ আলু ও ছোলা মিশ্রিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। তিন মাসের মধ্যেই উহারা বিক্রয়োপযোগী হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে এই জাতীয় হাঁস খুব বেশী পালন করা হয়। ইহারা আকারে বেশ বড় এবং দেখিতেও

রুয়েন
Rouen

সুশ্রী। ইহারা আকারে খুব বড় হয় বটে, কিন্তু পূর্ণাবয়ব হইতে অনেক সময় লাগে অর্থাৎ উহারা খুব আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হয়। এই হাঁসের মাথা ও লেজের দিক চক্‌চকে সবুজ, গলায় একটী সাদা সরু বেড় আছে, বক্ষঃস্থল ফিকে লালবর্ণের, পা কমলা লেবু বর্ণের এবং ঠোঁট হরিদ্রাভ সবুজ, নিম্ন অংশ ধূসর বর্ণের, গলা নীল, মধ্যে মধ্যে সাদা দাগের

রেখা আছে। মদ্দা হাঁস ও মাদীর বর্ণ কিন্তু এক রকমের নয়। আইল্‌সবেরী হাঁসের ন্যায় ইহার মাংস সুস্বাদু না হইলেও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সুস্বাদু। রুয়েণ ও আইল্‌সবেরী হাঁস প্রায় একই রকম বড় ও ভারী হয়।

পিকিন (Pekin)

ইহার গাত্র দুধের সরের মত বর্ণ বিশিষ্ট সাদা, ঠোঁট এবং পা হল্‌দে বর্ণের, কিন্তু আইল্‌সবেরীর ন্যায় নহে, একটু বিভিন্ন প্রকার। পালকগুলি ঘন সন্নিবদ্ধ নহে, কোচিনের মুরগীর মত পাতলা। ইহার দেহের গঠন সম্পূর্ণ হইতে একটু সময় লাগে। চলিবার সময় ইহারা একটু উঁচু ও সোজা ভাবে চলে। মাংসের পক্ষে তত সুবিধার না হইলেও ইহারা অনেক ডিম দেয় এবং বাচ্ছা বৃদ্ধির পক্ষে বেশ লাভজনক। উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এক একটী নর প্রায় /৪ সের এবং মাদি সাড়ে তিনসের ওজনের হয়। আইল্‌সবেরী হাঁস অপেক্ষা ইহারা অধিক শক্তিশালী এবং নির্ভীক।

আমেরিকায় এই জাতির জন্ম বলিয়া বিদিত।

কাহারও মতে রুয়েণ বা আইল্‌সবেরী ও দেশী কাল হাঁসের সংমিশ্রণে এই জাতির উদ্ভব।

কায়ূগা
(Kayuga)

ইহা আকারে আইল্‌সবেরীর ন্যায় বড় হয়। পাখী দেখিতে মোটের উপর মন্দ নয়। ঠোঁট চওড়া এবং চ্যাপটা, মাথা দীর্ঘ এবং ডানার সমস্ত অংশ কালচে সবুজ-বর্ণযুক্ত। ইহার মাংসও ভাল এবং ডিমও দেয় বেশ। বাচ্ছা দ্রুত বর্দ্ধিত হয় এজন্য এই জাতি বেশ লাভজনক। কয়েকটী বাছাই করা ভাল পাখী বাচ্ছা দিবার জন্য রাখিয়া বাকীগুলি একটু বড় হইলে বাজারে চালান দেওয়া অথবা মাংসের জন্য পালন করা চলে। ইংলণ্ডে এই পাখী অধিক দৃষ্ট হইলেও এদেশে ইহা বড় একটা দেখা যায় না।

মাস্কোভী নাম বলিয়া উহা যে রাসিয়ার মাস্কোভী নামক স্থান হইতে আসিয়াছে তাহা নয়। মাস্ক বা কস্তুরীর মত গন্ধ বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্ম বলিয়া ধরা হয়। এ দেশে অনেক স্থানে এই জাতীয় হাঁস পালন প্রচলন আছে।

পাখীগুলি আকারে বেশ বড়, মাংস মন্দ নয়, এবং ইহারা ডিমও দেয় বেশ। অন্য জাতি
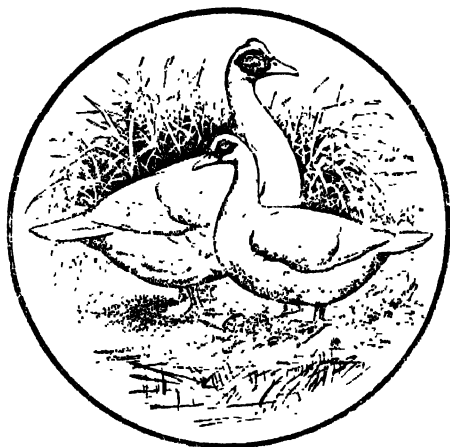
অপেক্ষা ইহারা নির্ভীক, সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু, এজন্য ইহাদের পালনে তাদৃশ যত্নের আবশ্যক হয় না, সহজে পালন করা চলে।

মাস্কোভী
(Muscovy)

ইহারা আবদ্ধের মধ্যে থাকিতে চায় না। এই জাতির মদ্দাগুলি ওজনে /৫ সের এবং মাদিগুলি /৩ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহারা নানাবর্ণের দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ধব্‌ধবে সাদাগুলিই দেখিতে ভাল। এই পাখীগুলি

প্রায় একটু ঝগড়াটে হয়, এজন্য অন্য পাখীর সহিত একত্রে না রাখিয়া ইহাদের স্বতন্ত্র ভাবে রাখা ভাল।

ইহা এদেশীয় হাঁস, উৎকৃষ্ট জাতির অন্তর্গত।

রাণার (Runner)

ইহারা অত্যন্ত সন্তরণপটু, চালাক ও চট্‌পটে। জলে ইহারা খুব দ্রুত চলিতে পারে। এই জাতীয় পাখীর লোম ঘন সন্নিবিষ্ট। আইল্‌সবেরী ও পিকিন অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট হইলেও ঘাড়ের উপর দিক অধিক লম্বা; দেখিলে একটু বেশ সাহসী বলিয়া মনে হয়। ময়লাটে সাদা, ধবধপে সাদা, কটা ও ধুসর প্রভৃতি নানাবর্ণের রাণার হাঁস দেখা যায়। হাঁসের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডিম্ব দেয়। বৎসরে ২৫০টী পর্য্যন্ত ডিম্ব দিতে দেখা যায়। সমগ্র জগতের রেকর্ড অনুসারে একটী ভারতীয় রাণার হাঁস ৩৬৫ দিনে ৩৫৭টী ডিম্ব দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইহার মাংসও সুস্বাদু, এবং উৎকৃষ্ট, তবে ইহারা বেশী মোটা হয় না। এই জাতি বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং সহজে পালন করা চলে। ডিমের জন্য রাণার হাঁস পালন বিশেষ লাভজনক। অন্য বড় ভাল হাঁসের ডিম্ব

প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় রাণার নর সংজনন কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের অর্পিংটন নামক স্থানের নাম অনুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আইল্‌সবেরী, ভারতীয় রাণার, কায়ুগা, রুয়েঁণ, পিকিন প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে এই জাতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হল্‌দে, নীল, সাদা প্রভৃতি বর্ণের অর্পিংটন হাঁস দৃষ্ট হয়। এই জাতি বেশ কষ্টসহিষ্ণু, দ্রুতবর্দ্ধনশীল এবং অত্যন্ত চট্‌পটে। ইহারা দেখিতে বেশ সুন্দর এবং সহজে পালন করা চলে। আকারে আইলস্‌বেরী বা পিকিনের ন্যায় হইলেও ডিম্ব প্রসবের শক্তি উহাদের অপেক্ষা ঢের বেশী।

অর্পিংটন (Orpington)

এই জাতীয় হাঁস দেখিতে বেশ সুশ্রী এবং আকারেও বেশ বড় হয়। গায়ের বর্ণ খাকী। ডিম পাড়িবার পক্ষে ইহারা বেশ উপযোগী। ইহার মাংসও উৎকৃষ্ট।

খাকি ক্যাম্বেল Khaki Campbell

সংজনন ও সংমিশ্রণ

দুর্ব্বল, রুগ্ন বা পীড়াগ্রস্থ কোন পাখী সংজনন কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নয়। পাখী উপযুক্ত বর্দ্ধিত না হইলে তাহার জোড় দেওয়া সঙ্গত নয়। অপরিণত বয়স্ক পাখীর জোড় দিলে তাহার শাবক দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয় এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট পাখী পাইতে হইলে স্বাস্থ্যবান, নিখুঁত, সুলক্ষণ এবং ভাল বর্ণযুক্ত পাখী জনন কার্য্যে প্রয়োগ করা বিধেয়। সংজননের জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর নর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পাতি হাঁসগুলি ৭।৮ মাস বয়স হইতেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু এক বৎসর বয়স্ক না হইলে উর্ব্বর ডিম পাওয়া যায় না। দেড় বৎসরের নর এবং এক বৎসরের মাদার সংযোগে বেশ ভাল ও উর্ব্বর (Fertile) ডিম পাওয়া যায়। ভাল জাতীয় মাদী ৪ বৎসর পর্য্যন্ত জোড় খাওয়াইতে পারা যায়। ডিম ওজনে এক ছটাকের কম, বিকৃত অথবা খোসা খারাপ বিশিষ্ট ডিমের বাচ্ছা কখনও উৎকৃষ্ট হয় না

প্রতি চারিটী মাদীর জন্য একটী নর রাখা যাইতে পারে। একটী নর পিছু অধিক সংখ্যক মাদা দিলে তাহাদের ডিমে সন্তান প্রসবকারী ক্ষমতা কমিয়া যায় অর্থাৎ বাঁজা ডিম জন্মে। এক ঘরে বিভিন্ন জাতীয় পাখী ছাড়িয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যে বর্ণ, গুণ, স্বভাব প্রভৃতি প্রকার ভেদে কিছু না কিছু বৈষম্য আছেই, ইহাতে কোন ভাল জাতীয় পাখীর গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্বতন্ত্র জাতীয় নর মাদার সংমিশ্রণে পাখী মিশ্রবর্ণের হয়। মাস্কোভী জাতীয় হাঁস অত্যন্ত কলহপটু এবং চঞ্চল। এক ঘরের মধ্যে অন্যান্য হাঁসের সহিত এই জাতি স্থান পাইলে অন্য পাখীকে ঠোকরাইয়া থাকে এবং তাহাদের শান্তি ভঙ্গ করিয়া বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

জোড় দিবার উপযোগী নির্ব্বাচিত পাখীগুলি ঘরের মধ্যে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কামরাতে রাখা উচিত। নির্ব্বাচিত নর ও মাদী জোড় বাঁধিয়া একত্র রাখিয়া দিলে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যই সদ্ভাব করিয়া লয় এবং সংসার পাতিয়া থাকে। ইহারা শান্তিপ্রিয়, এজন্য ধীর ভাবে

ও যত্ন সহকারে ইহাদের পরিচর্য্যা করা দরকার। ইহাদের খুব দ্রুত অনুধাবন করা এবং অনেকক্ষন ধরিয়া দৌড় করাণ উচিত নহে, ইহাতে ভয় পাইতে পারে এবং দ্রুত দৌড়ানর ফলে হ'য়ত ইহারা শরীরাভ্যন্তরে কোনরূপ গুরুতর আঘাত পাইতে পারে অথবা দম আটকাইয়া মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। শরীরাভ্যন্তরের আঘাত গুরুতর হইলে সেগুলি জোড় দিবার পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং মাদী পাখী হইলে উহাদের ডিম্ব প্রসবিনী শক্তি নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কোন হাঁসকে ধরিবার আবশ্যক হইলে তাহাকে ধীর ভাবে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া ধরা উচিত।

হাঁস নির্ব্বাচন বিষয়ে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলে বিশেষ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। একশত বাচ্ছার মধ্যে ভাল ভাল দেখিয়া পঞ্চাশটী বাচ্ছা বাছিয়া রাখিয়া বাকিগুলি একটু বড় হইলেই বাজারে চালান দেওয়া শ্রেয়ঃ। বাকী পঞ্চাশটীর মধ্যে উৎকৃষ্ট পাখী হিসাবে ডিমের জন্য, মাংসের জন্য, সংমিশ্রন দ্বারা জন্মাইবার জন্য এবং একজিবিসানের

(প্রদর্শনীর) উপযোগী করিয়া পালন করা যাইতে পারে। হাঁসের মূল্য জাতিভেদে তাহাদের বর্ণ ও দোষগুণের উপর সমূহ নির্ভর করে। নিখুঁত ও সুন্দর গুণবিশিষ্ট পাখীর মূল্য বেশী, এজন্য নির্ব্বাচন, সংমিশ্রন ও পৃথকীকরণের দ্বারা যাহাতে উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও সুলক্ষণযুক্ত নূতন জাতির উদ্ভব দ্বারা দেশীয় নিকৃষ্ট জাতির উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা এবং যত্ন লওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাখীর মধ্যে কোন খুঁত দেখিতে পাইলে তাহা নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্য হইতে যত্নপূর্ব্বক বাদ দেওয়া উচিত।

রুয়েন জাতির মাদার সহিত আইল্সবেরী নরের জোড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের বাচ্ছা হইলে মিশ্রবর্ণযুক্ত হয়। এই মিশ্রজাতীয় পাখী খুব বড়, বলবান, ভারী ও মাংসল হয়, সুতরাং মাংসের জন্য ইহা পালন বেশ লাভজনক।

পিকিনের নর—আসলস্‌বেরির মাদা, পিকিনের নর—রুয়েনের মাদা; এবং আইলস্‌বেরির নর ও পিকিনের মাদার সংমিশ্রণে মিশ্রবর্ণযুক্ত বড় পাখীর

জন্ম হইবে। ইহাদের ডিমও বেশ ভাল হইবে এবং মাংসও উৎকৃষ্ট হইবে।

মাস্কোভির নর এবং আইলস্‌বেরি ও পিকিনের মাদার সংমিশ্রণে বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখীর জন্ম হইবে। এই পাখীর মাংস খাদ্য হিসাবে বেশ উত্তম হইবে।

পিকিনের নর এবং রাণারের মাদী অথবা সাধারণ মাদী পাতি হাঁসের সংমিশ্রণ দ্বারা দেশী হাঁসের উৎকর্ষসাধন করা যাইবে। বিদেশী হাঁসের ডিম্ব প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রাণার পাখীর নরের সহিত জোড় দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় রাণার, পাতি হাঁস ও সাধারণ পাতি হাঁসের মধ্যে জোড় দিলে দেশী হাঁসের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ঢের বড় হইবে এবং অধিক ডিম দিতে সক্ষম হইবে। বিদেশী ভারী হাঁসের সহিত দেশী হাঁসের সংমিশ্রণ দ্বারা বেশ বড় ভারী ও মাংসল পাখী উৎপাদিত হইবে।

উৎকৃষ্ট জাতীয় নর মাদার সংমিশ্রণে বাচ্ছা উৎকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। একই পাখীর সন্তানদের

মধ্যে বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধযুক্ত পাখীর মধ্যে পরস্পর সংজনন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। নিকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট নরের সহিত কোন মাদীর জোড় দেওয়া উচিত নয়। শঙ্কর জাতীয় নর পাখী কখনও সংজনন কার্য্যে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট ও আসল জাতি সংজননের জন্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট নর ও উৎকৃষ্ট মাদা হইলে তাহাদের সন্তান কখনও উৎকৃষ্ট হয় না। আসল জাতীয় উৎকৃষ্ট নর ও নিকৃষ্ট মাদার সংযোগে সন্তান পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্ট ও আসল জাতীয় নরের সহিত দেশী মাদা হাঁসের সংমিশ্রণ দ্বারা উহার উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে। অবনতিপ্রাপ্ত বা নিকৃষ্ট জাতীয় মাদীর সহিত উৎকৃষ্ট আসল নর পাখীর প্রজনন ও পৃথকীকরণ দ্বারা ক্রমোৎপাদন করাইতে পারিলে শাবক সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হইয়া যায়।

নর মাদা চিনিবার উপায়

নর ও মাদা হাঁসের মধ্যে একটু বিভিন্নতা আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে উহাদের চিনিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নরের বর্ণ গাঢ় এবং মাদীর রং অপেক্ষাকৃত ফিকে হইয়া থাকে। ইহাদের মলত্যাগ করিবার স্থানের দুই পার্শ্বে দুইটী হাড় একটু উঁচু থাকে, ইহাকে কাঁটা বলে। নরের এই কাঁটা দুইটী একটু শক্ত ও কাছাকাছি, মাদীর কাঁটা নরম ও একটু ফাঁক ফাঁক থাকে। মাদার লেজের পশ্চাদ্ভাগের পালকগুলি একটু কোঁকড়াণ ধরণের হয়। মাস্কোভী জাতীয় হাঁসের পক্ষে কিন্তু এই লক্ষণ খাটে না। মাদী হাঁস পূর্ণস্বরে ডাকে এবং ইহার ডাক স্পষ্ট শুনা যায় কিন্তু নরের ডাকের আওয়াজ ক্ষীণ, অস্পষ্ট এবং জড়ান।

ডিম ফুটান ও বাচ্ছা তোলা

ভারতবর্ষে পাতিহাঁস সাধারণতঃ বর্ষার সময় হইতে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু সময় ডিম পাড়া বন্ধ রাখে। সব হাঁস আবার সমভাবে ডিম দেয় না; কেহ কেহ সম্বৎসরে ৬০।৭০টী মাত্র ডিম দেয়, কেহবা ১৩০ হইতে ১৯০টী পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। কিন্তু এই ভারতীয় রানার হাঁসই অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৬৫ দিনে ৩৬৪টী ডিম দিয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে পাখীরা অধিক ডিম দেয় এবং আবহাওয়ার গুণে এদেশের পাখীরা শতকরা ২৫ ভাগ ডিম কম দেয়। কারণ ডিমের মধ্যে জলীয় পদার্থের অংশ খুব বেশী, শীতপ্রধান দেশে উহা জমিয়া যায়, এদেশে উহা জমিতে পারে না।

হাঁসেরা ভোর বেলা ডিম পাড়িয়া থাকে, কোন কোন হাঁসের সকালে ডিম পাড়িবার অভ্যাস আছে। বেলা ১০টার মধ্যে যে কোন সময়ে উহারা ডিম

পাড়িয়া থাকে। ইহাদের একটী বদ্ স্বভাব এই যে, ইহারা যেখানে সেখানে কি জলে কি ডাঙ্গায় ডিম পাড়িতে সঙ্কোচ বোধ করে না, সুতরাং ভালভাবে লক্ষ্য না রাখিলে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এজন্য হাঁসকে সকালে না ছাড়িয়া বেলা ১০টা পর্য্যান্ত আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে। কোনরূপ অসুস্থতার কারণ ঘটিলে হাঁস নিয়মমত ডিম্ব প্রদানে বিরত থাকে। উহাদের বাসস্থান ঠিক পছন্দমত হইলে এবং পরিষ্কার শুষ্ক খড় বা ঘাস বিছাইয়া তাহার উপর উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে এবং উহারা যত্ন ও আরামে থাকিতে পাইলে প্রত্যহ ঠিক সেই স্থানে ডিম পাড়িয়া থাকে।

হাঁস ভাল তা দিতে এবং ডিম ফুটাইতে বা বাচ্ছা পালন করিতে না পারিলে হাঁসের ডিম মুরগীর তায়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। পৌনে এক হাত পরিধিবিশিষ্ট ও আধ হাত গভীর কোন পরিষ্কার গামলা অথবা সমচতুষ্কোণ কাঠের বাক্স তা দিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। গামলা বা বাক্সের মধ্যে ছাই চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর পরিষ্কার শুক্না খড়

বা ঘাস পাতিয়া উহার মধ্যস্থল একটু চাপিয়া খালা করিয়া বাসার মত করিয়া দিতে হয়। ইহার উপরে অল্প গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব হয় না। পরে কোন ভারী জাতীয় মুরগী তা দিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়; হাল্‌কা জাতীয় মুরগী তা দিতে পারে না। পাখীর আকার হিসাবে তা দিবার ডিমের সংখ্যা কম বেশী করা যাইতে পারে। গেম্ বা চট্টগ্রাম জাতীয় মুরগীর দ্বারা তা দিতে হইলে উহার ঘর ঘিরিয়া দেওয়া দরকার, কারণ ইহারা বড় কলহপ্রিয়। ঝগড়ার কারণ ঘটিলে তা দিবার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তা দিবার জন্য আলো ও বাতাসযুক্ত নির্জ্জন ঘর আবশ্যক। তা দিবার কার্য্যে নিযুক্ত পাখীর জন্য খাদ্য ও জল ঘরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া উচিত। দিনের মধ্যে দুইবার ১০।১৫ মিনিটের জন্য ইহাদের বাহিরে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে তা'য়ে বসিবার ৪।৫ দিন পরে শীতকালে ৮।১০ মিনিট ও গ্রীষ্মকালে ১৫।২০ মিনিটের জন্য বাহিরে থাকিতে দিতে পারা যায়। হাঁসকে ডিমে তা' দিতে দেওয়া হইলে ঘরের

মধ্যে ঘড় বিছাইয়া অথবা চ্যাপ্টা ঝুড়ির মধ্যে খড় ছড়াইয়া ঘরেব এক কোণে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। হাঁসের জন্য বাক্স বা গামলা না দিলেও চলে। হাঁসকে খাইতে দিবার জন্য চূর্ণ শস্য ও পরিষ্কার জল উক্ত ঘরের মধ্যে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে রাখিয়া দেওয়া উচিত।
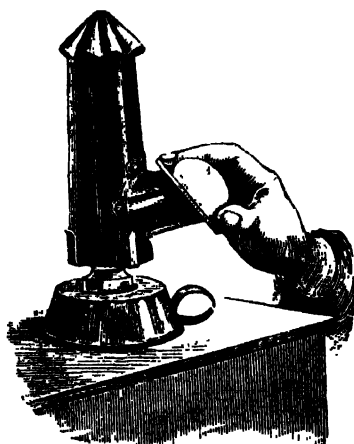
তা' দিবার সময় ডিম পরীক্ষা করিতে হয়। তা'য়ে বসাইবার ৫।৬ দিন পরে একবার ও ১৪।১৫ দিন পরে পুনরায় আর একবার ডিম পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ইহার মধ্যে কোন ডিম ফাটিয়া অথবা পচিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা সরাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। তা'য়ে বসাইবার ৫।৬ দিন পরে ডিম উল্টাইয়া আলোকে ধরিলে ডিমের মধ্যস্থলে মটরের আকারে ক্ষুদ্র কাল জীবাণু পরিলক্ষিত হইবে।

হাঁসের ডিম্বাবরণ মুরগী অপেক্ষা স্বচ্ছ, এজন্য উহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সতর্ক দৃষ্টি দ্বারা যদি ডিমের ভিতরের অংশ টাটকা পাড়া ডিমের ন্যায় পরিষ্কার দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই ডিমের বাচ্ছা হইবে না এবং ডিমের মধ্যভাগ কাল্‌চে ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইলে সেই ডিম ফুটিবে বুঝিতে হইবে।

১৫।১৬ দিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ডিমের ভিতরের অংশ জমিয়া থাকে। সে সময় উহা খণ্ড আকার দৃষ্ট হইলে ভিতরের অংশ পচিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। ডিম ফুটিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে গরম জলে ফ্লানেল বা কাপড় ভিজাইয়া ডিম মুছিয়া দিলে অথবা উহার উপর অল্পক্ষণ চাপা দিয়া রাখিলে ভাল হয়, কারণ হাঁসের ডিমের পক্ষে একটু বেশী শৈত্যের প্রয়োজন। হাঁস বা মুরগীর দ্বারা ডিম ফুটাইলে এরূপ করিবার আবশ্যক হয় না, ইনকিউবেটারে ডিম ফুটাইলে কচিৎ আবশ্যক হইতে পারে।

অধিক সংখ্যক ডিম ফুটাইতে হইলে ইনকিউবেটারই উপযুক্ত। ইনকিউবেটারের আকার, গুণ ও আয়তন

হিসাবে ৫০ হইতে হাজার পর্য্যন্ত ডিম ফুটান যায়। ইনকিউবেটার ঠিক সমতল স্থানে বসান দরকার; যেন কোন স্থানে উঁচু নিচু না থাকে। সমস্ত ডিমে যাহাতে সমান ভাবে উত্তাপ পায় তাহা দেখা আবশ্যক। ইনকিউবিটারের মধ্যে ডিম বসাইবার সময় ডিমের চ্যাপ্টা দিকটী সর্ব্বদা উপরের দিকে রাখিতে হয়। টিনের ঘরে উত্তাপের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এজন্য ইনকিউবেটার রাখিবার পক্ষে খোলা, মেটে অথবা কোটা ঘর উত্তম। আজকাল অনেক মেকারের ইনকিউবিটার বাহির হইয়াছে। উহা সাধারণতঃ দুইপ্রকার। একপ্রকার যন্ত্র গরম জল হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, অন্যপ্রকার যন্ত্র বায়ুমণ্ডল হইতে, তেলের বাতি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ করে; এই উভয় যন্ত্রেই তাপ নির্দ্দেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রথম সপ্তাহে ডিম দিবার পর তাপমানযন্ত্রে উত্তাপ ১০২° ডিগ্রী রাখা যাইতে পারে; দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০৩°, তৃতীয় সপ্তাহে ১০৪° ও চতুর্থ সপ্তাহে ১০৫° ডিগ্রী রাখা দরকার। হাঁসের ডিম ফুটিতে ২৮ দিন সময় লাগে, মুরগীর

ডিম ২১ দিনে ফুটে। মাস্কোভী জাতীয় হাঁসের ডিম আরও বিলম্বে ফুটে ; উহাদের ডিম ফুটিতে প্রায় ৩১।৩২ দিন সময় লাগে। প্রতিবার ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হইবার পর ইনকিউবেটারটী জাইজল, ফিনাইল জল বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ নাশক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। উষ্ণ বাতাসে অথবা অন্য কোন কারণে ডিমের খোলার নিম্নের পাতলা সাদা আবরণ বা পর্দ্দা শক্ত হইয়া গেলে বাচ্ছারা ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না। এরূপ ঘটিলে অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, শাবক ডিম ফুটিয়া বাহির হইতে কষ্ট পাইতেছে তাহা হইলে আলোর নিকট লইয়া গিয়া ডিমের চ্যাপ্টা দিকটী সাবধানে একটু প্রশস্ত করিয়া কাটিয়া বাচ্ছার মুখটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া উপরিভাগে করিয়া রাখিতে হয়। কাটিবার সময় খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন বাচ্ছার কোনরূপ আঘাত না লাগে। কোন মৃত বাচ্ছা শাবকদের নিকটে রাখা উচিত নয়।

হাঁসের খাদ্য

ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হইবার পরই উহাদের কোন আহারের আবশ্যক করে না। ৩৬ হইতে ৪০ ঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর বাচ্ছাদের আহারের ব্যবস্থা করা দরকার। মুরগী, হাঁসের ডিম ফুটাইতে ও বাচ্ছা পালন করিতে সক্ষম হইবে কিন্তু খাওয়াইতে পারিবে না, এজন্য বাচ্ছাদের আহারের ব্যবস্থা মানুষের উপর নির্ভর করে। হাঁসের বাচ্ছা, জন্মিবার পরই খাইতে পারে না, এজন্য উহাদের খাইতে শিখাইতে হয়। যবচূর্ণ বা যবের ছাতু এরারুট ও চাউলের গুড়া একত্রে মিশাইয়া অল্প পাতলা করিয়া পালকের সাহায্যে আস্তে আস্তে প্রথমে উহাদের খাওয়াইতে হয়। ইহাদের খাদ্যের সহিত অল্প হরিদ্রাচূর্ণ (হলুদের গুঁড়া) মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। পালকে করিয়া খাবার তুলিয়া উহাদের মুখের কাছে ধরিলে ক্রমে ক্রমে উহারা খাইতে শিখে। প্রথম সপ্তাহে প্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর উহাদের খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। খাওয়াইবার সময় একবার জল ও একবার খাদ্য খাওয়াইতে হয়।

দ্বিতীয় সপ্তাহে যব, গম ও চাউলের গুড়া একত্র মিশাইয়া ফুটাইয়া পাতলা করিয়া উহা দিনে ৬।৭ বার খাইতে দিতে হয়। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ সপ্তাহে উহাদের ক্ষুধা অনুযায়ী, সমপরিমাণে যবচূর্ণ গমের ভূষি চাউলের গুঁড়া ও ভূট্টাচূর্ণ একত্র ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া দিনে ৫।৬ বার খাইতে দিতে হয়। উক্ত খাদ্যের সহিত গেঁড়ি, গুগলি, মাছ বা মাংস অল্প মিশাইয়া দেওয়া উচিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের আহারের মাত্রা বাড়াইয়া বারে কমাইতে হইবে। উহাদের খাওয়া শেষ হইবার পর বাচ্ছাদের নিকট কোন পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য রাখা উচিত নয়। সপ্তাহে একবার করিয়া খাদ্যের সহিত অল্প গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া দিতে হয়, ইহাতে পাখীর পালক গজাইবার পক্ষে সাহায্য করে। বাচ্ছাদের কখনও বাসি বা পচা খাদ্য খাইতে দিতে নাই। হাঁসেরা যদি চরিবার জন্য পুষ্করিণী বা উপযুক্ত তৃণক্ষেত্র না পায় তাহা হইলে জান্তব খাদ্য মুরগীর অপেক্ষা ইহাদের অধিক আবশ্যক হয়। উপযুক্ত পরিমাণে জল খাইলে পাখীরা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য বাচ্ছাদের

নিকট কোন অগভীর পাত্রে পরিষ্কার পানীয় জল রাখিয়া দেওয়া দরকার। পাত্রটী ২ ইঞ্চি গভীর হইলেই চলিবে। ইহাতে বাচ্চারা ঠোঁট ডুবাইয়া খাইতে এবং মাথা ধুইতে শিখিবে। পাত্রটী গভীর হইলে বাচ্চাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। অধিক জলও ইহাদের মাখিতে দিতে নাই, কারণ ইহাদের শরীরের মধ্যে উত্তাপ আছে এবং বেশী জল মাখিলে সর্দ্দি বা রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। এ সময় উহাদের জলে ছাড়িয়া দিতে নাই এবং সূর্য্যের প্রখর কিরণও ইহারা সহ্য করিতে পারে না। আলো ও বাতাস খেলে এরূপ পরিষ্কার শুষ্ক স্থান উহাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দেশ করা উচিত। বাক্সের মধ্যে খড় বিছাইয়া তাহাতে রাখিলে উহারা বেশ গরমে থাকে। বাচ্চাদের থাকিবার স্থান, খাদ্য দ্রব্য এবং আহারের পাত্রাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, নতুবা পীড়িত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ হাঁসকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিতে পারা যায়।

চাউলের কুঁড়া বা গমের ভূষি	...	৪ ভাগ
ছোলা ...	...	১ ভাগ
কুচান শাক সব্জী প্রভৃতি	...	১ ভাগ
শামুক, গেঁড়ি প্রভৃতি	...	১ ভাগ

হাঁস ভিজা খাদ্য খাইতে ভালবাসে, এজন্য উহাদের যথাসম্ভব ভিজা খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। চোঙ্গের ন্যায় ঠোঁট দ্বারা উহারা চুষিয়া খায়, এজন্য কিছু গভীর পাত্রে উহাদের খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ৭।৮ ইঞ্চি গভীর মাটীর গামলা হইলেও চলে। অণ্ডপ্রসবকারী হাঁসের পক্ষে নিম্নলিখিত খাদ্য উপযোগী। প্রত্যেক হাঁসকে বেশ বড় এক মুঠা করিয়া খাদ্য দেওয়া উচিত।

কুঁড়া ...	...	২ ভাগ
গমের ভূষি ...	...	১ ভাগ
ছোলা ...	...	১ ভাগ
গেঁড়ি, শামুক, শুঁটকী মাছ প্রভৃতি		১ ভাগ

উপরোক্ত মিশ্রিত খাদ্য গরম জলে কিছুক্ষণ

ফুটাইয়া অল্প গরম থাকিতে পাতলা অবস্থায় খাইতে দেওয়া উচিত। বালি খাওয়াইলে উহাদের শরীর ভাল থাকে, এজন্য খাবারের সহিত অল্প সূক্ষ্ম চূর্ণ বালি মিশাইয়া দিতে পারা যায়। প্রতি /১ সের মিশ্রিত খাদ্যে ১ তোলা আন্দাজ লবণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়।

হাঁসকে আবদ্ধ রাখিয়া দিলে উহাদের তিনবার আহারের আবশ্যক হয়। হাঁসকে স্বাধীন ভাবে জলে বিচরণ করিতে দিলে মাত্র একবার সকালে খাইতে দিলে উহাদের যথেষ্ট হয়। ডিম দিবার সময় উহাদের যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক অন্য সময় তাহার দরকার করে না। ডিম্ব প্রদানকারী হাঁসদের উপযুক্ত পরিমাণে গেঁড়ি, শামুক, গুগলি প্রভৃতি খাইতে দিতে হয়। ঘোলা বা অপরিষ্কার জল ইহাদের খাইতে দেওয়া উচিত নয়, পানীয় জল পরিষ্কার ও নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত সবুজ খাদ্য হাঁসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। হাঁস ছাড়া থাকিলে জমিস্থিত কচি কচি ঘাস খাইয়া থাকে। হাঁসকে সমুদয় তরি-তরকারীর

খোসা এবং লেটুস, পালমশাক, কপিপাতা, পেঁয়াজ, মূলাশাক, ঘাস প্রভৃতি শাকসব্জী কুচাইয়া কাঁচা অথবা সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে

মাংসল হাঁসের খাদ্য

মাংসের জন্য আইলস্‌বেরী ও রুয়েণ হাঁস উৎকৃষ্ট। ঐ সমস্ত বিদেশী আসল জাতীয় হাঁসের সহিত দেশী হাঁসের সংমিশ্রণ দ্বারা বেশ ভাল ও বড় পাখী পাওয়া যায়। মাংসের জন্য পালিত পাখীকে কখনও জলে সাঁতরাইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে পাখীর আকার খর্ব্ব হয় এবং মাংস শক্ত ও ছিবড়াযুক্ত হয়। ডিম্ব প্রদানকারী হাঁস যতদূর চরিয়া বেড়ায় ইহাদের তত বেশী বেড়াইতে দেওয়াও উচিত নয়। সাধারণতঃ দেড় মাস দুই মাস বয়স হইতেই উহাদিগকে মোটা হইবার জন্য সিদ্ধ ভাত ও ছোলা মিশ্রিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। হাঁসকে ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া পুষ্টিকর খাদ্য দিলে উহারা শীঘ্রই মোটা হইয়া পড়ে এবং শরীরে চর্ব্বি জন্মে, এরূপ হাঁসের মাংস কোমল এবং সুস্বাদু। ফলতঃ যে সমস্ত হাঁস জলে সাঁতার দেয় বা দৌড়াদৌড়ি করে তাহাদের শরীরে চর্ব্বি জন্মিতে

পায় না এবং শারীরিক পরিশ্রম করার জন্য উহাদের মাংসপেশী সবল ও দৃঢ় হয়। পাখী উপযুক্ত মোটা হইলেই ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা অধিক দিন রাখিয়া দিলে উহারা হঠাৎ কোন রোগগ্রস্থ হইয়া মারা যাইতে পারে। মাংসল পাখীর স্নানের জন্য ঘরের মধ্যে একটী চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া অথবা বড় গামলায় করিয়া জল রাখিয়া দিতে হয়। মাংসের জন্য পালিত হাঁসের খাদ্য এইরূপ করা যাইতে পারে।

যব বা গমের ভূষি—১ ভাগ চাউলের কুঁড়া—৩ ভাগ ভিজা ছোলা—২ ভাগ	... সকালে
খুঁদের জাউ বা ভাত—৩ ভাগ মটর, ভুট্টা বা দাল চূর্ণ—২ ভাগ ভূষি বা কুঁড়া—১ ভাগ	... সন্ধ্যায়

মধ্যাহ্নে উহাদের কাঁচা শাক সব্জী ও আনাজের খোসা ইত্যাদি দিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত চিনা, কাঁওন, যই, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি যেস্থানে যাহা সহজপ্রাপ্য ও সুলভ তাহা হাঁসের খাদ্য হিসাবে

ব্যবহার করা চলে। এ দেশে চাউলের কুঁড়া সুলভ ও সহজপ্রাপ্য এজন্য উহাই প্রধাণতঃ ব্যবহার করা হয়।

ডিম্ব প্রদানকারী বা মাংসল হাঁস অপেক্ষা প্রদর্শনীর হাঁসের প্রকার ভেদ অনেক বেশী।

প্রদর্শনীর হাঁসের খাদ্য

আকারের বিশিষ্টতা, গঠন, সৌন্দর্য্য, ডিম্ব প্রদান ক্ষমতা, দ্রুতবর্দ্ধন প্রভৃতি এক একটী দিক দিয়া ইহারা প্রদর্শনীর উপযোগী হইয়া থাকে। প্রদর্শনীর উপযোগী করিয়া পালন করিতে হইলে সমধিক যত্ন ও পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়। মাংসল বা ডিম্ব প্রদানকারী প্রভৃতি পাখীর চালচলন, বর্ণ প্রভৃতির দোষ থাকিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু প্রদর্শনীর পাখীর রূপ এবং চলনের দোষগুণ উহার প্রধান অঙ্গ। মান্দারিন, কেরোলিন প্রভৃতি পাখী সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কেবল সৌন্দর্য্যের জন্যই ইহারা প্রদর্শনীর উপযোগী। প্রদর্শনীর পাখীর জন্য খাদ্য সাধারণ পাখীর মত, ইহাকে অধিক মসলা মিশ্রিত বা অধিক মিষ্ট ঘটিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রদর্শনীর পাখী যাহাতে সুশ্রী, সবল ও কষ্ট সহিষ্ণু হয় সে বিষয়ে

দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইহাদের যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে হয়।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

মুরগীর ন্যায় হাঁসেরা তত অধিক রোগগ্রস্থ হয় না। সময় সময় হাঁসের পালের মধ্যে কোন রোগের হঠাৎ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। হাঁস কোন কঠিন রোগগ্রস্থ হইলে তাহাদের বাঁচান বড় শক্ত হইয়া পড়ে, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা মারা পড়ে। সুতরাং ইহারা যাহাতে কোন রোগগ্রস্থ হইতে না পায় সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য রাখিলে, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, রোগগ্রস্থ পাখী হইতে দূরে রাখিলে, ইহারা বড় একটা রোগে আক্রান্ত হয় না। উহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পায়। যে কোন রোগগ্রস্থ

পাখীকে অন্য স্থানে সরাইয়া তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

যকৃৎঘটিত পীড়া—ইহা হাঁসের সাধারণ পীড়া মধ্যে গণ্য। এই রোগগ্রস্থ পাখীর আহার পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ রোগা ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই রোগ হইলে উহাদের যে কোন একটী পা খোঁড়া হইয়া যায় এবং প্রায় বাঁচে না।

অজীর্ণতা—এই রোগ হইলে হাঁসের চেহারার কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে না, কিন্তু উহারা প্রায় খাইতে চাহে না। চা চামচের এক চামচ ইপসাম্ সল্ট জলের সহিত খাওয়ান উচিত। অথবা ১ আউন্স অলিভ অয়েল, ১ ড্রাম ক্রিয়জুট একত্র মিশাইয়া প্রতি পাখীকে দিনে ৪ ফোঁটা করিয়া জলের সহিত খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রাম্প (অঙ্গপীড়া)—এই রোগে চেহারা খারাপ হয় না, কিন্তু উহাদের হাঁটিতে বা নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথবা ঝিমায়। রুগ্ন পাখীকে দলের মধ্যে রাখা উচিত নয়, স্বতন্ত্র রাখা দরকার। কোন অপরিষ্কার বা ঠাণ্ডা

জায়গায় রাখাও অনুচিত। ছায়াযুক্ত শুষ্ক জায়গায় একটু গরমে রাখা ভাল। শুইবার দোষে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হাঁসের এই রোগ হইতে পারে। প্রথমে পাখীর পায়ের সমস্ত অংশ ভালরূপে গরমজলে ধুইয়া কর্পূর অথবা টার্পিন তৈল মালিস করা দরকার। বাচ্ছা পাখীকে চা চামচের এক চামচ কডলিভার অয়েল ৮।১০টী পাখীকে দিনে দুই বার করিয়া খাওয়ান দরকার।

ক্ষয়রোগ—ইহা সংক্রামক ব্যাধি। কোন হাঁস এই রোগগ্রস্থ হইলে কখনও দলের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এই রোগগ্রস্থ পাখী নরম খাদ্য খাইতে চায় না। ভুট্টা, মটর, ছোলা প্রভৃতি কঠিন খাদ্য খাইতে চায়। এই সময় উহাদের শরীরের তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়, কাসিতে থাকে এবং ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হয়, প্রায়ই বাঁচেনা। এই রোগ-গ্রস্থ পাখীর শুশ্রূষা বা চিকিৎসা করা অপেক্ষা উহাকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া অন্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল।

চক্ষুর জল পড়া বা ছানি—প্রায় ঠাণ্ডা লাগিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমে চোখ দিয়া

জল পড়িতে থাকে, চোখের কোলে পিচুটি জমে, চোখ জুড়িয়া যায়, যত্ন না পাইলে বা প্রতিকার না করিলে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে চোখের গোলকের উপর আঁশের মত পাতলা শ্লেষ্মার আবরণ পড়িয়া যাইতে পারে। গরম জলে পারমাঙ্গানেট-অফ-পটাস মিশাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে সেই জল পিচকারী করিয়া চক্ষু ধুইয়া দিতে হয়, কার্ব্বলেটেড ভেসলিন চোখের কোনে লাগাইয়া দিতে হয়। পদ্মমধু চোখে দিলে ভাল হয়। পেঁয়াজ বা রসুনের কোয়া খাইতে দিলে উপকার হয়। এসময় উহাদের পরিষ্কার স্থানে রাখা দরকার।

পাখীর গর্ভাশয় অসংলগ্ন হইয়া পড়িলে সময় সময় বিকৃত আকৃতির ডিম জন্মে। এইরূপ হইলে ডিম দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য খাদ্য বদলাইয়া দিতে হইবে।

গরমের উপর ঠাণ্ডা লাগিয়া বা চোট লাগিয়া কোন অঙ্গে ব্যথা লাগিলে তাহা বাতে পরিণত হয়। কেরোসিন ও টার্পিন তেল ১ তোলা পরিমাণে লইয়া সিকি তোলা আন্দাজ কর্পূরের সহিত মিশাইয়া দিনে দুইবার বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে উপশম হইবে।

কোন পাখীকে তাড়া করিলে বা ভয় পাইয়া অধিকক্ষণ দৌড়াইলে উহাদের পায়ে বা কোমরে ব্যথা জন্মিতে পারে। পেটের মধ্যে কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ডিম্ব প্রদানের ব্যাঘাত ঘটা সম্ভব।

পাখী অত্যধিক সংখ্যায় এক ঘরের মধ্যে গাদা-গাদি করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহাতে বায়ু দূষিত হইতে পারে, ইহাতে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটা আশ্চর্য্য নয়।

রাজহাঁস

হংস জাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় এবং ভারী। চরিয়া বেড়াইবার জন্য একটু বিস্তীর্ণ খোলা পতিত জমি থাকিলে রাজহাঁস পালিবার অসুবিধা হয় না। ইহারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে চরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। অন্য হাঁসের ন্যায় ইহাদেরও পায়ের তলায় পর্দ্দা থাকে এজন্য ইহারা জলে বেশ ভাল সাঁতার দিতে পারে। যদিও ইহারা জলচর শ্রেণীভুক্ত তথাপি মুরগীর ন্যায় ইহারা স্থলেও চরিয়া বেড়ায়। ইহারা অল্প উড়িতে পারে। রাজহাঁস সাধারণতঃ নিরামিষাশী। ভাল দুর্ব্বা ঘাস পাইলে ইহারা বেশ পরিষ্কাররূপে খাইয়া ফেলে এবং কোমল ঘাসযুক্ত :মাঠে বিচরণ করিতে ভালবাসে, কিন্তু জলাশয় বা পুষ্করিণী না পাইলে ইহারা স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। অন্য গৃহপালিত পাখী অপেক্ষা ইহারা কঠিন প্রাণ এবং প্রায়ই রোগগ্রস্থ হয় না। ইহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিলাতের কোন এক বিশিষ্ট পোল্টী

বিষয়ক পত্রিকা হইতে জানা যায় যে ইহারা ৫০।৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

জাতি বিভাগ।

রাজহাঁসের মধ্যেও কয়েকটী বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়: তন্মধ্যে এমডেন, ক্যানেডিয়াণ, আফ্রিকান ও টুলুস রাজহাঁস উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত; ভারতীয় বা চিনা রাজহাঁস ইহাদের সমতুল্য নয়। গ্যাম্বিয়ান ও সিবাস্ত-পুল রাজহাঁস শোভাবৰ্দ্ধক বলিয়া খ্যাত।

টুলুস জাতি আকারে বেশ বড় হয়। ইহাদের শরীরের আকার ও গঠন পারিপাট্য এমডেন হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাদের পা ক্ষুদ্র, চক্ষু ও পা কমলালেবু বর্ণের, ঠোঁট সরু এবং পা বেঁটে। উহাদের পশ্চাৎভাগ প্রশস্ত; এবং সম্মুখ বা বক্ষের নিম্নভাগ ভারী বলিয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। গায়ের বর্ণ ধূসর, পালকের অগ্রভাগ চিত্রিত, ইহারা দ্রুত বদ্ধিত হয় না। এবং মোটা হইতে অনেক বিলম্ব হয়। টুলুস রাজহাঁসের আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে।

টুলুস
(Toulouse)

ভারতীয় বন্য রাজহাঁসের সহযোগে ইহাদের জন্ম বলিয়া শুনা যায়। ফরাসী দেশে ইহারা অধিক পালিত হয়। রাজহাঁসের মধ্যে ইহারা ভাল ডিম দেয়, কিন্তু তা দিতে পারে না। এক একটী হাঁস বৎসরে ৩০।৩৫ ডিম দেয়। এই জাতীয় হাঁস প্রদর্শনীর উপযোগী করিয়া পালন করিলে নরগুলি ১৪ সের এবং মাদিগুলি ১০ সের ওজনের হইয়া থাকে। ভারতীয় রাজহাঁসের ন্যায় ইহারা অধিক দূরে গিয়া চরিতে চাহে না। ইহারা অনেক স্থানে grey goose নামে পরিচিত।

•

এমডেন (Embden)

ইহা জার্ম্মাণ দেশীয় রাজহাঁস। ইহারা আকারে অন্য জাতি অপেক্ষা বড়। দ্রুত বর্দ্ধিত এবং শীঘ্র মোটা হয় বলিয়া ইহারা বেশ উল্লেখযোগ্য। গায়ের বর্ণ সম্পূর্ণ সাদা, টুলুস অপেক্ষা ইহাদের গায়ের পালক ঘন ও ঠাস। পা কমলা বর্ণের এবং ঠোঁট পাটকিলে হরিদ্রাবর্ণযুক্ত, চক্ষু ঈষৎ নীলাভ। ইহারা ডিম কম দেয় কিন্তু ভাল তা দিতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। প্রদর্শনীর উপযোগী মদ্দা হাঁসগুলি ওজনে ১৪ সের

এবং মাদিগুলি ১০॥ সের ওজনের হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

এমডেন জাতি ভাল ডিম ফুটাইতে পারে। আমেরিকায় এই জাতীয় পাখী অধিক প্রিয়। ইহা সাদৃশ্যে অনেকটা ভারতীয় রাজহাঁসেরই মত, কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদের ঘাড় বা গলা টুলুস জাতি অপেক্ষা অধিক লম্বা এবং দেশী রাজহাঁসের ন্যায় ইহাদের নাকের উপর একটী গ্রন্থি বা গাঁইট আছে। ইহাদের গায়ের বর্ণ ধূসর, গলার ও পেটের নিম্নভাগ সাদা। ইহারা বেশ বড় ডিম দেয়।

আফ্রিকান (African)

এদেশে যত্ন ও পরিচর্য্যার অভাবে ভারতীয় রাজহাঁসগুলি নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভালরূপ আহার দিলে ও যত্ন করিলে ইহারা আকারে বেশ বড় হয়। এমডেন্ ও টুলুস অপেক্ষা ইহাদের পা এবং গলা লম্বা। ইহাদের নর ও মাদা প্রায়ই একত্রে থাকে। ইহারা ১২ হইতে ১৫টী ডিম দেয় এবং উভয়ে একে একে

ভারতীয় (Indian)

তা দেয়। ইহারা তা দিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ দেখা যায় মাদাগুলি যত ডিমের উপর বসিতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক ডিমে বসিতে চাহে। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু, পালনে অধিক যত্নের আবশ্যক হয় না। একটি বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও জলাশয় পাইলে ইহারা খুব স্ফূর্ত্তির সহিত চরিয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ অন্য হাঁস অপেক্ষা ইহারা খাদ্য অন্বেষণে একটু অধিক দূরে বিচরণ করে এবং অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী গোলমাল বা শব্দ করে। ইহাদের বাচ্ছা ফুটিতে ২৮ হইতে ৩০ দিন সময় লাগে।

কাহারও মতে ভারতীয় ও চিনা রাজহাঁস একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মাথার লোমযুক্ত স্থান হইতে ঠোঁট পর্য্যন্ত একখণ্ড লাল মাংস খণ্ড বা গাঁইট সংযুক্ত থাকে। ইহারা আকারে খুব বড় হয় না, কিন্তু বেশ ডিম ও ভাল তা দেয়। মর্দ্দাগুলি ৯।১০ সের এবং মাদি পাখী ৮ সের ওজনের হয়।

চিনা রাজহাঁস (Chinese)

ভারতীয় বন্য রাজহাঁসের সহিত উহাদের কতকটা

সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদের চক্ষের নিকট হইতে সাদা চক্র গলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে, গলার অন্য অংশ কালচে; ইহারা ভাল ডিম দেয় না কিন্তু বেশ তা দেয়। পাখীগুলি বেশী বড় বা ভারি হয় না। মদ্দাগুলি ৭ সের এবং মাদী ৬ সের ওজনের হয়।

ক্যানেডিয়াণ
(Canadian)

ইহারা রুশ দেশীয় রাজহংস। পাখীর বর্ণ সাদা। ইহারা আকারে বড় বা ওজনে ভারী নহে এবং ভাল ডিম ও তা দিতে পারে না। ইহারা দেখিতেই শোভাবর্দ্ধক।

সিবাস্তপুল
(Sebastopol)

বাসস্থান

ইহাদের ঘর বা বাসের ব্যবস্থা হাঁসের ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে করিতে হয় তবে একটু দেখা দরকার, যেন ঘাড় নিচু করিয়া ইহাদের ঢুকিতে না হয়। পাতিহাঁস অপেক্ষা ইহারা আকারে বড়, এজন্য সাধারণতঃ উহাদের অপেক্ষা রাজহাঁসের একটু অধিক স্থানের আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত

পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলিতে পারে সে বিষয়ে যত্ন লওয়া দরকার। অপরিষ্কার, ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাসের অভাব হইলে কোন প্রাণীরই স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না, এজন্য যথাসম্ভব উচ্চ, শুষ্ক এবং আলো বাতাসযুক্ত স্থানে ইহাদের বাসাঘর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ইহারা পাতিহাঁসের ন্যায় ঘর বড় অপরিষ্কার করে, এজন্য ঘর পরিষ্কার করা আবশ্যক। ঘরের মেঝের উপরে শুষ্ক খড় বা কোমল ঘাস বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত। ঘরের পাশে বা সন্নিকটে ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহারা বড় গোলমাল করে, এজন্য রাত্রে নিদ্রা বা শান্তিভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। অল্প সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে ইহারা আটক থাকিতে চাহে না, সুতরাং ইহাদের জন্য পাতিহাঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের আবশ্যক নাই। ইহাদের চরিয়া বেড়াইবার জন্য বিস্তীর্ণ জমির আবশ্যক। যদিও রাজহাঁস বেশ সবল পাখী তথাপি ইহাদের পা তেমন শক্ত নয়, এজন্য উহাদের পক্ষে বাঁধান মেঝে উপযুক্ত নয়, কারণ কোনরূপে পা

পিছলাইয়া যাইলে বা সামান্য আঘাতে ইহাদের পা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

সংজনন ও সংমিশ্রণ।

আকারে বড়, ভাল জাতীয়, সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট সুশ্রী ও নির্দ্দোষ নর পাখী সংজনন কার্য্যে মনোনীত করা উচিত। সংজননের জন্য নির্ব্বাচিত নর-মাদা উভয়েই রোগশূন্য হওয়া আবশ্যক, কারণ পিতামাতা স্বাস্থ্যবান না হইলে তাহাদের সন্তান রুগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ সন্তানের স্বাস্থ্য বা গুণাগুণ তাহার পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ৮।৯ বৎসরের কম বয়স্ক পাখীর বাচ্ছা রাখিতে দেওয়া উচিত নয়। উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যবান পাখী পাইতে হইলে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর নর ও মাদা পরিবর্ত্তন করা উচিত। প্রতি তিনটি মাদির জন্য একটী নর সংজনন কার্য্যে নিযুক্ত করা শ্রেয়ঃ। এমডেন ও টুলুস জাতীয় নর রাজহাঁসের সহিত ভারতীয় সাধারণ মাদী রাজ-হাঁসের সংমিশ্রন দ্বারা ভাল ও বড় জাতীয় বাচ্ছা পাওয়া যায়, ইহাতে দেশীয় রাজহাঁসের উৎকর্ষ সাধন

হইতে পারে। সংজননের জন্য নির্ব্বাচিত নর সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট মাদার সংযোগে শাবক উত্তম হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট নর ও অপকৃষ্ট মাদার সংযোগে শাবক পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট ও মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট নর ও উৎকৃষ্ট মাদার শাবক উৎকৃষ্ট না হইয়া অপকর্ষ লাভ করে, ইহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

ডিম ফোটান ও বাচ্ছাতোলা

সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক পাখী অধিক বয়স্ক পাখী অপেক্ষা কিছু পূর্ব্ব হইতে ডিম দেয়। ইহারা আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে ডিম দিতে আরম্ভ করে। ভাল-রূপ আহার, যত্ন ও পরিচর্য্যা পাইলে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ডিম দিতে দেখা যায়। কোন কোন হাঁসের অধিক বেলায় ডিম দিবার অভ্যাস আছে, এজন্য বেলা ১০টা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়া উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, নতুবা উহারা যেখানে সেখানে ডিম পাড়িবে এবং সব ডিম পাওয়া যাইবে না। ১৫।১৬টী ডিম পাড়িবার পর পাখীদের সাধারণতঃ

ডিমে বসিবার প্রবৃত্তি জাগে এজন্য ডিম পাড়িবার পর উহা সরাইয়া লইলে পাখীদের ডিম পাড়া কার্য্য হইতে বিরত না। রাজহাঁসের ডিম মুরগীর তা'য়ে দিবার আবশ্যক হয় না। ভারতীয় দেশী রাজহাঁস বেশ ভাল তা দেয় ও বাচ্ছা পালন করিতে পারে। মুরগী দ্বারা তা দিতে হইলে ভারী জাতীয় মুরগী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। হালকা জাতীয় যেমন—লেহগণ, মাইনর্কা ইত্যাদি তা দিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুবিধা থাকিলে ইনকিউবেটারে ডিম ফুটাইয়া মাদি রাজহাঁসের নিকট পালনের জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। ভারী জাতীয় মুরগী যদিও ভাল তা'দেয় এবং বাচ্ছা পালন করে, তথাপি বাচ্ছা অবস্থায় যত দিন না নিজেরা খুঁটিয়া খাইতে শিখে ততদিন মানুষের সাহায্যের আবশ্যক হয়। তা দিবার স্থান ঘরের এক কোণে বা পাশদিকে নির্ব্বাচন করা উচিত এবং শুষ্ক খড় বা ঘাস বেশ পুরু করিয়া সেইস্থানে বিছাইয়া দেওয়া উচিত। তা দিবার কালীন উহাদের আহারের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়, কারণ পাখী যখন তা দেয় তখন প্রায়ই সে স্থান ত্যাগ করে না।

এজন্য তা দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের অনতিদূরে প্রতি দিন উহার জন্য খাদ্য ও পরিষ্কার পানীয় জল রাখা উচিত। ইহাদের ডিম ফুটিতে ২৮ হইতে ৩০ দিন সময় লাগে।

আহার ও পরিচর্য্যা।

বাচ্ছা জন্মাইবার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল নির্জ্জন স্থানে তাহাদের বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত, পরে ধাত্রী বা পালন মাতার নিকট রাখিয়া দিতে হয়। উপযুক্ত বিশ্রামের পর উহাদের খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রথম সপ্তাহে দিনে ৬।৭বার যব, গম ও চাউলচূর্ণ তরল করিয়া গুলিয়া অল্প করিয়া খাওয়াইতে হয়। কচি কোমল দুর্ব্বাঘাস কুচাইয়া দিলে ইহারা খাইতে পারে। পানীয় জল সর্ব্বদা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বাচ্ছাদিগকে ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে এবং প্রখর রৌদ্রযুক্ত স্থানে রাখা কখনও উচিত নয়। আলো ও বাতাসযুক্ত পরিষ্কার স্থানে বিস্তৃত শুষ্ক খড়ের উপর উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া দিতে হয়।

এ সময় বাচ্ছারা তাহাদের মা'র সহিত খুঁটিয়া খাইতে শিখে। এক মাস বয়স্ক শাবকেরা নিজে খুঁটিয়া খাইতে পারে এবং দুই মাস আড়াই মাস বড় হইলে ইচ্ছামত বিচরণ করে।

পাখীদের সকালে ও বৈকালে খাইতে দেওয়া শ্রেয়ঃ। যে সমস্ত পাখী চরিয়া বেড়ায় তাহাদের দিনে একবার মাত্র খাইতে দিলেই যথেষ্ট। ছোলা, মটর, ভূট্টা, যব, গম, কুঁড়া, ধান কাঁচা তরকারীর খোসা, শাকপাতা, ঘাস প্রভৃতি খাদ্য ইহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। পাখীদের মোটা করিবার আবশ্যক হইলে শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে পারা যায় ইহাতে উহারা শীঘ্র মোটা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাল সাদা গমই এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকরী। যব দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া (তিন তোলা দুধ) খাওয়াইলেও একই ফল হয়। ইহাদিগকে সবুজ তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া ভাল। তাহারা ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাইতে ভালবাসে। যদি মনে হয় যে ইহারা পরিমাণ মত খাদ্য পাইতেছে না তাহা হইলে ইহাদিগকে করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে যই ও

যবের সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিতে পারা যায় এবং কিছু ভাল জই জলে ভিজাইয়া সান্ধ্যকালীন আহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। এইভাবে আহার প্রদান ও যত্ন করিলে উহারা এক কি দেড় মাসের মধ্যেই বড় হইয়া উঠে। সেগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সেগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইতে ২ মাস ২॥ মাস সময় লাগে। মোটামুটী ইহাদের মোটা হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় ৬ মাস। হাঁস বেশ বড় ও মোটাসোটা হইলেই বাজারে পাঠান লাভজনক। ইহাদিগকে ঘরে রাখিয়া কোন লাভ নাই। যেকোন সময়েই ইহারা আবার দুর্ব্বল বা রোগা হইয়া পড়িতে পারে এবং এবার রোগা হইলে উহাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে যথেষ্ট সময় লাগে।

ইহাদের রোগ খুব কম হয় এবং সহজে ইহারা রোগগ্রস্থ হয় না, কিন্তু কোনরূপে একবার পীড়াগ্রস্থ হইলে বাঁচান শক্ত ব্যাপার। এজন্য ইহাদের যথা-সম্ভব সাবধানে রাখা দরকার। নিজে দেখাশুনা করিলে এবং খোঁজ খবর লইলে আহার ও বাসের সুব্যবস্থা করিলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। দ্বিতীয় কথা, নিজে দেখাশুনা করিলে বা

নজর রাখিলে পাখীরা যেরূপ যত্ন পায় ও উহাদের মনে সন্তোষ জন্মে অন্যের দ্বারা তাহা আশা করা বৃথা। পীড়াগ্রস্থ রুগ্ন পাখীদের কখনও দলের মধ্যে রাখা উচিত নয়, সর্ব্বদা দূরে রাখা কর্ত্তব্য। এক ঘরের মধ্যে অধিক সংখ্যক পাখী গাদাগাদি করিয়া রাখা এবং পাখীর পশ্চাদ্ধাবন করা বা তাড়া করা বিপজ্জনক। পাখীদের কোন রোগ হইয়াছে জানিতে পারা মাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক। রোগের চিকিৎসা মুরগী বা পাতি হাঁসের ন্যায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুরগীর জন্মবৃত্তান্ত

মুরগীর প্রাচীন ইতিহাস ও জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারত ও মধ্য এশিয়ায় ইহা বন্য কুক্কুট নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ আসাম ও চট্টগ্রামের বন্য পার্ব্বত্যাঞ্চলে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বনে জঙ্গলে এখনও বন্য কুক্কুটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই বন্য কুক্কুটই গেলাস বন্‌কিভা (Gallus Bonkiva) গেলাস ফারকেটাস (Gallus Furcatus), গেলাস ফেরুজিনাস (Gallus Feruginus), গেলাস ষ্টেনলিয়াই (Gallus Stanleyii), গেলাস সোণারেটী (Gallus Sonueratii) নামে কথিত। ল্যাটিন ভাষায় নর মোরগকে গেলাস এবং মাদীকে গেলাইণ বলা হয়। মালয় এবং যাভাদ্বীপে প্রথমে বন্য কুক্কুট পালিত হয় এবং ইহাদিগকেই পোষ মানাইয়া গৃহপালিত করিয়া শঙ্কর প্রজনন দ্বারাই

এত বিভিন্ন, বিচিত্র ও সৌখীন জাতীয় মোরগের উদ্ভব করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন বণিকগণ যে এসিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে মুরগী সংগ্রহ করিয়া য়ুরোপে চালান দিতেন তাহা এনকোনা, এণ্ডালিসি, মাইনর্কা প্রভৃতি নাম হইতে কতকটা অনুমান করা যায়। বহুবৎসর পূর্ব্বে পারস্য, গ্রীস ও মিশর দেশেও মুরগী পালন প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের প্রাচীন দেশীয় মুদ্রায় মোরগের চিত্রাঙ্কন আছে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃঃ পূর্ব্ব ৪৫০০ শতাব্দে মিশরের মৃত্তিকা গহ্বর হইতে বহু বৎসরের পুরাতন ডিম ফুটাইবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

পূর্ব্বকালে ভারতে লড়াইয়ের জন্য স্থানীয় জমিদার ও রাজন্যবর্গ সখ করিয়া মুরগী পালন করিতেন এবং এই বাজি লইয়া হারজিত হইত। এক সময়ে বিভিন্ন দেশে এমন কি ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত লড়াইয়ের জন্য মুরগী বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। লড়াইয়ের জন্য এখনও চীন, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে মুরগীর আদর আছে।

মুরগীর জাতি ও শ্রেণী বিভাগ।

মুরগীকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। হালকা ও ভারি জাতি (Light breed and Heavy breed)। হালকা মুরগী প্রধানতঃ ডিম্ব প্রসব ছাড়া আর কোন কাজে আসেনা, এমন কি ইহাদের ডিমে তা' দেওয়ার প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলিলেও চলে। ভারী জাতীয় মুরগী সর্ব্বপ্রকার কাজে আসে। ইহারা ডিম পাড়ে, তা'দেয় এবং অধিকন্তু মাংসের জন্য ও শোভা বর্দ্ধনের জন্য ইহাদিগকে পালন করা হয়। মুরগীকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া পালন করা হইয়া থাকে; যেমন,—ডিম্বের জন্য, মাংসের জন্য, প্রদর্শনীর জন্য এবং সাধারণভাবে পালনের জন্য।

হালকা জাতির মধ্যে এনকোণা, এণ্ডালুসিয়াণ, কেম্প্াইন, পোলীন, মাইনর্কা, রেডক্যাপ, লাব্রোসী, ল্যাংসাণ, লেগহর্ণ, সিসিলিয়াণ, স্প্যানিকা, ব্রেকেন, হামবার্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারি জাতির মধ্যে অষ্ট্রোলর্প, অর্পিংটন, আসিল,

ওয়াইন ডোট্স, কোচিন, ডর্কিং, সাসেক্স, সিলকি, মালয়াণ, রোড আইল্যাণ্ড, ফেরারোনী, হুদান, ব্রাহ্মা জার্সিব্লেক প্রভৃতি প্রধান।

হালকা জাতীয় (ডিমের জন্য)।

হাল্কা জাতীয় মুরগীর অধিকাংশ ভূমধ্যসাগরের উপকুল হইতে আসিয়াছে। ইহারা অতি কঠিন প্রাণ ও চঞ্চল প্রকৃতির। ইহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ু বেশ সহ্য করিতে পারে। এই জাতীয় মুরগীর মধ্যে কোন কোনটী বৎসরে তিনশত ডিম দেয় বলিয়া শুনা যায়। সাধারণতঃ গড়ে ১৫০ শত ডিমই যথেষ্ট, কিন্তু ইহারা তা'দিবার পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। এই জাতীয় পাখী ৫।৬ মাসে ডিম দেয় এবং ওজনে দুই সের কি আড়াই সেরের অধিক ভারী হয় না।

এন্‌কোনা নামক বন্দরের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

এনকোনা (Ancona)

ইহার গায়ের পালক ব্লুব্ল্যাক রঙের, উপরে সাদা সাদা ফোঁটা, মাথার ঝুঁটী সিঙ্গেল ও লালাভ, কাণের লতি

সাদা, পা লম্বা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত। ইহারা ডিম দেয় বেশ, কিন্তু ডিমের আকার ছোট।

এণ্ডালুসিয়াণ (Andalusian)

ইহা স্পেন দেশীয় মুরগী। ইহাদের পা লম্বা ও মসৃণ, গায়ের পালক পেঁশুটে রঙের। পৃষ্ঠদেশ, ঘাড় এবং লেজ কাল, কাণের লতি সাদা কিন্তু ময়লা, ইহাদের ডিমের আকার বড়, কিন্তু সংখ্যা অল্প।

কেম্পাইন (Campine)

বেলজিয়ম দেশীয় পাখী, গায়ের রঙ সোণালী ও রূপালীতে মিশ্রিত, মাথার ঝুঁটী সিঙ্গেল, কাণের লতি সাদা। ইহাদের দেখিতে বেশ সুন্দর এবং ডিম দেয় মাঝারি রকমের।

মাইনর্কা (Minorca)

স্পেনের সন্নিকটবর্ত্তী মাইনর্কা দ্বীপের নাম অনুযায়ী ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারা কাল ও সাদা তুই রঙের আছে। কাল জাতিই অধিকাংশ লোকে পুষিয়া থাকে। ঝুঁটি সিঙ্গেল, কিন্তু বড়, কাণের লতি সাদা, পা কালচে. ইহারা

বেশ কষ্ট সহিষ্ণু এবং বেশ বড় ও ভাল ডিম দেয়। ডিমের জন্য এই জাতীয় মুরগী পোষা লাভজনক।

ইটালী দেশীয় মুরগী। ডিম্ব প্রসবকারী মুরগীর মধ্যে প্রথমস্থানীয়। ইহারা সাদা, কাল, বাদামী,

(Leghorn)

লেগহর্ণ (Leghorn)

পীত, নীলাভ প্রভৃতি বহুবর্ণের আছে। সাধারণতঃ সাদা রংয়ের মুরগী লোকে অধিক পোষে। ইহাদের পা ও ঠোঁট হলদে। সাধারণতঃ ঝুঁটী সিঙ্গেল,

কোন কোনটীর তিনটী দেখা যায় কাণের লতি সাদা। ইহারা বেশ কষ্ট সহিষ্ণু ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডিম দেয়। ইহাদের ডিমের আকার বেশ বড় ও খোসা পাতলা। ভারতের জল বায়ুতে ইহারা বেশ শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়।

ইটালির নিকটস্থ সিসিলী দ্বীপের নাম অনুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই জাতীয় সোনালী রংয়ের পাখীগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। অন্য জাতীয় মুরগীর সহিত ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের মাথার ঝুঁটী চ্যাপ্টা, বাটীর মত গোলভাবে বসান এজন্য ইহাকে সিসিলিয়ান বাটার কাপ বলা হয়। ইহারা মাঝারি রকমের ডিম দেয়।

সিসিলিয়ান (Sicilian)

ব্যাণ্টাম—ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষী, ইহারা খুব বেশী ডিম দেয়, ডিমের আকার ক্ষুদ্র, ইহাদের পা পুরু পালকে আবৃত। পাখী খুব সাহসী।

ভারী জাতীয়।

স্থূলকায় মুরগীদের অধিকাংশ জন্মস্থান এসিয়া। এই সকল মুরগী বেশ বড়, ভারী এবং মাংসল,

এজন্য মাংসের উদ্দেশ্য ইহাদের পালন করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় মুরগী ওজনে /৩ সের হইতে /৫ সের পর্য্যন্ত ভারী হইয়া থাকে। ভারী জাতীয় মুরগীর পা হইতে সমস্ত গাত্রাংশ লোমদ্বারা আবৃত থাকে। হালকা জাতীয় মুরগীর মত ইহারা তত চঞ্চল নয়। লেগহর্ণ প্রভৃতি হালকা জাতীয় মুরগীর ডিমের আকার বড়, খোসা পাতলা এবং বর্ণ প্রায় সাদা হয়, কিন্তু মোটা বা ভারী জাতীয় মুরগীর ডিমের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, খোসা পুরু এবং পাটালবর্ণযুক্ত হয়। হালকা জাতীয় মুরগী ৫।৬ মাসে ডিম দেয়, কিন্তু উহারা প্রায় ৮।৯ মাস বয়সে ডিম্ব প্রদানের উপযোগী হয়।

অষ্ট্রোলর্প (Austrolorp)

ইহা অপিংটন জাতীয়, অষ্ট্রেলিয়ার মোরগ। অষ্ট্রেলিয়ায় এই জাতীয় মুরগী সকল প্রয়োজনে পালিত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ কাল, ঝুঁটি সিঙ্গল, কাণের লতি লাল। কেহ কেহ প্রদর্শনীর জন্যও ইহা পালন করেন। সাধারণতঃ মাংসের জন্য ইহা পালন করা হয়। ইহারা মধ্যম রকমের ডিম দেয়।

অর্পিংটন (Orpington)

ইংলণ্ডে অর্পিংটন নামক স্থান হইতে এই জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা কাল, সাদা, ফিকে হলদে প্রভৃতি বর্ণের হয়, ঝুঁটি সিঙ্গেল কানের লতি লাল। ডিম ও মাংসের জন্য পালন করা যাইতে পারে।

ওয়াইনডোট্‌স (Wyndottes)

জন্মস্থান আমেরিকা। ইহারা সহজে পোষ মানে এবং বেশ মোটা হয়। মাংসল মুরগীর মধ্যে ইহারা উৎকৃষ্ট ডিম দেয় এবং ওজনে বেশ ভারী হয়। ইহারা সাদা, কাল, ঈষৎ হলদে এবং নানারঙের ডোরাযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাদা জাতিই লোকে বেশী পোষে। সাধারণ উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন করা হইয়া থাকে।

কোচীন Cochin

ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশ বলিয়া কথিত। পূর্ব্বে ইহারা সাংহাই মুরগী নামে পরিচিত ছিল। ইহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ পালকে আচ্ছাদিত। এই জাতীয় মুরগী সাদা, কাল ও পীত রংএর আছে, ঝুঁটী সিঙ্গেল ও পিঙ্গলবর্ণের। ইহারা বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখী। মাংস ও পালকের জন্য ইহাদের পালন লাভজনক।

ডর্কিং
(Dorking)

ইংলণ্ডের ডর্কিং নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইহার আকার বেশ বড়। এই জাতীয় মুরগী সাদা, কাল ও লালবর্ণের দেখা যায়। ভারী জাতীয় পাখীর মধ্যে ইহারা ভাল ডিম দেয়। ডিম ও মাংসের জন্য সাধারণতঃ ইহাদের পালন করা হয়।

সাসেক্স
(Sussex)

জন্মস্থান ইংলণ্ড। ইহার গায়ের রং সাদা ও বাদামী মিশ্রিত, লেজের অগ্রভাগ কাল, ঝুঁটি সিঙ্গেল, চক্ষু কমলালেবু বর্ণের। ইহারা সকল বিষয়ে উত্তম গুণ বিশিষ্ট। ইহারা দেখিতে সুন্দর, আকারে বেশ বড় ও ভারী, ভাল ডিম দেয়, উত্তম তা' দেয় এবং বাচ্ছাদের ভাল পালন মাতা (foster mother) বা ধাত্রী।

সিলকি
Silkie

ইহাদের ডিম পাড়িবার শক্তি ও তা দিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে, গায়ের পালক সাদা, মাথার ঝুঁটি ও কাণের লতি লালবর্ণযুক্ত। ইহারা মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট পাখী, সুতরাং মাংসের জন্য পালন লাভজনক নয়; সখের জন্য পালন করা যাইতে

পারে। ইহার পায়ের পালক অন্য পাখীর মত পরস্পর সন্নিবেশিত নয়, উহা দেখিতে অনেকটা পেঁজা তুলার মত।

ল্যাংসান
(Langshan)

জন্ম চীনদেশ। গ্রেট-ব্রিটেন ও আমেরিকায় যাইয়া ইহা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহা বেশ বড় জাতীয় মাংসল পাখী। পা লম্বা এবং মাথা ও লেজের অগ্রভাগ পাতলা ও অপেক্ষাকৃত অল্প লোমযুক্ত, ঝুঁটি সিঙ্গেল পিঙ্গলবর্ণের, কাণের লতি লাল। ইহা সাদা, কাল প্রভৃতি বর্ণের হয়, তন্মধ্যে কাল জাতিই অধিক পরিচিত।

রোড আইল্যাণ্ড রেড
Rhode Island Red

আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ড নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইহার আকার বেশ বড়। অনেকের বিশ্বাস মালয় মুরগীর সংমিশ্রণে ইহাকে বড করা হইয়াছে। ইহারা বেশ কষ্ট সহিষ্ণু এবং সহজে পোষ মানে। ইহার পালকের বর্ণ লাল অগ্রভাগ অল্প কালচে, লেজের পালকের বর্ণ নীলাভ, ঝুঁটি সিঙ্গেল, গোলাপী, কানের লতি ও চক্ষু

লালবর্ণের। ইহারা খুব ভাল ডিম পাড়ে ও সুন্দর তা দেয়।
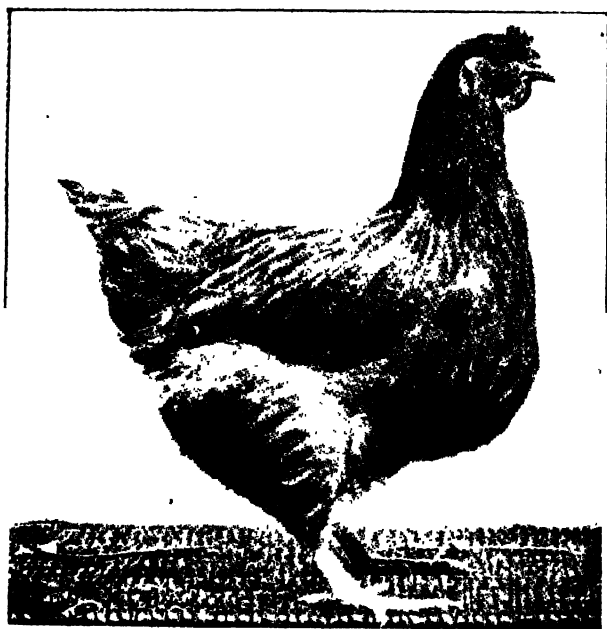
Rhode Island Red

ফরাসী দেশীয় পাখী ইহারা হালকা জাতীয় পাখীর মধ্যে বড়। গায়ের রং কাল ও সাদা ডোরাযুক্ত,

নিচের ঝুঁটি চামরের মত। ইহারা মাঝারি রকমের ডিম দেয়। ইহাদের নর ও মাদার মাথার ঝুঁটির বিশেষত্ব আছে। ইহারা বেশ কষ্ট সহিষ্ণু এবং এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী।

হুদান (Houdan)

দেশী মুরগী (মাংসের জন্য)

ভারতের ব্রহ্মপুত্র নামক স্থানের নাম অনুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, সুতরাং ইহার আদি জন্মস্থান, ভারতবর্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। গায়ের বর্ণ রূপালী সাদা মিশ্রিত লেজের অগ্রভাগ কাল। ইহা বেশ বৃহদাকার মাংসল পাখী। বিদেশে যাইয়া ইহা অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিলেও ডিম দিবার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে। ইহার মাথার শিখা মালয় জাতির মত এবং বিদেশী মুরগী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের।

ব্রহ্মা (Brahma)

ইহা আসিল বা আসলি নামে সাধারণের

নিকট পরিচিত। অনেকের মতে ইহা ভারত-বর্ষীয় পাখী, কিন্তু ইহার সঠিক জন্মস্থান এখনও অজ্ঞাত, তবে ইহা বহুদিনের অতি পুরাতন জাতি। এদেশে মুসলমান রাজত্বকালে লড়াইয়ের জন্য আসিল মুরগী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ইহা বিদেশে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। এই লড়াই লইয়া পূর্ব্বে বহু টাকার বাজি ধরা হইত। সাদা, কাল, লাল ও সোণালী প্রভৃতি নানাবর্ণের আসিল বা আসীল মুরগী আছে। আসীল মুরগীর পা খাট (ছোট), বক্ষদেশ প্রশস্ত ও পালকগুলি মোটা। ইহারা অন্যান্য মুরগী অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। আসিল মুরগী আকারে বেশ বড় এবং মাংসের জন্য ইহাদের পালন করা যাইতে পারে। ইহারা অতি চঞ্চল ও কলহপ্রিয়, এজন্য অন্য ডিমে তা' দিবার বা পালন করিবার উপযোগী নহে। ১৯২৭ সালের ক্যানাডাস্থ অটোয়া মহাসভায় প্রদর্শিত একটী ভারতবর্ষীয় আসীল মোরগ সমস্ত দর্শকবর্গের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

আসিল
Asil

ইহা এদেশে চাটগাঁ এবং অন্য দেশে মালয় নামে অভিহিত। পূর্ব্বে এই জাতির যথেষ্ট আদর ছিল। পরে অন্যান্য অনেক জাতির উদ্ভব হওয়ায় ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে। ইহা বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখী। বিদেশী মুরগী অপেক্ষা ইহা কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী, পরিশ্রমী ও কলহপ্রিয়। ইহার শরীরের গঠন বেশ হৃষ্টপুষ্ট ; ঠোঁট ও পা হলদে, গলা লম্বা, কাণের লতি ক্ষুদ্র, শিখা পি শ্রেণীর, শরীরের পালক খুব অল্প কিন্তু লম্বমাণ লেজ বিশিষ্ট এবং লেজের দিক ঝোলান। ইহারা কালচে সাদা ও ফিকে হলদে বর্ণের হয়। পা ছোট বড় হিসাবে চাটগাঁ মুরগী ঘাগাস (Ghagas) কোলণ (Colon) নামে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। খাট বা ছোট পা যুক্ত মুরগীকে খাগাস ও লম্বা পা বিশিষ্ট মুরগীকে কোলণ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। চাটগাঁ মুরগী বেশ ভারী এবং মাংসল, এজন্য মাংসের উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন লাভজনক।

চিটাগাং বা চাটগাঁ
Chittagong

চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে নানা জাতীয় মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎকৃষ্ট জাতির সহিত সংমিশ্রণ দ্বারা ইহারা সর্ব্বাংশে এদেশের জল হাওয়ার উপযোগী হয় এবং অনেক বিদেশী মুরগী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে।

প্রদর্শনীর জন্য।

মানবের চেষ্টায় সংজনন দ্বারা ও বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার গুণে নানাপ্রকার বিচিত্র মুরগীর সৃষ্টি হইতেছে। জাতিভেদে কোন কোন মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি বেশ আছে, কিন্তু তা' দিবার প্রবৃত্তি নাই। কোন কোন মুরগী আকারে বড় কিন্তু তাহাদের ডিম প্রদানের শক্তি খুব কম, কোন কোন মুরগী খুব দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কোন মুরগীর গাত্র সুসজ্জিত পালকে আবৃত, কেহবা চিত্রিত সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট। এইরূপ এক এক দিক দিয়া এক একটী জাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাংস,

দ্রুতবর্দ্ধন, ডিম দিবার শক্তি, তা' দিবার প্রবৃত্তি এবং বর্ণের দিক দিয়া দেখিলে সাসেক্স মুরগী উল্লেখযোগ্য। চিত্রিত ও বিভিন্ন বর্ণের পালকবিশিষ্ট মুরগীর মধ্যে এনকোনা, হোদান ও ইংলিশ গেম; আকারে ও বর্ণের জন্য আমেরিকার বড় আকারের ব্রাহ্মা; অত্যধিক সুসজ্জিত পালকের জন্য সিলকি, কোচীন (Buff Cochin) প্রভৃতি জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আকৃতির বিশিষ্টতার জন্য জাপান দেশীয় "ব্যান্টাম" (Bantam) প্রশংসনীয়। ব্যান্টামের অনেকগুলি জাতি আছে তন্মধ্যে একজাতির আকার অতি ক্ষুদ্র, দেখিতে এদেশীয় সাধারণ পায়রার মত। মুরগী জাতির মধ্যে আরও কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকৃতি ও বৃহৎ লেজ বিশিষ্ট সুদৃশ্য পাখী আছে। এই ক্ষুদ্রাকার পাখীর মধ্যে কাহারও আকার অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু উহাদের শরীরের তুলনায় লেজ অনেক বড় এবং লম্বা, দেখিতে অতি মনোরম। এই জাতীয় পাখীগুলিকে 'ফেসান্ট (Pheasant)' বলে।

সাধারণ উদ্দেশ্যে

মুরগীর মধ্যে এমন কতকগুলি জাতি আছে, যাহারা হাল্কা জাতীয়, কেবলমাত্র বেশী পরিমাণে

ডিম প্রসব করিতে সমর্থ, তা' দিতে পারে না। আবার যাহারা অধিক ভারী জাতীয়, তাহারা ভাল ডিম দেয় না, মাংসের জন্য উহাদের পালন করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু যে মুরগীর মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত গুণ অল্পাধিক বিদ্যমান অর্থাৎ যাহারা আকারেও বড়, মধ্যম রকমের ডিম দেয় ও ভাল তা দিতে পারে এবং সমতল ভূমিতে ভাল থাকে এইরূপ মুরগীই সাধারণ উদ্দেশ্যে বা সাধারণ গৃহস্থের পালনোপযোগী। অর্পিংটণ, লাইট সাসেক্স, ডর্কিন, হুদান, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ওয়াইনডট্‌স্‌ প্রভৃতি জাতি সাধারণ উদ্দেশ্যে পালন করা লাভজনক। পূর্ব্বে ইহাদের সকলের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বাসগৃহ

এদেশে মুরগী পালনে তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না এবং উহাদের থাকিবার জন্য কোন ভালরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় উহারা রাত্রিকালে যেখানে সেখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাতে চোরের উপদ্রব হইতে পারে এবং সাপ, ইঁদুর, শৃগাল

প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এদেশে সাধারণতঃ মুসলমান, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক যাহারা মুরগী পোষে তাহারা কোন একটী অন্ধকারময় ছোট কুঠারীতে বা খোঁয়াড়ে মুরগীগুলিকে একসঙ্গে পুরিয়া রাখে, ইহাতে তাহারা নানারূপ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মারা পড়ে এবং কোন ভাল জাতীয় পাখীও এইভাবে একত্রে থাকিলে অপকর্ষ লাভ করে।

মুরগীরা গাছের ডালে, ঝোপে ঝাপে আশ্রয় লইয়াও রাত্রিযাপন করিতে পারে এবং এইভাবে থাকিয়া উহারা বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে। গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিলে উহারা যাহাতে আবশ্যক মত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। পাখীদের শরীরে ঘর্ম্ম নির্গমণের উপযোগী কোন গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি নাই। অন্যান্য পশুদের শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ যেমন ঘর্ম্মাকারে অথবা প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়, ইহাদের সেরূপ হয় না। প্রশ্বাসের সহিত বাষ্পাকারে ইহাদের শরীরস্থ দূষিত পদার্থ বহির্গত

হয়। এজন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া যাহাতে সুন্দর রূপে হয় এবং নিশ্বাস লইবার সময় প্রতিবার যাহাতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পায় এইভাবে দরজা জানালা রাখিয়া ইহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। মুরগীর চাষে ও ব্যবসায়ে সুফল পাইতে হইলে ইহাদের আহার সম্বন্ধে যেমন সাবধান ও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, থাকিবার জন্যও সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করা উচিত।

মুরগীর ঘর একটু উঁচু জমিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উহার ঘরের চারিদিক যেন উন্মুক্ত থাকে। নিচু অথবা স্যাঁতসেঁতে ঘর মুরগীর পক্ষে পরিত্যাজ্য।

ইহার ঘর দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী করিলে ভাল হয়, অন্যথা দক্ষিণ দিকে করা যাইতে পারে। মুরগীর ঘর খড়ের, টিনের, খোলার অথবা পাকা করিয়া তৈয়ারী করা যাইতে পারে। খড়ের চালে প্রথমতঃ ব্যয় সুলভ হয় বটে কিন্তু উহা ৩।৪ বৎসর অন্তর ছাওয়াইতে হয়। চাল টিনের হইলে গ্রীষ্মকালে ঘর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, এজন্য উহা উঁচু করিয়া বাঁধা প্রয়োজন। ঘর পাকা হইলে সর্ব্বতোভাবে ভাল হয় কিন্তু উহা ব্যয় সাপেক্ষ। মেটে দেওয়াল উঁচু করিয়া তাহার উপর টিনের চাল তুলিলে সবদিক দিয়া সুবিধা হয়। কারণ খোলার চাল হইলেও মধ্যে মধ্যে উহা পাল্টাইয়া দিতে হয়, কিন্তু করোগেট বা টিনের চাল অনেকদিন স্থায়ী হয় এবং প্রতি ৩।৪ বৎসর অন্তর খড়ের চাল খুলিয়া ছাওয়াইতে বাঁশ, বাঁখারি, দড়ি ও মজুরি বাবদ যে ব্যয় পড়ে ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। মুরগীর ঘরের মেজে সিমেণ্ট দ্বারা পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ইহাতে ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিবার ও মুছিবার সুবিধা হয় এবং

বর্ষাকালে ড্যাম্প হয় না। মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া সমস্ত ঘর দুয়ার ফিনাইল বা অন্যান্য বীজাণু নাশক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক।

মুরগীর ঘরের আয়তন ও ঘরে কতকগুলি মুরগী রাখা যাইবে তাহা মুরগীর জাতির উপর নির্ভর করে। মুরগী সংখ্যায় অধিক হইলে তাহাদের ঘরের আকারও সেই হিসাবে বড় হওয়া দরকার। পাতলা বা হালকা জাতীয় মুরগী অপেক্ষা বড় ভারী জাতীয় মুরগীর একটু অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। কোন ঘরে ৫০।৬০টীর অধিক মুরগী রাখা সঙ্গত নহে এবং প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় মুরগীকে স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ রাখা দরকার।

ঘরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য মধ্যে জানালা রাখিয়া দিতে হয় এবং জানালাগুলির বহির্ভাগে তারের জাল দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরের পশ্চাৎভাগ দেওয়াল দিয়া ও সম্মুখ ভাগ মোটা তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরের দুই পার্শ্ব বেড়া দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর কাদামাটি ধরাইয়া দিলে

চলে এবং দুই পার্শ্বের উর্দ্ধার্দ্ধ বা মধ্যাংশ কেবল ½ ইঞ্চি মোটা তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দিলে ঘরের মধ্যে বেশ আলো ও বাতাস খেলে। সাধারণতঃ ৫০টী মুরগীর জন্য ঘর দীর্ঘে ১২ হাত, প্রস্থে ৮ হাত এবং উচ্চতা ৫।৬ হাত হইলে চলিবে। ঘরের চাল টিনের হইলে দেওয়াল একটু বেশী উঁচু করিয়া তুলিতে হইবে। ঘরের দেওয়াল ইটের, মাটী অথবা বাঁশ, কঞ্চি দিয়া বেড়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী ধরাইয়া দিতে পারা যায় এবং ঘরের দরজা টিনের অথবা কাঠের করা যাইতে পারে। বর্ষা ও শীতকালে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এজন্য অনাবৃত স্থান ঝাঁপ দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। মুরগীর ঘরের একটী চোরা বা ছোট দরজা নির্ম্মাণ করা ভাল। কারণ বড় দরজা খোলা না থাকিলেও দুপুর অথবা অন্য সময়ে আবশ্যক মত তাহারা এই ছোট দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে পারে। এই দরজা দীর্ঘে ও প্রস্থে ১॥ ফুট করিয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় দরজা, আবশ্যক ব্যতীত' অন্য সব সময় বন্ধ রাখিলে মুরগীর কোন ক্ষতি হয় না এবং পক্ষী

পালক বেশ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কারণ অন্য কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা না থাকায় ডিম বা গৃহমধ্যস্থ অন্য কোন দ্রব্য নষ্ট হইবার ভয় থাকে না এবং মুরগী ডিম পাড়িবার সময় অথবা তাড়া খাইয়া ভয় পাইলে বা কারণ অকারণে ক্ষুদ্র চোরা দরজা দিয়া অনায়াসে আনাগোনা করিতে পারে। রাত্রিকালে এই দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক। মুরগীর ঘর উর্দ্ধে এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে উহার অথবা পালকের যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয়।

পাখী মাত্রেই উঁচু জায়গায় থাকিতে ভালবাসে, এজন্য মুরগীর থাকিবার ঘরের মধ্যে অন্ততঃ ১ হাত বা আরও কিছু উচ্চে লম্বাভাবে এক একটী কাঠের দাঁড় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া ভাল। দাঁড়গুলি খুব সরু অথবা খুব মোটা হওয়া ভাল নয়। মোট কথা যাহাতে উহাদের পা দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার সুবিধা হয় এইরূপ মোটা হইলেই চলে। প্রত্যেকটী দাঁড়ের ব্যবধান যেন অন্ততঃ দেড় হাত অন্তর থাকে এবং উহা বেড়া হইতে ১ হাত দূরে

হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক মুরগীর জন্য উহার আকার হিসাবে ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি পরিমিত স্থান আবশ্যক।

ঘরের প্রত্যেক দরজা জানালা অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে কোন সরঞ্জাম পুরু করিয়া আলকাতরা মাখাইয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাতে সহজে উই ও ঘুন ধরিতে পারিবে না এবং কেঁট বা উকুন জাতীয় ছোট ছোট পোকা আশ্রয় লইতে পারিবে না। ঘরের মধ্যে কোন স্থানে ফাটা বা ফাঁক থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যেন ঘরের মধ্যে এই সকল পোকা কোনরূপে বংশ বিস্তার করিতে না পারে। এইরূপ পোকা বা কীটগ্রস্থ কোন পাখীকে ঘরের মধ্যে অন্য পাখীর সহিত থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, এই সকল পোকা অন্য মুরগীকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেও পীড়িত করিবে।

ঘরের মধ্যে স্থানে স্থানে মাটীর গামলা অথবা কাঠের বাক্সে করিয়া কিছু শুকনা পরিষ্কার ধূলা বালি রাখিয়া দিতে হয়। মুরগীরা ইহার মধ্যে

মাথা ডুবাইয়া পাখা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া ধূলিস্নান করে। ইংরাজীতে ইহাকে dust bath বলে। কোন স্থানে ধূলা বালি পাইলে উহারা স্বভাবতঃ এই ভাবে ধূলা মাখিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গায়ে যাহাতে পোকা ধরিতে না পারে এজন্য উহারা এইভাবে ধূলা মাখিয়া থাকে। শুকনা ধূলা, বালি, ও গুঁড়া ঘুঁটের ছাইএর সহিত সামান্য গন্ধক মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। ডিম পাড়িবার স্থান একটু নির্জ্জন হওয়া দরকার। মুরগীরা সাধারণতঃ নির্জ্জনে ডিম পাড়িয়া তা দিতে চায়। এজন্য মুরগীর ডিম পাড়িবার স্থানটী ঘরের মধ্যে এক কোনে বা পাশ দিকে করা দরকার। ডিম পাড়িবার জন্য মাটীর গামলা অথবা সমচতুষ্কোণ বাক্স হইলেও চলে। গামলার ব্যাস এক হাত এবং গভীরতাও এক হাত হইলেই চলিবে। পাত্রের ভিতরে ছাই ছড়াইয়া তাহার উপর শুষ্ক ঘাস বা খড় বিস্তৃত করিয়া মধ্য ভাগ একটু খালা করিয়া দিতে হয়। ঘাস বা খড়ের উপর সামান্য পরিমাণে

গন্ধকের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে অথবা খড়ের সহিত মতিহার তামাকের পাতা ২।১টী রাখিলে পিঁপড়া বা পোকা মাকড়ের উপদ্রব হয় না। প্রত্যেক মুরগীর জন্য স্বতন্ত্র বাক্স বা পাত্রের ব্যবস্থা না করিয়া আবশ্যক মত ঘরের মাপ অনুযায়ী লম্বা বাক্স প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র ঘর বা খোপ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ডিম পাড়িবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা না করিলে ইহারা যেখানে সেখানে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, ইহাতে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। আসিল বা চাটগাঁ জাতীয় পাখীর দ্বারা তা' দিতে হইলে তাহার স্থান ঘিরিয়া দেওয়া ভাল, কারণ ইহারা বড় ঝগড়াটে। তা দিবার কালীন ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলে তা'য়ের ডিম নষ্ট হইবার ভয় থাকে এবং কোন কারণে ইহার সহিত অন্য পাখীর ঝগড়া হইলে বিশেষ সাংঘাতিক হয়। চরিবার স্থান গো মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর ন্যায় মুরগী প্রভৃতিকে ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চরাণ সম্ভবপর নয়, এজন্য

উহাদের চরিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। মুরগীর গৃহ সংলগ্ন স্থানে উহাদের চরিবার মত বিস্তীর্ণ জমি থাকা আবশ্যক। চরিবার জমি যত বিস্তৃত হইবে ততই ভাল। ২০০৷২৫০ মুরগীর জন্য অন্ততঃ এক একর (৩ বিঘা) পরিমিত জমির আবশ্যক। ইহারা নূতন ও উঁচু নিচু জমিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে ভালবাসে। এজন্য উহাদের চরিবার জমিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ৩৷৪ মাস অন্তর বদলাইয়া দিলে ভাল হয়। এই ৩৷৪ মাস মধ্যে উক্ত পরিত্যক্ত অংশে শাক সব্জী লাগাইলে কিছু কিছু ফলন পাওয়া যায়। ঘরের চাল টিনের নির্ম্মিত হইলে পূর্ব্ব দিক ও সম্মুখ ভাগ খোলা রাখিয়া ঘরের পাশে অন্য দিকে গাছ লাগাইলে গ্রাষ্মকালে প্রখর রৌদ্রেও ঘর বেশী উত্তপ্ত হইতে পারে না। চরিবার জমির মধ্যে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, জামরুল, গোলাপজাম, পীচ, আতা, লকেট, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইলে রৌদ্রের সময় উহার ছায়ায় আসিয়া পাখীরা বিশ্রাম করিতে পারে এবং ঐ সমস্ত ফল গাছ হইতেও বেশ একটা আয় পাওয়া যায়। প্রথম ২৷৩ বৎসর কলমের গাছগুলি

ঘিরিয়া রাখা দরকার। চরিবার জমির সীমানা ইষ্টক প্রাচীর নিৰ্ম্মিত করিয়া অথবা খুঁটী পুঁতিয়া লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ আবদ্ধের মধ্যে থাকিলে সব সময়ে নিরাপদে থাকা যায়।

সংজনন ও সংমিশ্রণ

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে 'বাপকা বেটা'। কথাটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। পিতামাতা স্বাস্থ্যবান্ হইলে তাহাদের সন্তান স্বাস্থ্যবান্ হওয়া স্বাভাবিক। আবার পিতামাতা রোগগ্রস্থ থাকিলে তাহাদের সন্তানও রুগ্ন হয়। এমন কি পিতামাতার মধ্যে যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তানদের শরীরেও কালে ঐ রোগ প্রকাশ পায়। ভবিষ্যৎ সন্তানদের স্বাস্থ্য ও গুণাগুন তাহাদের পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানুষের ন্যায় পশুপক্ষীর পক্ষেও একথা খাটে।

সঙ্গমের জন্য নর ও মাদি নির্ব্বাচনের সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। পালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাখীর আকার, গঠন, বর্ণ, স্বভাব, ডিমের

সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষত্বের দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। পাখীর প্রত্যেকটী বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটী আদর্শ পরিকল্পনা করিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রজনন জন্য পাখী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে সমস্ত নর দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, যাহারা কর্ম্ম ও ক্রীড়াশীল এরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিষ্ঠ পাখী সঙ্গমের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে হয়। যে সমস্ত নর, মাদীর সহিত ঝগড়া করে না এবং নিজের নিজের খাবার উহাদের খাইতে দেয়, এরূপ স্বভাবের মোরগ সংজননের উপযোগী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুন্দর হইলেও দুর্ব্বল বা পীড়িত মোরগের সহিত জোড় দেওয়া উচিত নয়। ইহাদের ডিম অধিকাংশই অপুষ্ট বা অনুর্ব্বর হইয়া থাকে, বাচ্ছাগুলিও প্রায় দুর্ব্বল হয়, সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এক বৎসরের কম বয়সের নরমাদি কখনও সঙ্গম কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা উচিত নয়। একই বংশের মুরগীর সন্তানাদির বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধীয় মুরগীর পরস্পর সঙ্গম করাইতে নাই। প্রতি ২ বৎসর অন্তর নর পরিবর্ত্তন করিলে ভাল

হয়। অধিক বয়স্ক মুরগীর বাচ্ছা উৎপাদন করিলে শাবক দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়। মুরগীরা বর্ষাকালে কুরুচ খায় বা পালক ত্যাগ করে। এ সময়ে তাহারা দুর্ব্বল থাকে এবং শরীরে ব্যথা অনুভব করে, সুতরাং এ সময়ে তাহাদের সঙ্গম করাইতে নাই, এ সময় উহাদের পৃথক রাখা উচিত। উৎপাদক মোরগের পক্ষে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ উপকারী।

প্রত্যেক নরের সহিত কতগুলি মাদি রাখা হইবে তাহা তাহাদের আকার, স্বাস্থ্য ও জাতির উপর সম্যক নির্ভর করে। এনকোনা, লেগহর্ণ বা মাইনর্কা প্রভৃতি হালকা জাতীয় একটী মোরগের সহিত ৮।১০টী মুরগী রাখা চলে। ব্রাহ্মা, কোচিন চট্টগ্রাম, ল্যাংসাণ, রোড, আইল্যাণ্ড রেড, ওয়াইন-ডোট্স, অর্পিংটন, সাসেক্স প্রভৃতি ভারী জাতীয় ৬।৭টী মুরগীর সহিত একটী মোরগ রাখা চলে।

উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট ভাল জাতীয় সুস্থ পাখী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নর লেগহর্ণ মোরগের সহিত দেশীয় মাদি

মুরগীর প্রজনন দ্বারা উহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের ডিম্ব প্রদায়িকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। একবার কোন আসল উৎকৃষ্ট লেগহর্ণ মোরগ ও দেশী মুরগীর সংমিশ্রণে তাহাদের বাচ্চারা যে সর্ব্বাংশে লেগহর্ণের ন্যায় গুণ সম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে উহারা যে অনেকটা লেগহর্ণের গুণ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বদাই নূতন আসল জাতীয় মোরগের সহিত সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুরগীর ক্রমোৎপাদন দ্বারা উহাদের স্বভাবের দোষগুণ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। একই মুরগীর সন্তানদের মধ্যে অর্থাৎ ভাইবোনে অথবা একই বংশধরের মধ্যে বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কযুক্ত মুরগীর নর মাদির পরস্পর সংজনন দ্বারা সন্তান উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নয়। ইহাতে বর্ণের দিক্ দিয়া অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিলেও অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ একই বংশগত দোষগুণ তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। সংমিশ্রণ ও পৃথকীকরণ দ্বারা পাখীর বংশগত দোষ দূর করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।
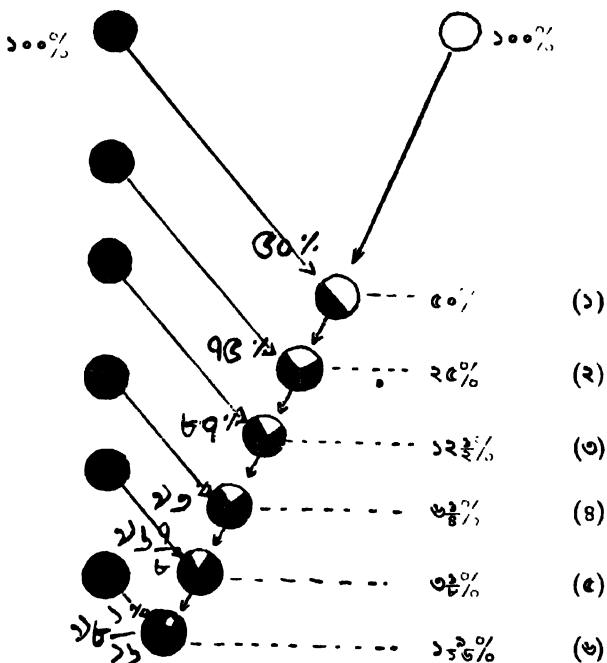
নিকৃষ্ট নর এবং উৎকৃষ্ট মাদির সংযোগে সন্তান পিতামাতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। নিকৃষ্ট নর এবং নিকৃষ্ট মাদির সংযোগে সন্তান নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, কখনই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না।

ক্ষেত্র অপেক্ষা বীর্য্যের প্রাধান্য অধিক, এজন্য উৎকৃষ্ট নর এবং নিকৃষ্ট মাদির সংযোগে সন্তান পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। নিকৃষ্ট মাদি মুরগীর উপর্য্যুপরি ছয়বার প্রজনন ও পৃথকীকরণ দ্বারা ক্রমোৎপাদন করাইতে পারিলে শাবক ক্রমে সর্ব্বাংশে খাঁটী ও উৎকৃষ্ট হইয়া যায়।

উত্তম ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ পতিত হইলে যেমন তাহা সুফলপ্রদ হইয়া থাকে সেইরূপ যে কোন সমজাতীয় উৎকৃষ্ট নর মাদির সংযোগে সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। জীব জগতে কখনও দেখা যায় যে, শাবক পিতামাতার বা পূর্ব্বপুরুষের লক্ষণ ও আকৃতি আদি না পাইয়া এক বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি ও গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সেবা, যত্ন, পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাবে ও জলবায়ুর দোষে গর্ভস্থ সন্তান নিকৃষ্ট ও বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মুরগীর জন্ম ও ভ্রূণ অবস্থা

যে সমস্ত প্রাণীর ডিম হইতে শাবক জন্মে তাহাদের দ্বিজ বলা হয়। ডিম্বাবস্থায় প্রথমে মাতৃগর্ভে আকার গ্রহণ করিতে হয়, পরে ডিম ফুটিলে শাবকাকারে বাহির হয়। মোরগের সঙ্গম ব্যতীতও স্বভাববশে মুরগীর গর্ভেও ডিম্ব জন্মে, কিন্তু এই ডিমে বাচ্ছা হয় না— ইহা অনুর্ব্বর ডিম। মুরগীর জন্মের সঙ্গেই উহাদের গর্ভস্থ ডিম্বকোষে গুচ্ছাকারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ডিম্ব সজ্জিত থাকে। পরে উহা যথাসময়ে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ডিম্বনালী দিয়া বাহির হইয়া আসে। ডিম্বকোষ হইতে বিচ্যুত হইয়া ডিম্বনালিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা এক প্রকার আটাল পদার্থের দ্বারা আবৃত হয়। ইহাই ডিম্বের শ্বেতভাগ, পরে উহা ডিম্বাধারে আসিয়া চূণ পদার্থের দ্বারা আবৃত হইয়া পূর্ণ ডিম্বাকারে বাহির হয়। এখন কি পদার্থ দ্বারা ডিম্ব প্রস্তুত হয় এবং উহা আমাদের কি উপকারে আসে তাহা দেখা দরকার। ডিমের উপরের সাদা অংশ—খোলা, চূণ জাতীয় পদার্থ। কার্ব্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া, কার্ব্বনেট অফ লাইম, লাইম ফসফেট
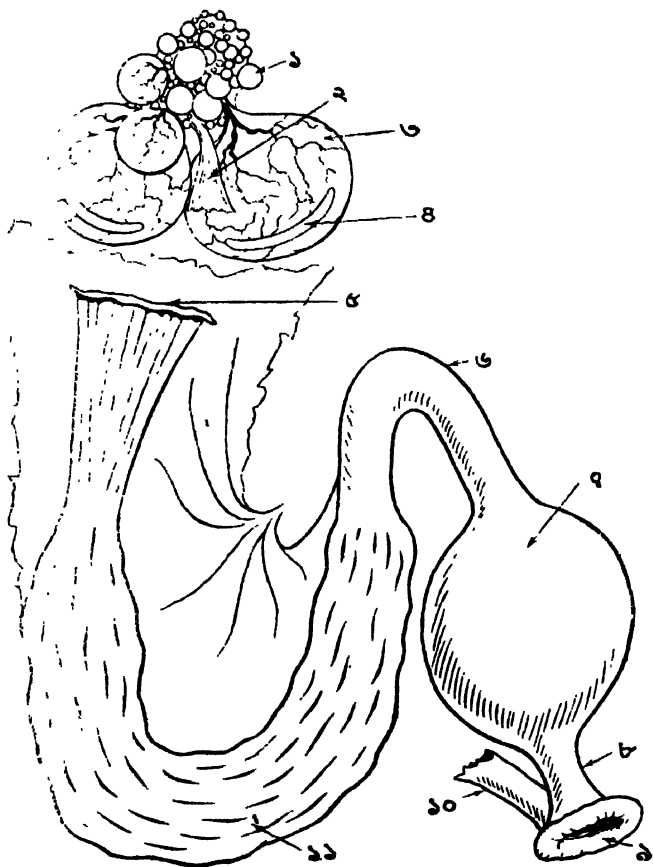
১। ডিম্বকোষ, ক্রম বর্দ্ধমান ডিম্ব।

২। ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব বহির্গমন পথ।

৩। ডিম্বকোষে পরিপুষ্টাকার ডিম্ব।

৪। যে জালবৎ ত্বক ছিঁড়িয়া শাবক বহির্গত হয় সেই স্থান।

৫। ডিম্বনালী।

৬। ডিম্বের জালবৎ পদার্থের সংযোজক স্থান।

৭। ডিম্বের বহিরাবরণ বা খোলা গ্রন্থি।

৮। সঙ্গম পথ।

৯। মলদ্বার।

১০। গুহ্যদেশ।

১১। ডিম্বের শ্বেতভাগের সম্মিলন স্থান।

প্রভৃতি দ্বারা ডিমের খোলা গঠিত হয়, ইহা আমাদের কোন কাজে আসে না এই বাহিরাবণ বা সাদা অংশ পুরু হওয়া উচিত, খুব পাতলা হইলে তা দিবার পক্ষে অনুপযোগী বুঝিতে হইবে। খোলা অধিক পাতলা হইলে ডিমের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় এবং ভিতরের জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়। ইহাতে শীঘ্র ডিম খারাপ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। মুরগীদের অধিক পাতলা খাদ্য খাইতে দিলে অনেক সময় খোলা নরম থাকে। কাঁকর এবং শক্ত খাদ্য খাইতে দিলে এই দোষ সারিয়া যায়।

ডিমের ভিতর জল, ধাতবপদার্থ, চর্ব্বি, চিনি, তৈল এলবুমেন বা সাদা তরল পদার্থ ও ইয়োক বা কুসুম বিদ্যমান আছে, ইহা শরীর গঠনে বিশেষ উপযোগী। উপরের সাদা খোলা এবং এলবুমেন ও ইয়োকের মধ্যভাগে একটী সাদা চামড়ার পর্দ্দা আছে, ইহাতে অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চিত থাকে এবং এই গ্যাস হইতে ডিম্ব মধ্যস্থ শাবক জীবনীশক্তি পায়। শুষ্ক বা উষ্ণ বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই চামড়া কোনক্রমে শক্ত হইয়া গেলে বাচ্ছা উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। নূতন ডিমে কোন বায়ু প্রকোষ্ঠ থাকেনা, উহা হইতে কিছু ঠাণ্ডা বাহির হইয়া গিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে, এজন্য ডিম পাড়িবার ৬।৭ দিন পরে ডিমের ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া যায়। হলদে ও সাদা পদার্থের (ইয়োক ও এলবুমেন) মধ্যে যে সাদা পর্দ্দা আছে উহাকে ভাইটেলিন মেমব্রেণ (viteline membrane) বলে, ইহা ছিঁড়িয়া গেলেও বাচ্ছা জন্মে না। হলদে পদার্থের মাঝখানে ব্লষ্টোডার্ম (Blastoderm) নামক জীবাণু প্রকোষ্ঠ থাকে উহাতে বাচ্ছা জন্মিয়া

থাকে। তা' দিবার সময় উহার মধ্যস্থ জীবাণু উত্তাপ পাইবার জন্য উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে।

শ্বেত অংশ বা এলবুমেন হইতেই ভ্রূণস্থ শাবক রক্ত, শিরা, হাড়, মাংস প্রভৃতি শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় উপাদান পাইয়া থাকে। ইয়োক বা কুসুম শাবকের খাদ্য। ডিমের শ্বেত অংশ বা এলবুমেনের মধ্যে গড়ে শতকরা ৮৭ ভাগ জলীয় পদার্থ ও ১৩ ভাগ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে। এবং পীত অংশ বা ইয়োকের মধ্যে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ জলীয় পদার্থ ও ৫০ ভাগ অন্যান্য কঠিন পদার্থ থাকে। মুরগীদের উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটিলে ইহাদের ডিম্বের আকৃতি ক্ষুদ্র ও গঠনের বিকৃতি ঘটে এবং ডিমও পুষ্ট হয় না, অনেক সময় দেহের মধ্যেই উহা বাড়িতে না পাইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ডিম্ব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ছয় মাস হইতে বারমাস কাল পর্য্যন্ত ডিম কৃত্রিম উপায়ে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা চলে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ

মাস অর্থাৎ যে সময় ডিম খুব সস্তা সেই সময় উহা সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য preserve (রক্ষা) করিতে হয়। ডিম preserve করিতে দিবার পূর্ব্বে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ডিম পরীক্ষক আলোর সাহায্যে উহা ভালরূপ পরীক্ষা করা চলে। আলোর নিকট ধরিলে যদি উহার মধ্যে ছায়ার ন্যায় অথবা কাল ছাপ দাগ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহা খারাপ বিধায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ডিম প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে হয় এবং উহা কোন ঠাণ্ডা ঘরে যেখানে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না এরূপ অন্ধকার বিশিষ্ট ঘরে রাখা দরকার। বাজারে বিক্রয়ের পক্ষে ভাল ডিম অপেক্ষা বাওয়া ডিম ভাল। ডিমের উপরকার ময়লা মুছিতে পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় ব্যবহার করা উচিত, সম্পূর্ণ ভিজা কাপড় দ্বারা উহা মুছিলে ডিম খারাপ হইবার সম্ভাবনা। বড় এবং সুগঠন বিশিষ্ট ডিম, মাঝারি আকারের ডিম এবং ছোট ডিম বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। ডিমের খোলা যত মোটা হয় উহার

ভিতরের অংশ তত কম হয়। ডিমের খোলা খুব মোটা হইতে আরম্ভ হইলে মুরগীদের উপযুক্ত পরিমাণে কাঁকর দিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুই উপায়েই ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটান যাইতে পারে। স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যে কোন ভাবেই বাচ্ছা ফুটান যাউক না কেন উহার কৃতকার্য্যতা অনেকটা স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। বসন্তকালই ডিমে তা' দেওয়ার উপযুক্ত সময়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময়ে, পূর্ব্ববঙ্গের নিম্ন জমিতে বর্ষাকাল ব্যতীত এবং পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ জমিতে শীত ও গ্রীষ্ম বাদ অন্য সময় বাচ্ছা তুলিবার উপযুক্ত সময়।

এক সপ্তাহের পর্য্যন্ত পাড়া ডিম কৃত্রিম উপায়ে বাচ্ছা উৎপাদন করা যাইতে পারে। ডিম ১০।১২ দিনের পাড়া হইলে স্বাভাবিক উপায়ে ফুটাইয়া বাচ্ছা তোলার

ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। ইহার অধিক পুরাতন ডিম তা'য়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা নূতন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটান যুক্তিসঙ্গত। সর্ব্বদা টাট্‌কা, পরিষ্কার ও উর্ব্বর ডিম তা'য়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সকল জাতীয় মুরগীর তা' দিবার প্রবৃত্তি থাকে না। সাধারণতঃ হালকা জাতীয় মুরগী চঞ্চল, এজন্য উহারা তা' দিবার পক্ষে অনুপযোগী। যে সমস্ত পাখী তা' দিবার উপযোগী তাহাদের বুকের সম্মুখস্থ কতকগুলি পালক আপনা হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়। ডিম ফুটাইবার জন্য যে উত্তাপের আবশ্যক, ঐ পাখীর গায়ে সেই পরিমাণ উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। মুরগীর গায়ের উত্তাপ সাধারণতঃ ১০০° হইতে ১০৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত থাকে। তা'য়ে বসিবার কালীন মুরগীদের একপ্রকার জ্বর হয় এবং উহাদের গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীতে এই উত্তাপের তারতম্য হয় বলিয়া কোন কোন মুরগী অপর মুরগী হইতে ভাল ডিম ফুটাইয়া থাকে। ছোট আকারের মুরগী ৫।৬টী ও বড় আকারের মুরগী ১০।১২টী ডিমে তা' দিতে পারে। বড় বা ভারী

জাতীয় সবল, ধীর ও স্থির মুরগীই তা' দিবার পক্ষে উপযোগী। ডিমের সংখ্যা কম হইলে স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্ছা তোলা বিধেয়। মুরগীর ডিম ফুটিতে ২১।২২ দিন সময় লাগে। তা' দিবার কালীন মুরগী অন্যত্র উঠিয়া যাইতে চাহে না, এজন্য উক্ত স্থানের অনতিদূরে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পরিষ্কার খাদ্য ও পানীয় উহাদের আহারের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এই সময় ভূট্টাই একমাত্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূট্টা অতি পুষ্টিকর এবং উত্তাপ রক্ষক খাদ্য। উহাদের নরম খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। এ সময় উহারা ধুলি মাখে, এজন্য কিছু ধূলা ঘরের এককোণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। উহারা স্বেচ্ছায় বাহিরে যাইতে চাহে না এবং খাইতে না দিলে দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ হইতে থাকে। তা' দিবার কালীন মুরগী স্থানত্যাগ করিলে বা তা' দিতে বাধা ঘটিলে অথবা ডিমে ঠাণ্ডা লাগিলে উহা ফুটিতে বিলম্ব হয়। তা'য়ে বসিবার প্রথম সপ্তাহে শীতকালে মুরগীকে ৮।১০ মিনিট এবং গ্রীষ্মকালে ১৫।২০ মিনিটের জন্য মুরগীকে ডিম ছাড়িয়া বাহিরে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। শীতকালে মুরগী বাহিরে যাইবার কালীন ডিমের

উপর একখণ্ড ফ্লানেল কাপড় চাপা দিয়া রাখা উত্তম ব্যবস্থা। ডিমে ঠাণ্ডা লাগিলে উক্ত ডিম তৎক্ষণাৎ উষ্ণজলে ডুবাইয়া মুছিয়া লইলে তাহার পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় তা'য়ে দেওয়া যায়। অনবরত একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে উহাদের বাতগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং অল্প সময়ের জন্য মুরগীকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যে পাখীকে দিয়া তা' দেওয়াইতে হইবে তাহার গায়ে যেন কোনরূপ পোকা না থাকে তাহা দেখিতে হইবে। গায়ে পোকা থাকিলে পাখী অস্থির হইবে এবং তা'য়ে বসিতে চাহিবে না। বাজারের সাধারণ ডিম কিনিয়া তা' দিবার জন্য নির্ব্বাচিত মুরগীকে ২।১ দিন বসাইয়া উহার তা' দিবার প্রবৃত্তি আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে পারা যায়।

আজকাল সাধারণতঃ কৃত্রিম উপায়ে ইনকিউবেটার (incubator) সাহায্যে ডিম ফোটাইবার রীতি দেখা যায়। ডিম পাড়িবার পর উহাতে তা' দেওয়া পক্ষী জাতীর এক চিরন্তন সংস্কার। তা' দিবার সময় উহাদের ঝিমানি আসে, এজন্য এসময় আর উহারা ডিম দেয় না, কিন্তু ইহাদের এই স্বভাব বা সংস্কার নষ্ট করিয়া দিতে

পারিলে উহারা পুনরায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই কারণে দেখা যায়, যে সমস্ত জাতীয় মুরগী অধিক ডিম দেয় (যেমন লেগহর্ণ, মাইনর্কা ইত্যাদি) তাহাদের তা'য়ে বসিবার প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং মুরগীর
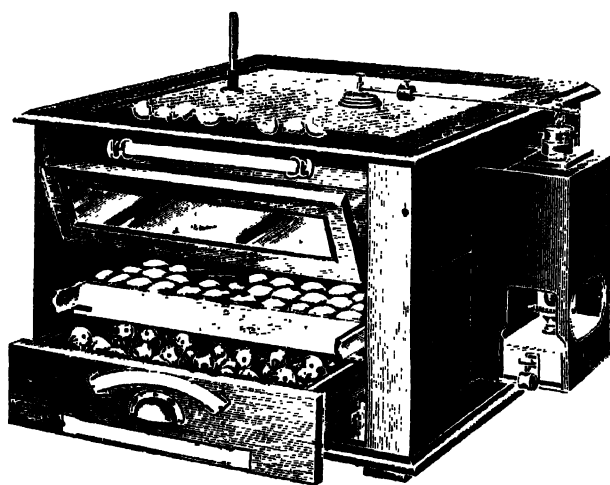
দ্বারা ডিম না ফুটাইয়া ইনকিউবেটারে বাচ্ছা ফোটান দ্বারা উহাদের এই সংস্কার নষ্ট করিয়া দিতে পারা যায়। এক সপ্তাহের পর্য্যন্ত ডিম ইনকিউবেটারে দেওয়া নিরাপদ। অধিক পুরাতন হইলে বাচ্ছা ফোটা সম্বন্ধে

অনিশ্চয়তা থাকে। মুরগীর শেষদিকের পাড়া ডিমগুলিরই ভাল বাচ্ছা ফোটে। সদ্য প্রসূত অর্থাৎ টাটকা ডিম তা'য়ে বসাইলে সুফল পাওয়া যায়। এক দিনের ডিম শতকরা ৮০টি ফুটে ; এক সপ্তাহের ডিম শতকরা ৪০টি ফুটে ; দুই সপ্তাহের ডিম শতকরা ৩৪টি ফুটে।

অধিক সংখ্যক ডিম ফুটাইতে হইলে ইনকিউবেটারই উপযুক্ত। সাধারণতঃ দুই প্রকার ইনকিউবেটার বা ডিম ফুটাইবার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার যন্ত্র বায়ু-মণ্ডল হইতে তেলের বাতি, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ করে ; অন্যটি গরম জল হইতে তাপ গ্রহণ করে। এই উভয় যন্ত্রেই তাপ নির্দ্দেশ করিবার সরঞ্জাম থাকে। ভারতবর্ষে সিলভার হেন (Silver Hen) হিয়ারসন (Hearson) গ্লসেষ্টর (Gloucestor) প্রভৃতি মেকারের গরম হাওয়ার যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়।

ইনকিউবেটারের আকার ও গুণ হিসাবে পঞ্চাশ হইতে হাজার পর্য্যন্ত ডিম বসান যায়। ইনকিউবেটারে ডিম ফুটাইতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পালন করা উচিত। ইনকিউবেটার পাকা অথবা মাটির ঘরে রাখা যাইতে পারে। টিনের ঘরে রাখিলে উত্তাপের ব্যতিক্রম

ঘটিয়া থাকে। ঘরের মধ্যে যাহাতে ৭০° ডিগ্রীর উপরে তাপ না উঠে এবং উপযুক্ত আলো ও বাতাস খেলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ইনকিউবেটারে ডিম রাখিবার সময় তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ ১০২°—১০৩° ডিগ্রী রাখা দরকার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০৪° এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১০৫° ডিগ্রী রাখা বাঞ্ছনীয়। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় শাবকেরা আর্দ্র বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে। গ্রীষ্মের সময় উহার অভাবে শুষ্ক হাওয়ায় ডিমের অভ্যন্তরস্থ খোসার নিম্নের শ্বেত আবরণ শক্ত হইয়া পড়ে এবং বাচ্ছারা উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না, এজন্য গ্রীষ্মকালে সময় সময় ঘরের মধ্যে জল ছিটাইলে বা ঘর জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে ঘরটি ভিজা ও ঠাণ্ডা থাকে। ইনকিউবেটারে ডিম রাখিবার ঠিক ১৮।২০ দিন পরে গরমজলে ফ্লানেল কাপড় নিঙড়াইয়া উহা ডিমের উপর ২০।২৫ মিনিট কাল চাপা দিয়া রাখিলে ভিতরের পর্দ্দাটী নরম থাকে এবং বাচ্ছা সহজে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। ইনকিউবেটার যাহাতে ঠিক সমান ভাবে বসে ও ডিমের সমস্ত অংশে সমান উত্তাপ পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার,

এজন্য প্রত্যেক ডিমের উপর কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উহা সাবধানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া দরকার। ইনকিউবেটারে ডিম বসাইবার সময় সর্ব্বদা চেপ্টা দিকটি উপরের দিকে রাখিতে চেষ্টা করা দরকার। প্রথম ও শেষ ভাগে ডিম বসাইবার ও ফুটিবার সময় নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।
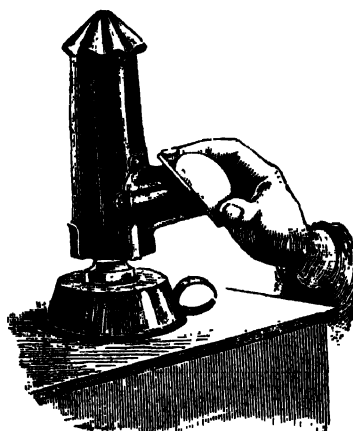
তা'য়ে বা ইনকিউ-বেটারে দিবার কালীন ডিম পরীক্ষা করা উচিত। ডিম তা'য়ে বসাইবার ৪।৫ দিনে পরে একবার ও ১৫।১৬ দিন পরে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে কোন ডিম ফাটিয়া অথবা পচিয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ফেলা দরকার। ৪।৫ দিনে তা'য়ে দিবার পরে ডিম উল্টাইয়া আলোতে ধরিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে মটর আকারে ক্ষুদ্র

একটি কাল দাগ আছে ও উহার চারিপাশ হইতে মাকড়সার পায়ের ন্যায় লাইন গিয়াছে। যাহাতে ইহার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে, অর্থাৎ এইরূপ লাইন দেখা যাইবে না তাহাতে শাবকের জীবাণু নষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। এইরূপ ডিম, তা দিবার স্থান হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার। খাওয়ার জন্য ইহা ব্যবহার করা চলে। ১৫।১৬ দিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ডিমের ভিতরের অংশ জমিয়া থাকে। যদি উহা খণ্ড খণ্ড দেখা যায় তাহা হইলে ভিতরের অংশ পচিয়া গিয়াছে মনে করিতে হইবে।

সাধারণতঃ উনিশ দিনে জীবাণুর ঠোঁট পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া বায়ুর ঘরে (air chamber) প্রবেশ করে, ২০ দিনে ডিম্বস্থ শ্বেত অংশ শাবকের অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ২২ দিনে গঠন সম্পূর্ণ হইয়া ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ডিমের খোলার নিচের পাতলা পর্দ্দা শক্ত হইয়া গেলে অথবা দুর্ব্বল শাবক জন্মিলে উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না। পর্দ্দাটীকে নরম রাখিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।
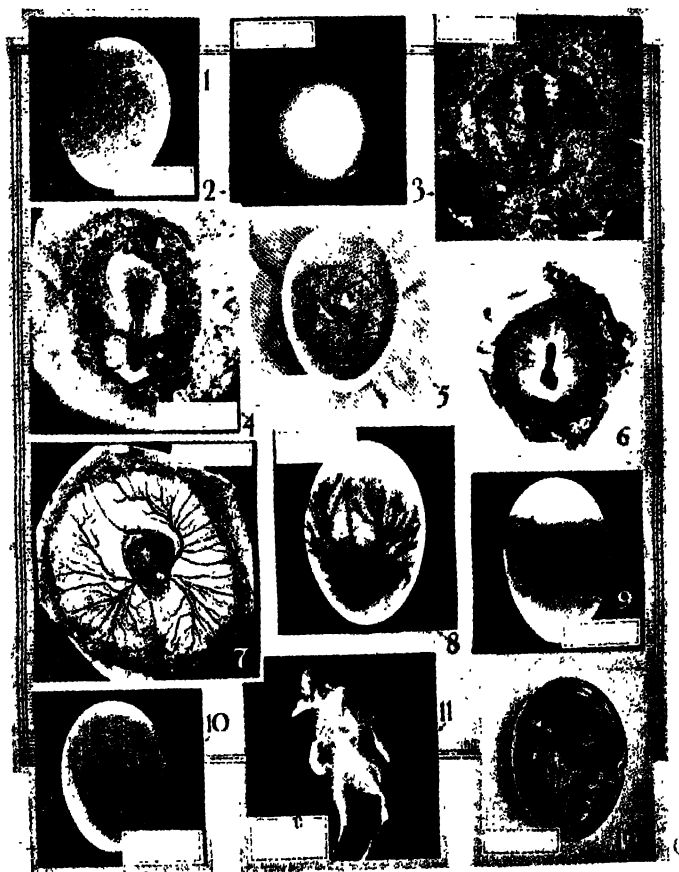
ডিম্ব মধ্যস্থ শাবকের বিভিন্ন অবস্থা

ইনকিউবেটারে রাখিবার পর প্রথম হইতে ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হইবার সময় পর্য্যন্ত ডিমের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

১। সদ্যপ্রসূত ডিমের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

২। ২৪ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ডিম্বের মধ্যস্থ জীবাণুর দৃশ্য।

৩। ২৪ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখা কালীন ভ্রুণের অবস্থা।

৪। ৩৬ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রুণের অবস্থা।

৫। ৪৮ ঘণ্টা বা ২ দিন ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রুণের অবস্থা।

৬। ৩ দিন ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রুণের অবস্থা।

৭। চতুর্থ দিনে ইনকিউবেটারে অবস্থানকালীন ভ্রুণের অবস্থা।

৮। ষষ্ঠ দিবসে ইনকিউবেটারে অবস্থানকালীন ভ্রুণে রক্ত সঞ্চার।

৯। উর্ব্বর ডিম্বের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য; ১৪ দিনের পর।

১০। অনুর্ব্বর ডিম্বের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য; ১৪ দিনের পর।

১১। সদ্যপ্রসূত শাবক।

১২। ডিম্ব মধ্যস্থ স্ফুটনোন্মুখ শাবক।

সাধারণতঃ শাবকের মাথা ডিমের চ্যাপ্টা দিকে থাকে কিন্তু সময় সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। যদি পাখী ডিম ফুটিয়া বাহির হইতে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে ডিমের চ্যাপ্টা দিক আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে কাটিয়া দিতে হয়, যেন শাবকের কোনরূপ আঘাত না লাগে।

প্রত্যেকবার বাচ্ছা ফুটিবার পরই ইনকিউবেটারের ভিতর বাহির ফিনাইল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেওয়া দরকার, ইহাতে সহসা কোন সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। স্বাভাবিক উপায়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন ভাবেই শাবক উৎপন্ন করা যাউক না কেন শৈশবাবস্থায় ইহাদের নিয়মিত ভাবে আহার ও লালন পালনে উদাসীন থাকিলে এবং উপযুক্ত যত্ন না লইলে ইহাদের শারীরিক পুষ্টি ও গঠনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই সুশৃঙ্খল ভাবে লালন পালনের ব্যবস্থা করা দরকার। বাচ্ছাদের যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এবং ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে না রাখা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বয়সের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শাবক একসঙ্গে না রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া পালন করা শ্রেয়ঃ। বাচ্ছা অবস্থায় অন্যান্য পক্ষী, (কাক, চিল) এবং ইন্দুর, সাপ প্রভৃতি অনায়াসে ইহাদের প্রাণসংহার করিতে পারে, এজন্য বাচ্ছার বয়স অনুযায়ী ক্ষুদ্র খোপ বিশিষ্ট তারের খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়।

বাচ্ছা ফুটিয়া বাহির হইবার পর উহাদিগকে অল্প গরমে রাখিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে গরমে রাখিবার জন্য সাধারণতঃ brooder ব্যবহৃত হয়। Brooder একপ্রকার
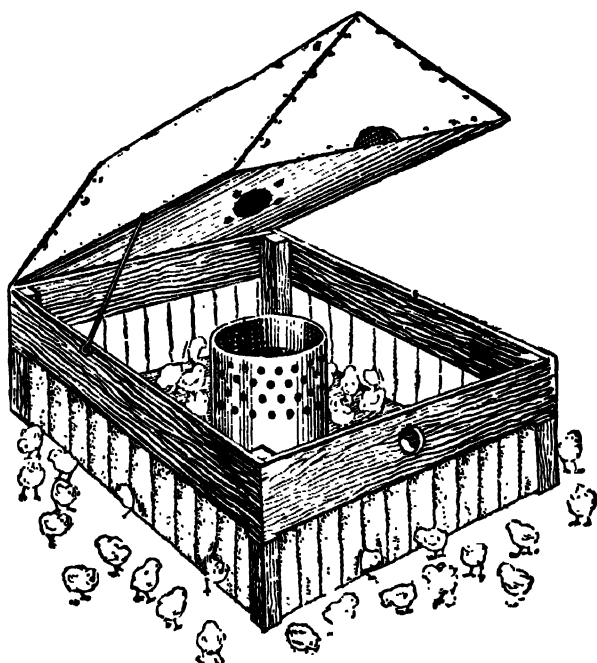
উত্তাপরক্ষক যন্ত্র বিশেষ। একটি খাঁচার মধ্যে টুকরা টুকরা ফ্ল্যানেল ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং উহার নিম্নে কোন

চোঙ্গার মধ্যে lamp জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, অগ্নিতে যাহাতে পুড়িয়া না যায় এবং বাচ্ছাদের কোন অসুবিধা না হয় ইহার মধ্যে সেরূপ ব্যবস্থা আছে। বাচ্ছারা খাঁচার মধ্যে চলাফেরা করিবার সময় সময় ফ্ল্যানেল টুকরা গায়ে লাগে এবং এই ভাবে উহাতে উত্তাপ রক্ষিত হয়, ফ্লানেল না দিয়াও ইহাতে উত্তাপ রক্ষিত হইতে পারে। জমি সুরক্ষিত থাকিলে ছায়াযুক্ত স্থানে ইহাদের পালন বা ধাত্রী মাতার (foster mother) সহিত ছাড়িয়া দিতে পারা যায়।

বাচ্ছা পাঠাইবার ব্যবস্থা

২৪ ঘণ্টার বাচ্ছা বেশ নিরাপদে দূরদেশে পাঠান যায়, এসময় ইহাদের কোন আহারের আবশ্যক হয় না, বাক্স খুব হাল্কাভাবে (হাল্কা উপাদান দ্বারা) তৈয়ারী করা দরকার এবং উহাতে যেন বেশ বায়ু চলাচলের পথ থাকে। বাক্সের এক কোণে শুষ্ক খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঠের গুঁড়া দিলে উহা বেশ নরম বোধ হইবে। বাক্সে একটি হাতল রাখা দরকার, ইহাতে

ঝুলাইয়া লইবার সুবিধা হয়। This side up; Valuable poultry with care; Urgent delivery; Handle carefully. এইরূপ notice যুক্ত লেবেল বাক্সের গায়ে মারিয়া দেওয়া দরকার।

ইহা পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি পোষ্টকার্ড বা খামে গ্রাহককে সংবাদ দেওয়া দরকার যে পাখী কোন সময় আন্দাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে। উহা ডেলিভারি লইবার সময় বাচ্চাকে সামান্য কিছু তরল খাদ্য খাওয়াইতে হইবে এবং কোন উষ্ণ স্থানে উহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। গ্রাহক মাল লইবার পর দিবাভাগে উহাদিগকে Brooderএ এবং রাত্রে foster mother এর নিকট রাখিতে পারেন।

রিং পরাণ

বিভিন্ন জাতীয় হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বাচ্চা চিনিবার ও তাহাদের বয়স নিরূপন করিবার জন্য উহাদের পায়ে বিভিন্ন বর্ণের ও নম্বরযুক্ত রিং বা আংটি পরাণ যাইতে পারে কিন্তু উহাদের পা হইতে

সময় সময় রিং খসিয়া বা খুলিয়া গেলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এজন্য বাচ্ছা অবস্থায় ইহাদের পায়ের দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্ত্তী চামড়ায় (toes) ছিদ্র করিয়া দিলে আর এরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয় না। বড় বড় পোল্ট্রী ফার্ম্মে পাখীর বিভিন্ন জাতি বয়স ও উহাদের গুণাগুণ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য (toe-punch) টো-পাঞ্চ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। টো-পাঞ্চ অতিসামান্য মূল্যে সর্ব্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা যুক্ত কার্ডও ইহার সঙ্গে দেওয়া থাকে।
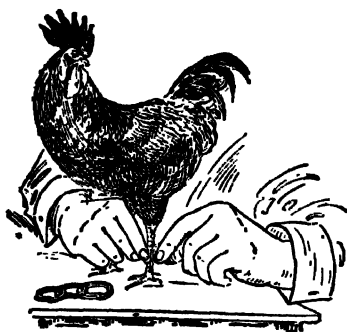
বাচ্ছা জন্মিবার ১৫।১৬ দিনের মধ্যে পায়ে পাঞ্চ করিয়া দিলে উহারা মোটেই কষ্ট পায় না বা ব্যাথা অনুভব করে না। কোন কারণে সামান্য রক্ত বাহির
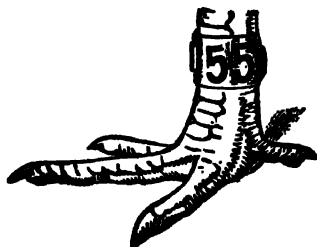
হইতে দেখিলে আইওডিন লাগাইয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।

বাচ্ছা অবস্থায় পাখী দেখিতে প্রায় একই প্রকার হইলেও উহাদের বয়সের অনেক পার্থক্য থাকে। এক সপ্তাহ হইতে প্রায় ১৷৷০ মাস বয়স্ক বাচ্ছাদের আকৃতি অনেক
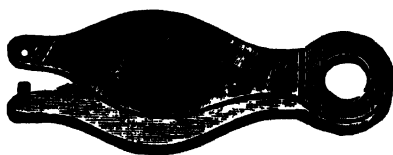
সময় প্রায় একই রকম দেখা যায়। বাচ্ছাদের চেহারা দেখিয়া বয়স নিরূপন করা একটী দুরূহ ব্যাপার, এজন্য বাচ্ছা অবস্থায় বয়স অনুসারে পাখীদের চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। বাচ্ছাদের পায়ে বা ডানায় বিভিন্ন বর্ণের অথবা নম্বরের অঙ্গুরী পরাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা নিরাপদ নহে। অনেক সময় ডানা বা পা হইতে উহা খসিয়া পড়িয়া যায়, তখন উহাদের বয়স

চিনিবার আর কোন উপায় থাকে না। এই সমস্ত কারণ হইতে নিরাপদ হইতে হইলে উহাদের তুই অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী চামড়ায় ছিদ্র করিয়া দিলে উহাদের বয়স নিরূপন করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। ইহাদের পায়ে ছিদ্র করিবার যন্ত্র (toe punch) কিনিতে পাওয়া যায়। অধিক বয়সে চিহ্নিত করা অপেক্ষা বাচ্ছা অর্থাৎ অবস্থায় উহাদের বয়স ৭।৮ দিনের হইলে চিহ্নিত করা শ্রেয়ঃ।

মুরগীর খাদ্য

ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটিবার পরই ইহাদের কোন আহারের আবশ্যক হয় না। ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টার পরে বাচ্ছার আহারের প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময় উহাদের নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত, নাড়াচাড়া বা কোনরূপ বিরক্ত করা উচিত নয়। বাচ্ছা মুরগীকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিতে পারা যায়।

যবের ছাতু ১ ভাগ

ভুট্টাচূর্ণ ১ ভাগ

এরারুট বা বিস্কুট ১ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্য দুগ্ধের সহিত একত্র মাখাইয়া অল্প পাতলা করিয়া প্রথম সপ্তাহে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হয়। এই খাদ্যের সহিত অল্প করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। বাচ্ছা অবস্থায় উহারা বড় দানা খাইতে পারে না। উহাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দানার আকার বড় ও খাদ্যের পরিমাণ বেশী করা প্রয়োজন। ১৪।১৫ দিন বয়স্ক বাচ্ছাকে নিম্নোক্ত খাদ্য খাইতে দিতে পারা যায়।

গম ২ ভাগ

ভূট্টাচূর্ণ ২ ভাগ

চাউলচূর্ণ ১ ভাগ

শুঁটকিমাছ, ঝিনুক

অথবা

হাড়চূর্ণ ১ ভাগ

কাঠকয়লার গুঁড়া সামান্য

২ পাউণ্ড খাদ্যের সহিত ১ তোলা কাঠ কয়লার গুঁড়া ও ১॥ তোলা লবণ মিশাইয়া দিলে উহাদের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে। উপরোক্ত খাদ্য খুব

পাতলা অথবা খুব শুষ্ক করিয়া মাখা উচিত নয়। আহারের সহিত পরিষ্কার পানীয় জল খাওয়ান কর্ত্তব্য। এই সময় হইতে বাচ্ছারা খুঁটিয়া খাইতে শিখে, এজন্য সমস্ত ভিজান খাদ্য না দিয়া এক এক বার শুষ্ক খাদ্য শস্য সরিষার দানার আকারে চূর্ণ করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। খাবারগুলি নিচে না দিয়া সহজে খাইতে পারে এরূপ উচ্চ কোন কাঠের বা অন্য
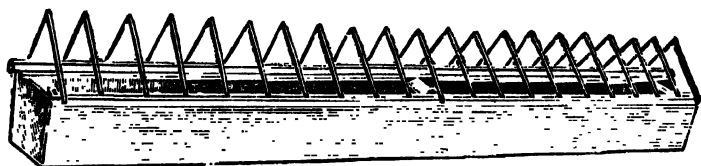
কোন পাত্রের উপর রাখিলে উহাদের খাইবার সুবিধা হয়। একেবারে পেট ভরিয়া না খাওয়াইয়া ক্ষুধা রাখিয়া খাওয়ান উচিত, ইহাতে হজম শক্তি শীঘ্র বাড়িয়া যাইবে ও সহজে কোন পেটের পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। এ সময় বাচ্ছাগুলির যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে ও দুপুর রৌদ্রে কোন কষ্ট না হয় এরূপ স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত, কারণ উহারা রৌদ্রের তেজ

অথবা ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। খাঁচার মধ্যে খড়ে জড়াইয়া ভাঙ্গা চাউল, গম, ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি রাখিয়া দিলে অথবা চরিবার জমিতে ধারে ধারে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে উক্ত খাদ্য পাতা চাপা দিয়া রাখিলে উহারা স্বভাব অনুযায়ী পা দিয়া খুলিতে চাহিবে এবং ঐ গর্ত্ত অথবা খড় মধ্যস্থ খাবার খুঁটিয়া খাইবে। এইভাবে খাওয়ায় তাহাদের অঙ্গচালনার কার্য্যে সাহায্য করিবে। এই সময় বাচ্ছাদের সবুজ খাদ্য শাক পাতা ইত্যাদি ও পোকা মাকড় খাওয়াইতে চেষ্টা করা উচিত। আবদ্ধ পাখীদের পোকা মাকড় ধরিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয় এবং খাঁচার মধ্যে একটু উঁচু করিয়া শাক পাতা ইত্যাদি ঝুলাইয়া রাখিলে উহা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খায়। জমিতে ছাড়িয়া দিলে উহারা শাক পাতা অথবা পোকা মাকড় নিজেদের ইচ্ছামত খুঁটিয়া খায়। বাচ্ছাদের বিশেষরূপে যত্ন ও পরিচর্য্যা করা দরকার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বাচ্ছা দেড় মাস দুই মাসের হইলে উহাদের চাউল, গম, ভুট্টা, বাজরা, মটর, ছোলা প্রভৃতি শক্ত আস্ত দানা

খাওয়াইতে শিখাইতে হয়। এই সময় যাহাতে উহারা সূর্য্যের আলোতে ও মুক্ত বাতাসে লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শক্ত দানা হজম করিবার জন্য উহাদের সাময়িকভাবে শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক। মুরগী শাবককে পরিমাণ মত ঝিনুক শামুকচূর্ণ অথবা টাটকা হাড়ের গুঁড়া খাওয়াইতে হয়। উহাদের শরীরে চুণের ভাগ যেন কম না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ চূণ জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে উহাদের অস্থি পুষ্টিলাভ করে না। বাচ্চাগুলিকে প্রটিন খাদ্য এবং মাছ, মাংস ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। ইহা বাচ্চাদের শারীরিক গঠন ও পালক বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। ২।৩ মাস বয়স্ক বাচ্চার পক্ষে নিম্নলিখিত খাদ্য বেশ উপযোগী।

যব বা গমের ভূষি ... ৩ ভাগ
ভূট্টা অল্প চূর্ণ ... ২ ভাগ
যব বা গম চূর্ণ ... ১ ভাগ
ছোলা অল্প চূর্ণ ... ১ ভাগ
বাজরা ... ১ ভাগ

মাছ, অস্থিচূর্ণ, শাম্বুক ইত্যাদি ১ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্যের সহিত কিছু কাঠ কয়লা চূর্ণ ও অল্প লবণ মিশাইয়া দিতে হয়।

মুরগীর আকার, গঠন, বর্ণ এবং অবস্থা ভেদে ও বয়স অনুসারে উহাদের খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। ডিম্ব প্রদানকারী, উৎপাদনকারী, মাংসের জন্য এবং প্রদর্শনীর জন্য পালনকারী পাখীর খাদ্যের ধারা বিভিন্ন প্রকার। ডিম্ব-গঠনোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে মুরগী উৎকৃষ্ট ডিম দেয় না, সুতরাং ডিম্বের জন্য পালনকারী মুরগীদের এরূপ খাদ্য দেওয়া উচিত যাহাতে তাহাদের মাংসপেশী সবল ও দৃঢ় হয়, শরীর পুষ্ট হয় এবং ডিম্ব সাধনে সহায়তা করে। ডিম্ব গঠনের জন্য সাধারণতঃ শ্বেতসার এবং শারিরীক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কার্ব্বোহাইড্রেড্ ঘটিত খাদ্য বিশেষ প্রয়োজন। যে মুরগী অধিক পরিশ্রম করে, তাহারা ভাল ডিম দেয়। প্রত্যেক মুরগীকে বড় মুঠার এক মুঠা করিয়া ভিজা খাদ্য খাইতে দিতে হয়। ডিম্ব প্রদানকারী মুরগীর খাদ্যের ব্যবস্থা এইরূপ করা যাইতে পারে।

যব বা গমের ভূষি	...	৪ ভাগ
যব বা গম চূর্ণ	...	১ ভাগ
ভূট্টা	...	১ ভাগ
মাছ, বা হাড় চূর্ণ	...	১৷০ ভাগ

ডিম্ব প্রদানকারী পাখীর পক্ষে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, উহাদের ডিমের খোসায় যথেষ্ট পরিমাণে সালফেট ও চূর্ণক্ষার থাকে, ইহার অভাবে ডিম নরম হয়। মুরগীর যে ঝিনুক ও শামুক ভাঙ্গা এবং হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি খায় ইহা দ্বারা ঐ আবরণটি গঠনের সহায়তা করে। অনেক সময় দেখা যায় নরম ডিম পাড়িলেই উহারা নিজেরাই তাহা খাইয়া ফেলে। এজন্য ডিম্ব প্রদানকারী
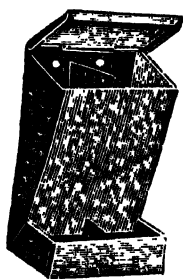
মুরগীর যাহাতে চুণ জাতীয় খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহা দেখা দরকার। ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি কাঠের বাক্সে করিয়া খাঁচার মধ্যে অথবা চরিবার জমিতে রাখিয়া দিলে উহারা আবশ্যক অনুযায়ী ইচ্ছামত সেগুলি খাইয়া থাকে। যে সমস্ত মুরগীকে চরিতে দেওয়া হয় তাহাদের দিনে দুইবার খাবার দিলেই চলে।

মুরগীর দেহ বা শরীর গঠনের জন্য প্রোটিন, চর্ব্বি ও খনিজ জাতীয় পদার্থ অত্যাবশ্যক। শরীর ধারণের পক্ষে এগুলি বিশেষ প্রয়োজন। মুরগীর শরীর গঠনোপযোগী রক্ত, মাংস, মজ্জা এবং ডিমের শ্বেতভাগ প্রভৃতি যাবতীয় অংশ এই প্রোটিন বা নাইট্রোজিনাস পদার্থ হইতে প্রস্তুত। মুরগীর শরীরের মধ্যে ইহা শতকরা ২১—২২ ভাগ বিদ্যমান। চর্ব্বী জাতীয় পদার্থ শরীরের উত্তাপ উৎপন্ন ও বৃদ্ধি করে। প্রাণী মাত্রেরই শরীরে মাংসের সহিত এবং ডিম্বের পীতাংশেও ইহা বিদ্যমান আছে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে দেহস্থ চর্ব্বি কিছু-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। মুরগীর দেহে ইহা ১৬—১৭ ভাগ বিদ্যমান। প্রাণী-দেহে অস্থির মধ্যে খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। হাড় পোড়াইলে ভস্মাকারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্ছাদের শরীর গঠনের জন্য খাদ্যদ্রব্যে খনিজ পদার্থ থাকা আবশ্যক। মুরগীর দেহে সাধারণতঃ ইহা ৬।৭ ভাগ থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জীব জন্তুর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয়

ভাগ থাকা দরকার। মুরগীর শরীরে ৫৭।৫৮ ভাগ জলীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

এতদ্ব্যতীত ডিম্ব প্রদানকারী মুরগীকে কচি দূর্ব্বাঘাস, লেটুশ, পালংশাক, মূলাশাক, কপির পাতা এবং অন্যান্য শাকসব্জী খাইতে দিতে পারা যায়। ডিম প্রদানকারী মুরগীকে ডিম প্রদানের জন্য অধিক উত্তেজক খাদ্য বা মশলা খাওয়ান উচিত নয়। বাজে জিনিষ খাওয়াইলে উহাদের গর্ভাশয় নষ্ট হইয়া যায়। মুরগীকে ওভাম বা কারস্থুড নামক মশলা খাওয়াইয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। মুরগীকে পরিমিতরূপে কড্ লিভার অয়েল খাওয়াইলে উহাদের ডিম্ব প্রসবের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও শীঘ্র ডিম দেয়।

মাংসের জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে বা উহাকে মোটা বা মাংসল করিতে হইলে সিদ্ধভাত সিদ্ধ গোলআলু, মটর, ভূট্টা, ছোলা, তিসি, ধান, যব যই, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য খাইতে দিতে হয়। যে সকল মুরগীকে মোটা করিতে হইবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং দিনের মধ্যে উহাদের ক্ষুধা অনুযায়ী ৩।৪ বার খাইতে দিতে

হইবে। মাংসল মুরগীর পক্ষে যবক্ষারজান-প্রধান খাদ্য আবশ্যক। মাংসের জন্য পালনকারী মুরগীকে নিম্নোক্ত খাদ্য দিতে পারা যায়।

ভাত	...	৩ ভাগ
ছোলা বা মটর সিদ্ধ	...	২ ভাগ
গোলআলু সিদ্ধ	...	১ ভাগ
যই	...	১ ভাগ

বা

গমের ভূষি বা তূঁষ	...	২ ভাগ
ছোলা	...	২ ভাগ
ভূট্টা বা বরবটি	...	২ ভাগ
তিসি	...	½ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্য একবার একটী তারপর অন্যটী এইভাবে বদলাইয়া দিলে মুরগীরা বেশ আগ্রহ সহকারে খায়। উক্ত ভিজা খাদ্যের সহিত সের পিছু ১ তোলা পরিমাণে লবণ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। উপরোক্ত খাদ্য ব্যতীত মুরগীকে ধান, মটর, ছোলা, জোয়ার প্রভৃতি শুষ্ক খাদ্য এবং বিবিধ শাক সব্জী খাওয়াইতে হয়। মাংসল মুরগীকে মাটা দই খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রজননের মোরগ যাহাতে নীরোগ ও শক্তিমান হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মোরগের স্বাস্থ্যের উপরেই শাবকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এজন্য উহাদের পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদিগকে নিম্নলিখিত মিশ্র খাদ্য খাওয়াইতে পারা যায়।

তুঁষ, যব অথবা গমের ভুষি	...	৩ ভাগ
বাজরা	...	১ ভাগ
ভুট্টা বা বরবটী	...	১ ভাগ
মটর, ছোলা	...	১ ভাগ
মাছ মাংস অথবা অস্থিচূর্ণ	...	½ ভাগ

উৎপাদক মোরগ যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকে ও ইচ্ছামত ছুটাছুটী বা লাফালাফি করিয়া মাঠে চরিয়া বেড়াইতে পারে এবং কচি কচি ঘাস, শাকসব্জী ও পোকা মাকড় ইত্যাদি খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

ডিম্ব প্রদানকারী মুরগী পালনে কিরূপে অধিক সংখ্যক ডিম পাওয়া যাইবে ও মুরগীর স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে আমাদের কেবল সেই বিষয় লক্ষ্য রাখিতে

হয়। পাখীদের ডিম ছোট হইয়া যাইবার নানাবিধ কারণ দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে পোল্‌ট্রী পালকের দোষই পরিলক্ষিত হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাখীর ডিম কখনও বড় হয় না, ইহারা ছোট ডিমই প্রসব করে। পাখীদের উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া না হইলে উহাদের ডিমের আকার ছোট হয়, কারণ ডিমের ভিতরের অর্দ্ধেকেরও অধিক জলীয় অংশ থাকে। মুরগীদের আবদ্ধ রাখা কালীন যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা শাক সব্জী কুচান খাইতে দেওয়া উচিত। মুরগীদের আহারের মাত্রা অধিক হইলে এবং উহাদের শরীরে চর্ব্বি জন্মিলে উহারা ক্ষুদ্রাকৃতি ডিম্ব প্রসব করে। উৎকৃষ্ট জাতীয় বড় সাইজের মুরগীর ডিম হইতে বাচ্ছা ফোটান দরকার। যে সমস্ত মুরগী বড় সাইজের, মসৃন এবং সুগঠন বিশিষ্ট ডিম পাড়ে তাহাদের চিনিয়া রাখিতে হয় এবং ঐ সমস্ত ডিম স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হয়। কারণ ১০টী বড় সাইজের ডিম ২০টী ছোট সাইজের ডিমের সঙ্গে সমান কার্য্যকরী। অনেক সময় দেখা যায় যে ইহারা বাওয়া ডিম পাড়িয়া থাকে।

অনুর্ব্বর বা বাওয়া ডিম হইতে শাবক জন্মে না। ঠিকমত লক্ষ্য রাখিলে ও যত্ন করিলে পাখীদের এই দোষ দূর করা যায়। তুর্ব্বল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অধিক বয়স্ক পাখীরা যে সমস্ত ডিম পাড়ে তাহা অনেক সময় বাওয়া বা অনুর্ব্বর হয়। এজন্য সংজনন কার্য্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অধিক উত্তেজক খাদ্য খাইতে দেওয়া, অধিক দিন একস্থানে অবরোধ করিয়া রাখা ইত্যাদি কারণেও ডিম বাওয়া হয়।

মাংসের জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে যাহাতে উহা শীঘ্র বর্দ্ধিত, হৃষ্টপুষ্ট ও সতেজ হয় সেই বিষয়ে যত্ন লইতে হয়, কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে আকার বর্ণ, পালক, ঝুঁটী প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয় খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। পিতামাতার বর্ণের উপরে শাবকের বর্ণ এবং পিতামাতার গুণাগুণ শাবকেই আরোপিত হয়। সাদা জাতীয় মুরগীর জোড় দিলে তাহাদের বাচ্ছারা সাধারণতঃ সাদাই হইয়া থাকে। আহারের দ্বারা কোন কাল রঙের মুরগীকে সাদা

রঙে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না। মটর, যব, সূর্য্যমুখীর বীজ প্রভৃতি খাদ্য সাদা রঙকে গাঢ় বা উজ্জ্বল করিতে সাহায্য করে। তুলাবীজ তিসি, ভূট্টা প্রভৃতি খাদ্য পীত বা কটা রঙের সাহায্যকারক। মুরগীকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইলে মুরগী তাজা ও বলিষ্ঠ হয়। এবং উহার ঝুঁটি ও পালক বড় হয়। উপরোক্ত খাদ্য খুব উষ্ণবীর্য্য সুতরাং উহা পরিমাণ অনুযায়ী হিসাবমত খাওয়ান দরকার, অধিক খাওয়াইলে পেটের দোষ জন্মে। প্রদর্শনীর জন্য পালনকারী মুরগীর আহার নির্ব্বাচন অনেকটা পালকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। মোট কথা, যেভাবে মুরগীকে প্রদর্শনীর উপযোগী করা হইবে উহাদের খাদ্যের হিসাবও সেই অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

সুবিধার জন্য নিম্নে মুরগীর খাদ্যের বিবরণ ও গুণাগুণ লিখিত হইল।

মটর—ইহা সহজ প্রাপ্য পুষ্টিকর খাদ্য। এদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মটরশুঁটি শুষ্ক বা কাঁচা অবস্থায়ও খাইতে দিতে পারা যায়, ইহাতে

নাইট্রোজিনাস পদার্থ আছে। মটর সিদ্ধ করিয়া মিশ্রিত খাদ্যের সহিত অথবা জলে ভিজাইয়া অঙ্কুর বাহির হইলে খাইতে দেওয়া চলে। ইহা রুচিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিত্ত, দাহ ও কফনাশক। মটর অধিক পরিমাণে খাওয়ান ঠিক নহে, কারণ ইহা হজম করিতে সময় লাগে এবং ইহা আমদোষকারক।

ছোলা—ইহা বেশ বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য। বাচ্ছা মুরগীকে ইহা খাওয়ান ঠিক নয়। ছোলার ডাল সিদ্ধ করিয়া অথবা ছোলা ভিজাইয়া অঙ্কুর বাহির হইলে খাইতে দেওয়া ভাল। ছোলার ছাতুও মুরগীকে খাওয়ান চলে। ছোলা বেশী খাওয়াইলে মুরগী ভারী হইয়া যায়।

বরবটি—ইহা বেশ বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাতে নাইট্রোজিনাস ভাগ বেশী থাকে। বরবটির কলাই অথবা ডাল মুরগীকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহা রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুরোগের উপকারক, কিন্তু গুরুপাক এবং অম্লপিত্তের বৃদ্ধিকারক, এজন্য একসঙ্গে অধিক পরিমাণে খাওয়ান ঠিক নয়।

জোয়ার—ইহা পুষ্টিকারক খাদ্য। মিশ্র খাদ্যের

সহিত ইহা খাওয়ান চলে, তবে সব সময় ইহা এখানে পাওয়া যায় না।

বাজরা—ইহা গুরুপাক ও গরম জিনিষ। অধিক খাওয়াইলে হজম হয়না, বাহ্য হইতে থাকে। মিশ্র খাদ্যের সহিত অল্প অল্প খাওয়ান চলে।

ধান—ইহা বেশ পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য। বাচ্ছা মুরগীকে ধান খাওয়ান ঠিক নয়, গলায় আটকাইয়া যাইতে পারে। শুষ্ক খাদ্য হিসাবে ইহা ব্যবহার করা চলে। অধিক খাওয়াইলে মুরগী হজম করিতে পারে না বাহ্য করিতে থাকে। এক প্রকার বেঁটে ধান আছে, তাহাই খাওয়ান উত্তম।

চাল—ইহাও পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য। তবে কাঁচা চাল বেশী খাওয়াইলে মুরগীরা শীঘ্র মোটা হইয়া পড়ে এবং উহাদের ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমিয়া যায়। চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাত প্রস্তুত করিয়া বাচ্ছা ও বড় মুরগীকে কম বেশী পরিমাণে খাওয়ান যাইতে পারে।

কুঁড়া—যব ও গমের ভূষির ন্যায় ইহা সমধিক ষ্টিকর ও উপকারক এবং এদেশে ইহা সহজ প্রাপ্য।

ইহার মূল্যও খুব কম। টাটকা কুঁড়া মুরগীকে খাওয়ান উচিত।

তিসি—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা খাওয়াইলে মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু বেশ মোটা হয়। সাধারণতঃ প্রদর্শনীর জন্য পালিত মুরগীকে উহার বর্ণের উজ্জ্বলতা ও পালক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাদ্যের সহিত খাওয়ান হইয়া থাকে। শীত অথবা বর্ষাকালে ইহা অল্প অল্প খাইতে দিতে পারা যায়।

সরিষা—ইহা বেশ পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিবর্দ্ধক খাদ্য। স্বতন্ত্রভাবে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, মিশ্র খাদ্যের সহিত ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ চাল, ডাল, বাজরা, ছোট মটর, যই, জোয়ার প্রভৃতির সহিত ইহা খাওয়ান হয়।

তৈলবীজ—সূর্য্যমুখী ও তুলাবীজ বেশ পুষ্টিকারক খাদ্য, কিন্তু অধিক খাওয়ান ঠিক নয়। বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে ইহা খাওয়ান হইয়া থাকে। তিসি, সরিষা, নারিকেল ও চিনাবাদাম প্রভৃতি বীজের তৈলভাগ বাহির করিয়া লইলে যে খইল ভাগ

অবশিষ্ট থাকে উহাও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অন্য শস্যাদির সহিত ব্যবহার করা চলে।

যই—ইহা সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু ইহাতে খোসার ভাগই অধিক, ভিতরে শাঁস অতি অল্প থাকে। মিশ্রিত খাদ্যের সহিত ইহা ব্যবহার করা চলে।

যব—ইহাও যইএর ন্যায় সমগুণ বিশিষ্ট সহজ-পাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতেও খোসার ভাগ বেশী। আস্ত যব অপেক্ষা যবচূর্ণ মুরগীর উৎকৃষ্ট খাদ্য।

গম—ইহা মুরগীর প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক। সব সময়েই ইহা ব্যবহার করা চলে। গমের আটা ও ভূষি উভয়ই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গমের আটা অপেক্ষা ভূষি সহজপাচ্য ও সুলভ। বাচ্চা মুরগীকে গমের আটা খাওয়ান যুক্তিযুক্ত।

ভূট্টা—ইহাও মুরগীর প্রধান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। ভূট্টার ময়দা, ভূষি অথবা আস্ত দানা মুরগীর

উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা বলকারক, পুষ্টিজনক শুক্র-বর্দ্ধক ও গুরুপাক। সকল সময়েই ইহা মুরগীকে খাওয়াইতে পারা যায়। বাচ্ছা মুরগীকে ভূট্টার ময়দা খাওয়ান উচিত।

শাকশব্জী—কচিপাতা, মূলাশাক, পালমশাক, লেটুস, কচি ও টাট্‌কা ঘাস, শালগম, গাজর, বীট, ওলকপি, লীক, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি মুরগীকে টুকরা টুকরা করিয়া কুচাইয়া দিলে অথবা উহা ঝুলাইয়া রাখিলে ইহারা আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। পেঁয়াজ বা রসুন উত্তেজক খাদ্য, এজন্য অধিক খাওয়ান ঠিক নয়। উক্ত শাক সব্জী কাঁচা অথবা অল্প সিদ্ধ করিয়া লবণ মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। শাকসব্জী খাওয়াইলে ইহাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। বিভিন্ন প্রকারের শাক সব্জীর মধ্যে অল্প বিস্তর ভাইটামিন অথবা খাদ্যপ্রাণ এবং নাইট্রোজিনাস ও শ্বেতসার জাতীয় পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, ইহা মুরগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মাছ, মাংস ও কীট-পতঙ্গ—ডিম্ব প্রসবকারী মুরগীর পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য।

সাধারণতঃ জমির উপরিস্থ গাছপালা হইতে নানা জাতীয় পতঙ্গ এবং মাটীর ভিতর হইতে কেঁচো ও অন্যান্য কীটাদি সংগ্রহ করিয়া খায়। এই সমস্ত কীট পতঙ্গ দ্বারাই মুরগীরা সাধারণতঃ আমিষ খাদ্যের অভাব পূরণ করিয়া লয়। যে সমস্ত মুরগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাদের আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমিষ খাদ্যের অভাব ঘটিলে মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি কমিয়া যায়। মুরগীকে পরিমাণ মত মাছ, মাংস আস্ত না দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ঝিনুক শামুক ইত্যাদি—ইহা মুরগীর অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। মুরগীরা সাধারণতঃ ইহা দ্বারাই মাংসের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ইহার উপরকার শক্ত অংশে চুণ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান, ইহা মুরগীর ডিমের বহিরাবরণ বা খোসার গঠন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করে এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করায়।

হাড় ও লবণ—খনিজ পদার্থের অভাব মিটাইবার জন্য মুরগীকে ইহা খাওয়াইতে হয়। বাচ্ছা মুরগীকে

টাটকা হাড় চূর্ণ করিয়া খাওয়াইলে উহাদের শরীর গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। মুরগীকে মিশ্রিত খাদ্যের সহিত কিছু পরিমাণে লবণ খাওয়ান দরকার, ইহা পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে ও স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

রাবিস, কাঠকয়লা ইত্যাদি—মুরগীরা পুরাতন পাকা-বাটীর ভগ্নাবশেষ, চুণ, শুরকী মিশ্রিত রাবিস কাঠকয়লা প্রভৃতি ইচ্ছামত সংগ্রহ করিয়া খাইয়া থাকে, এগুলি যদিও খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা হয় না তথাপি ইহা মুরগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। ইহা মুরগীর হজম শক্তি বৃদ্ধি করায়, এজন্য মুরগীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ইহা বিশেষ প্রয়োজন। মুরগীর ঘরের মধ্যে এক কোণে অথবা চরিবার জমিতে ইহা জড় করিয়া রাখিয়া দিলে মুরগীরা ইচ্ছা মত খাইতে পারে। বাচ্ছা মুরগীর খাবারের সহিত অল্প হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। মাংসল মুরগীর পক্ষে মাঠা দই বিশেষ উপকারী। সকল মুরগীকেই কম বেশী পরিমাণে ঘোল খাওয়াইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, পেটের গোলমাল হয় না। মোট কথা, উহাদের স্বাস্থ্য

যাহাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর, টাটকা ও পরিষ্কার খাদ্য খাইতে দেওয়া আবশ্যক। আহার্য্য ও পানীয় পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার হওয়া কর্ত্তব্য, যেন কোনরূপ অপরিষ্কার বা ময়লা না থাকে।

খাদ্যবিচার

সকল সময়ে মুরগীকে এক জাতীয় খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হিসাবে ঋতু-ভেদে ইহাদের বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। বর্ষাকালে সাধারণতঃ মুরগীরা কুরুচ-খায় বা পালক ত্যাগ করে। এ সময়ে উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার এবং দুপুরে একবার ইহাদের খাবার দিতে হয়। অধিক প্রটিড ঘটিত বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। খাদ্য যত স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। শীতের সময় শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য মাছ মাংস প্রভৃতি চর্ব্বিযুক্ত এবং অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ

উত্তাপ বেশী থাকে, এজন্য এ সময় চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য দিলে পেটের গোলমাল হইতে পারে, সুতরাং গ্রীষ্মকালে সাধারণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা ভাল। শরীর ঠাণ্ডার জন্য এ সময় মধ্যে মধ্যে ঘোল খাইতে দেওয়া ভাল। নিম্নে কয়েক জাতীয় খাদ্য দ্রব্যের নাম করা হইল। উহা হইতে মুরগীর শরীর গঠনোপযোগী উপাদান শতকরা কত ভাগ বিদ্যমান তাহার একটী হিসাব পাওয়া যাইবে।

খাদ্যের নাম	শ্বেতসারজাতীয়	চর্ব্বিজাতীয়	ধাতবপদার্থ	জল
মটর	৫১·১	১·২	১৬·১০	১৪·০
ছোলা	৫৮·০	৪·২	৩·৬	১১·৫
বরবটী	৫৭·৫	১·৫	২·৫	১৩·০
জোয়ার	৫৭·৪	৪·১	১২·৮	১৪·০
বাজরা	৬৮·০	৪·০	৪·৬	১২·৫
ধান	৬৪·৪৭	১·৮৮	১৪·৪৮	১২·৭৩
চাল	৭৯·২৫	০·৯৪	০·৯৭	১২·৪৬
তিসি	২৬·১	৪৩·১৬	৮·৬১	৬·৬২
যই	৫৯·৭	৫·০	১২·৫	১১·০
যব	৬৯·৮	১·৮	৫·০	১০·৯

খাদ্যের নাম	শ্বেতসারজাতীয়	চর্ব্বিজাতীয়	ধাতবপদার্থ	জল
গম	৬৭·৯	১·২	১·৬	১৪·০
ভূট্টা	৬৯·২	৪·৪	৩·৫	১৩·০
আলু	২১·০	০·১৬	১·০	৭৪·০
শাক	০·৫	০	২·৪	৯২·০
মাছ (টাটকা)	০	৯·২৩	০·৯৫	৭৬·৩৩
মাংস	০	৩৭·১০	২·৫০	১৫·৪০
হাড় (কাঁচা)	০	২৬·১	২৪·০	২৯·৭

খাসী করা

মোরগকে খাসী করিলে উহার আকার যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়, ওজনে খুব ভারী হয় এবং উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। অল্প বয়স্ক মোরগকেই খাসী করিতে হয় এবং উহার অণ্ড খুব সাবধানে কাটিতে হয়, কারণ অণ্ড পার্শ্বস্থ শিরা কাটা গেলে পাখী তৎক্ষণাৎ রক্ত ছুটিয়া মারা যায়। পুং মোরগের একটি মাত্র অণ্ডকোষ কাটা হইলে খাসী করা সফল হয় না এবং ফলে পাখীটা বৃথা নষ্ট হয়। ঠিকভাবে

দুইটী কোষ কাটা হইলে পাখীর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। খাসী করা মুরগী ঠিকভাবে আহার পাইলে দ্রুত বর্দ্ধিত হয় এবং উহার মাংসও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংস হিসাবে পাখী বিক্রয় করিতে হইলে খাসী করা বিশেষ লাভজনক। এদেশে মুরগীকে খাসী করার প্রথা বিশেষ প্রচলিত নাই।

নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি, মুরগীকে খাসী করিতে আবশ্যক হয়। একটী ভাল ছুরী (Surgical Knife) একটী কাঁচি, একটী স্প্রেডার (Sprader), একটী বো (Bow) একটী শিরা সরাইবার যন্ত্র, একটী হুক, সূঁচ এবং সিল্কের সূতা, কিছু তুলা, আইওডিন, গরম জল, জীবাণু নষ্টকারী ঔষধ, একটী চৌকী বা টেবিল।

নূতন, অজ্ঞ বা দুর্ব্বল চিত্ত লোক একাজ ভাল-ভাবে করিতে পারে না, সুতরাং যাহার বেশ জানা-শুনা আছে তাহাকে দিয়া খাসী করান উচিত। অল্প বয়স্ক কোন মোরগ মারা যাইলে তাহার কোষ কি ভাবে ও কোন স্থানে আছে তাহা কাটিয়া দেখিতে পারা যায়। তিন মাসের বাচ্ছা মোরগ খাসী করিবার পক্ষে উপযুক্ত। যে সমস্ত মোরগ খাসী করা হইবে

তাহাদের বান্ধিয়া রাখিয়া পূর্ব্ব দিন আহার দেওয়া বন্ধ রাখিতে হইবে।

প্রথমে বো'টী (Bow) ডানার উপর দিয়া তুই পায়ে লাগাইলে পা ফাঁক হইয়া যাইবে। তখন পাখীকে চিৎ করিয়া পা তুটী কোলের দিকে রাখিতে হইবে। পাখীর কোমরের নিকটস্থ পাঁজরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহার উপরের তুই পার্শ্বস্থ তিন ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের লোমগুলি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। পরে মেরুদণ্ডের সহিত পাঁজরা তু'খানির সংযোগ স্থলের নিম্নে ধারাল ছুরিদ্বারা এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া স্প্রেডারটী (Sprader) পাঁজরার ভিতর দিয়া ফাঁক করিয়া হুকটী আস্তে প্রবেশ করাইয়া অণ্ডকোষ দৃষ্ট হয় কিনা দেখিতে হইবে। মেরুদণ্ডের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত ফিকে হরিদ্রাবর্ণের মটরের আকারে যে তুইটী পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহাই অণ্ডকোষ। অণ্ডকোষ তুইটী প্রথমে দেখা না পাইলে হুক দিয়া নাড়িভুঁড়ি একটু সরাইলেই মেরুদণ্ডের তুই দিকে তুইটী কোষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে গ্ল্যাণ্ড (Gland) কাটিবার অস্ত্র দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কোষতুটী কাটিয়া বাহির করিয়া

ফেলিতে হইবে। কোষ দুইটী ঠিক কাটা হইলে গরম জল ও জীবাণু নাশক ঔষধ দিয়া ধুইয়া কাটা স্থানে সুঁচ সূতা দিয়া সেলাই করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। কাটা স্থানে একটু মলম বা কার্ব্বলেটেড ভেসলিন লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। যাহাতে ঘা বর্দ্ধিত হইতে না পারে তাহা দেখা দরকার এবং পাখীকে ৪।৫ দিন আহার কম করিয়া দিতে হয়। খাসী করা মুরগীকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিলে উহারা শীঘ্র চর্ব্বিযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়ে।

ভাত	...	৩ ভাগ
গমের ভূষি	...	২ ভাগ
ভূট্টা ও ছোলাচূর্ণ	...	১ ভাগ
তিষি	...	$\frac{১}{৪}$ ভাগ
শাকসব্জী সিদ্ধ	...	১ ভাগ
মাছ মাংস	...	$\frac{১}{৪}$ ভাগ

উপরোক্ত হিসাবে খাদ্য সকালে ও বৈকালে দুইবার দেওয়া যাইতে পারে। মাংসল মুরগীকে ছুটাছুটি করিতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে মাংস শক্ত হইয়া যায়। প্রতি /১ সের মিশ্রিত খাদ্যের সহিত ১ তোলা পরিমাণ লবণ মিশাইয়া দিতে হয়। পাখীকে মধ্যে মধ্যে পেঁয়াজ বা

রসুন অল্প পরিমাণে খাওয়াইলে উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হয়।

মুরগীর রোগ ও তাহার প্রতিকার।

জীবজগতে সকল প্রাণীকেই প্রায় অল্পাধিক রোগ ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতির অনুকুলাচরণ করিলে রোগ কম হয়, আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে, অর্থাৎ অনিয়ম, অত্যাচারে রোগ বেশী হয়। সেজন্য রোগ হইলে তাহা আরোগ্য করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় সেইভাবে প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক আবহাওয়া অথবা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় একটু সাবধানে চলিতে হয়। এ সময় সামান্য অনিয়মেও রোগাক্রমনের সম্ভাবনা থাকে। গ্রীষ্মের সময় এক ঘরে গাদাগাদি হইয়া না থাকা, প্রখর রৌদ্রে চলাফেরা না করা, বর্ষার সময় বৃষ্টি হইতে রক্ষা, ঠাণ্ডা না লাগান, স্যাঁতসেঁতে ঘরে না থাকা, এবং শীতের সময় শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য দেহ গরমে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বাসগৃহ ও বিচরণ স্থান পরিষ্কার রাখা এবং কার্ব্বলিক এ্যাসিড ও ফিনাইল দ্বারা মধ্যে মধ্যে ঘর ধৌত করা এবং বীজাণু নাশক ঔষধ ছিটান ভাল। পানীয় জলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং জল দূষিত হইলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস, ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা ও এইরূপ ভাবে সাবধানতার সহিত নিয়ম পালন করিয়া চলিলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। নির্দ্দোষ রোগশূন্য বলিষ্ঠ পাখী দ্বারা বাচ্ছা উৎপাদন, পালের মধ্যে দুর্ব্বল পাখীর স্থান না দেওয়া, আলো ও বাতাসযুক্ত শুষ্ক ঘরে বাসের ব্যবস্থা, ঘর অপরিষ্কার করিতে না দেওয়া, ঘরের মধ্যে থুথু ফেলিতে না দেওয়া, হঠাৎ অপরিচিত কেহ আসিলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দেওয়া, কোন নূতন পাখীকে প্রথমে পরীক্ষা না করিয়া অন্যান্য পাখীর মধ্যে স্থান না দেওয়া এবং পাখীর আহার, যত্ন এবং পরিচর্য্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে অনেক সময় সুফল লাভের আশা করা যায়। সাধারণতঃ উপরোক্ত নিয়মগুলির ব্যতিক্রম ঘটিলেই রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। পাখী

সকালে দলের সমস্ত পাখীর সহিত ঘর হইতে বাহির না হইলে, লেজ নিচু করিয়া ও ঘাড় গুঁজিয়া থাকিলে, চক্ষু ঘোলা হইলে, এক চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে, আহার ত্যাগ করিলে, অত্যধিক জল পান করিতে থাকিলে, কিম্বা ঝিমাইতে থাকিলেই রোগের লক্ষণ জানিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যস্থানে লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসা করা দরকার। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, রাণীক্ষেত, ব্ল্যাকহেড প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে যাহা একবার কোনরূপে মুরগীর পালের মধ্যে সংক্রামিত হইতে দলের সমস্ত মুরগীর প্রাণ বিপদাপন্ন হয়। মুরগীদের মধ্যে সময়ে সময়ে এমন রোগও দেখা যায় যে, বাহিরে কোন রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে বিলম্ব ঘটায় মারা পড়ে, এজন্য মুরগী পালকের সর্ব্ব সময়ে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হয়।

অধিক সংখ্যক মুরগী পুষিলে অথবা হাঁস মুরগী, পেরু, গিনিফাউল প্রভৃতি অন্যান্য পাখী লইয়া পোল্ট্রী ফার্ম্ম সংস্থাপন করিলে, সর্ব্ব সময়ে সুফল লাভের জন্য পীড়িত বা অসুস্থ পাখীদের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র

ঘর বা হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। এই ঘর মুরগীর বা অন্য পাখীর থাকিবার স্থান হইতে একটু দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিচরণ জমিতে মুরগীর বাসগৃহের অপর দিকে এক পাশে হইলে

ভাল হয়। এই ঘর পরিষ্কার শুষ্ক ও উঁচু জমিতে হওয়া দরকার। ঘরের মধ্যে যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস চলাচলের পথ থাকে। জানালা দরজা যেন ইচ্ছামত বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারা যায়। ঘরের সম্মুখস্থ খানিকটা স্থান লইয়া

ভাল করিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক, যেন এই সীমানার মধ্যে অন্য সুস্থ পাখী প্রবেশ করিতে না পায়। সাধারণতঃ উহাদের জন্য যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োজন সেগুলি সর্ব্বদা ঘরে প্রস্তুত রাখা দরকার। নিম্নে ঔষধগুলির নাম ও গুণাগুণ দেওয়া হইল।

ক্যাষ্টর অয়েল (Castor oil)—ইহা জোলাপের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বড় মুরগীকে চা চামচের এক চামচ খালি পেটে এবং বাচ্ছাকে সিকি চামচ পরিমাণ খাওয়াইতে হয়।

কপার সালফেট (Copper Sulphate)—ঠাণ্ডা লাগিলে এবং বসন্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরোডাইন (Chlorodine)—উদরাময় রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কুইনাইন (Quinine)—জ্বর হইলে ইহা খাওয়ান হয়। বয়স অনুসারে অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাওয়ান হইয়া থাকে।

কার্ব্বলিক এ্যাসিড (Carbolic Acid)—সংক্রামক রোগের প্রতিশোধক।

কার্ব্বলেটেড ভেসলিন (Carbolated Vaseline)—ক্ষত রোগে বা আহত স্থানে ব্যবহৃত হয়।

কর্পূর (Camphor), বিষমাথ (Bismuth) ও চক পাউডার (Chalk powder)—ইহা নালি ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে বা সর্দ্দি হইলে কর্পূর ব্যবহার করা হয়।

টিঞ্চার অফ রুবার্ব (Tincture of Rhubarb)—ইহা উৎকৃষ্ট শক্তি-বর্দ্ধক টনিক।

আইওডিন লিনিমেণ্ট (Iodine Liniment)—মচকান স্থানে এবং ক্ষতাদিতে ব্যবহৃত হয়।

আইওডিন ক্রিষ্টল (Iodine Crystal)—চর্ম্ম সংক্রান্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

এপসাম সল্ট (Epsum Salt)—ইহা জোলাপের কাজ করে। গরম জলে চা চামচের অর্দ্ধ চামচ মিশাইয়া খাওয়াইতে য়য়।

আইজল (Izol)—সংক্রামক রোগ বিনাশক।

এক্রিফ্লেভাইন (Acriflavine)—আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ইহা লাগাইতে হয়। অধিক দিন স্থায়ী বেদনাযুক্ত স্থানেও ইহা সমধিক কার্য্যকরী। আইওডিন অপেক্ষা ইহার গুণ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

বরিক পাউডার (Boric Powder)—চক্ষুরোগে এবং কোন ঘা ধুইবার কালীন গরম জলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

গ্লিসারিণ (Glycerine)—মুখের বা গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।

গ্লবার সল্ট (Glauber Salt)—ইহা এপসাম-সল্টের ন্যায় কাজ করে। সাধারণতঃ পাখীদের কুরুচ খাওয়ার সময় বা পালক ত্যাগ করিবার সময় এবং অত্যন্ত মোটা মুরগীকে কৃশ করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোজেন পারাক্সাইড (Hydrozen Peroxide)—ঘা ধুইবার বা পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট (Potassium Permanganate)—সংক্রামক রোগের সময় বা জল দূষিত হইলে খাইবার জলে প্রয়োগ করা হয়।

টার্পিন (Terpentine)—বাত রোগে অথবা খিল ধরিয়া গেলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

তুঁতে—বসন্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

গন্ধক—রক্ত পরিষ্কার করে। গন্ধকের ধূম দুর্গন্ধ বা খারাপ গ্যাস নষ্ট করে।

সোয়ামিন ট্যাবলেট (Soamin Tablet)—কাসযুক্ত জ্বরে ব্যবহার্য্য।

এতদ্ব্যতীত বোরিক তুলা (Boric Cotton), রেশমী সূতা (Silk thread), পশু চিকিৎসার জন্য জ্বর নিরূপণ যন্ত্র (Veterinary Thermometre), অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সূঁচ, ছুরি, কাঁচি (surgical needle, knife and scissors), ইনজেক্সানের জন্য (Hypodermic Syringe), ঔষধ মাপ করিবার জন্য measuring glass প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক।

Anaemia (রক্তাল্পতা)

সাধারণতঃ উপযুক্ত খাদ্যাদির অভাবে, আলো ও বাতাসহীন সঙ্কীর্ণ ঘরে আবদ্ধ থাকিলে এবং ক্রমান্বয়ে রোগ ভোগ করিতে থাকিলে উহা হইতে এনিমিয়া হইয়া থাকে। এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগ হইলে উহাদের মুখ ও মাথার ঝুঁটির বর্ণ কাল বা ফ্যাকাসে হইয়া যায়, পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, স্ফুর্ত্তি থাকে না,

ঝিমাইতে থাকে। এই রোগ হইলে উহাদের রক্ত বর্দ্ধক ঔষধ দিতে হয় এবং বলকারক পথ্য ও সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। মাছ, মাংস উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে দিতে হইবে এবং নরম খাদ্যের সহিত কড্‌লিভার অয়েল অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হইবে।

Apoplexy (মৃগিরোগ)

এই রোগাক্রান্ত হইলে পাখীর ঘাড় মোচড়ান দেখা যায় অর্থাৎ ঘাড় তুলিয়া সোজা করিয়া রাখিতে পারে না। ঘাড় বাঁকিয়া মাটির দিকে নত হইয়া বা ঝুলিয়া পড়ে বলিয়া ইহাকে Limbur neck বা ঘাড় বাঁকা রোগও বলা হইয়া থাকে। এই রোগক্রান্ত পাখীকে দল হইতে পৃথক রাখা উচিত এবং আহার কম করিয়া দেওয়া দরকার। সাধারতঃ এই রোগে মুরগীরা খাইতে পারে না। দুগ্ধ বা তরল খাদ্য আস্তে আস্তে সাবধানে খাওয়াইতে হয়। ব্রেমাইড অফ পটাসিয়াম ২ ড্রাম, ১ পাঁইট পরিষ্কার পানীয় জলের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া উচিত।

Abscesses (ফোড়া)

পাখীর শরীরের রক্ত খারাপ হইয়া গেলে, গায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিলে, উঁচু নীচু জমিতে অধিক দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করিলে উহাদের গাত্রে স্থানে স্থানে উঁচু ডেলার মত ফুলাফুলা দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় আইওডিন দিলে উহা সারিয়া যায়, নতুবা উহা ফোড়ার আকার ধারণ করে ও পূঁজ জমে। ফুটন্ত গরম জলে বোরিক তুলা দ্বারা কম্প্রেস্ (Compress) দিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে ফোঁড়া ফাটিয়া যায়। ফোঁড়া হইতে পূঁজ বাহির করিয়া হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ক্ষত ধুইয়া মুছিয়া কার্ব্বলেটেড্ ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হয়। বোরিক কম্প্রেস দ্বারা না সারিলে অথবা পূঁজ বসিয়া গেলে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয়। এই রোগ শরীরের ভিতর দিকে হইলে চিকিৎসা করা কষ্টকর। পায়ে হইলে বাম্বেল ফুট (Bumble foot) এর ন্যায় চিকিৎসা করা দরকার।

Bronchitis (ব্রঙ্কাইটিস)

এই রোগগ্রস্থ পাখীর স্ফূর্ত্তি থাকে না, নিঝুম ভাবে থাকে, আহারে ইচ্ছা থাকে না, কাসিলে সাঁই সাঁই শব্দ

হয়, কসিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, জ্বর হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইলে মুরগীকে শুষ্ক গরম স্থানে রাখা দরকার, যেন কোনরূপ ঠাণ্ডা না লাগে। বুকে আইওডেক্স মালিশ করা দরকার। ইপিকাকুয়ান্‌হা (Ipecacuanha wine) ৮ ফোঁটা চা চামচের এক চামচ গ্লিসারিনের সহিত মিশাইয়া দিনে তিনবার খাওয়ান যাইতে পারে। টিনচার একোনাইট (Tincture Aconite) এক ফোঁটা করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর গরম জলের সহিত খাওয়ান চলে।

Black head (ব্ল্যাকহেড)

সাধারণতঃ মুর্গী অপেক্ষা টার্কীর এই রোগ বড় বেশী হয়। ইহা অতি ভীষণ সংক্রামক। ব্যাধি এই রোগ হইলে পাখীর ক্ষুধা থাকে না, দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণের পাতলা মলত্যাগ করে, মাথা, ঝুঁটি নীলাভ কালবর্ণে পরিণত হয়। ৮।১০ দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এই রোগ হইলে কিছুতেই দলের অন্য পাখীর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। টার্কির সহিত একত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া এবং ঘরের মধ্যে

থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। ময়লা বা দূষিত জল পান করিলে অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে, পচা বা অখাদ্য খাইলে অধিক পরিমাণে নূতন শস্য খাইলে অথবা রোগগ্রস্ত অন্য পাখী হইতে এই রোগ জন্মে। একপ্রকার অতিক্ষুদ্র বীজাণু পাখীর পেটের অন্ত্র ও যকৃতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া দ্রুত বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হয় এবং যকৃৎ ও অন্ত্র খারাপ করিয়া ফেলে। এই রোগ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা সহজ নহে সুতরাং রোগগ্রস্ত পাখীকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাহাতে অন্য পাখীর মধ্যে এই রোগের বিস্তার লাভ না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

Bumble foot (বাম্বেল ফুট)

শক্ত বা পার্ব্বত্য উঁচুনীচু জমিতে লাফালাফি করিলে, কাঁচভাঙ্গা, কাঁটা ইত্যাদি ফুটিলে বা আঘাত লাগিলে, এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা ফোড়া জাতীয় রোগ, পায়ের তলা হইতে উপরের পর্দ্দা পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে, পাখী হাঁটিতে পারে না, খোঁড়াইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় পায়ের

তলায় আইওডিন লাগাইয়া দিলে সারিয়া যায়, নতুবা উহা কাটিবার আবশ্যক হয়। প্রথমে পায়ের তলা গরম জলে বেশ করিয়া ধুইয়া শুষ্ক নেকড়া বা তুলা দ্বারা মুছিয়া ফলিতে হইবে। পরে চিকা কাটার মত, ধারাল ছুরি দ্বারা গাটিয়া ভিতরের সমস্ত পূঁজ বাহির করিয়া ফেলিয়া হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিয়া পায়ের ক্ষত গর্ত্তে আইওডিন (ক্রিষ্টাল) ঢালিয়া দিয়া অল্প তুলা আইওডিনে (লিনিমেণ্ট) ভিজাইয়া ক্ষতমুখের উপরে রাখিয়া তাহার উপর খানিকটা তুলা দিয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া [illegible] হইবে। পাখী যেন উহা চুলকাইয়া খুলিতে না পারে এ[illegible] অসমতল বা শক্ত জমিতে ছুটাছুটী না করে।

Cold (সর্দ্দি)

হঠাৎ কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগিলে ইহারা সাধারণতঃ সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়। প্রধানতঃ বর্ষা ও শীতকালে ইহাতে ভুগিয়া থাকে। সর্দ্দি হইলে ইহারা হাঁচিতে থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে এবং সময় সময় চক্ষু জুড়িয়া যায় ও জ্বরে কষ্ট পায়।

সিকি গ্রেণ কুইনাইন সামান্য চিনির বা মি! জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। পানীয় জলে পারমাঙ্গ অফ পটাস ব্যবহার করিতে হয়।

Cramp (খিচুনি)

সাধারণতঃ বাচ্ছা অবস্থায় একপ্রকার খিচুনি ্রোগ জন্মে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও এইপ্রকার লক্ষণ দেখা যায়। ডিম্ব প্রসবকালীণ পাখীদের সময় সময় এই রোগ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে বাচ্ছাদের এই প্রকা[illegible] খিচুনি জন্মে বা খাল ধরিয়া থাকে। বাচ্ছাপাখী[illegible] চা চামচের এক চামচ কড্‌লিভার অয়েল ৮।১০টী পাখীকে দিনে দুইবার করিয়া খাওয়ান দরকার।

বড় মুরগীদের এরূপ হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহে, সময় সময় খোঁড়াইয়া হাঁটে। উহাদের পায়ে দুই বেলা Elliman's Embrocation (এলিম্যান্‌স এম্‌ব্রোকেসান) নামক মালিশ ব্যবহার করিলে উপশম হয়। পায়ে নুন পঁটুলির সেঁক দেওয়া যাইতে পারে।

Canker (কেঙ্কার)

ইহা ডিপথিরিয়া জাতীয় ছোঁয়াচে রোগ। পাখীর জিহ্বায় ও মুখের মধ্যে একপ্রকার ঘা হয়। ধাড়ী অপেক্ষা বাচ্ছাদের এই রোগ বেশী হয়। পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে মুখ ঘায়ে ভরিয়া যায় এবং দলের অন্য পাখীও এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে। এই রোগগ্রস্ত পাখীরা কিছুই খাইতে চাহে না। কোন পাখীর এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং পানীয় জলে সামান্য পরিমাণ পারমাঙ্গানেট অফ পটাস মিশাইয়া দিতে হইবে। মুখের ঘা বোরিক এ্যাসিড অথবা হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া ঘায়ে বোরিক পাউডার অথবা গ্লিসারিণ লাগাইয়া দিতে হয়।

Cloacitis (ক্লোসাইটিস)

সাধারণতঃ মাদী পাখীদের মলদ্বারের মুখে ঘা হয় এবং উহা পচিয়া এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। পাখীর বিষ্ঠা ও নর পাখী দ্বারা এই রোগ অন্য মাদী পাখীতে সংক্রামিত হয়। পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস ও হাইড্রোজেন দিয়া

ক্ষতস্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া কার্ব্বলেটেড ভেসলিন অথবা আয়ডাফর্ম্ম পাউডার লাগাইয়া দিতে হয়।

Conjestion of Liver (যকৃৎ ঘটিত পীড়া)

এই রোগ হইলে পাখীর চিরুণী বা ঝুঁটির বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, পাখী হরিদ্রাভ মল ত্যাগ করে ও উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, চোখ বুজাইয়া থাকিতে চায়, ঝুঁটি ক্রমশঃ নীলাভ হইতে থাকে, চঞ্চল ও অস্থিরতা ভাব আসে। রোগগ্রস্থ পাখীর আহারের বিষয় সাবধান হইতে হইবে। অধিক পুষ্টিকর, চর্ব্বিযুক্ত বা কোন উত্তেজক খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। পানীয় জলে এপসাম্ সল্ট ব্যবহার করা দরকার।

Conjestion of Brain (মস্তিক সংক্রান্ত পীড়া)

মাথায় আঘাত লাগিলে অথবা দুপুরের প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইলে উহারা মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এজন্য উহাদের বিচরণ ক্ষেত্রে জমির মধ্যে মধ্যে আম, জাম ইত্যাদি ফলের গাছ লাগাইলে উহা হইতে একটা আয়ও হইবে এবং পাখীরা রৌদ্রের সময় গাছের ছায়ায়

আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। গ্রীষ্মকালে জমির মধ্যে মধ্যে চালা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাখী এইরূপে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলে কোন ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে অথবা কোন নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে আনিয়া মাথায় আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একদিন জলের সহিত এপসাম্ সল্ট খাওয়াইলে উপকার হয়। এক ছটাক জলে সিকি চামচ এপসাম্ সল্ট মিশাইয়া দিতে হয়।

Constipation (কোষ্ঠবদ্ধতা)

বাচ্ছাদের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়। ক্যাষ্টর অয়েল এবং অল্প পরিমাণে কাঁচা মাংস খাইতে দিলে ইহা নিবারিত হয়।

Chicken Pox (পান বসন্ত)

ইহা অতি ভীষণ সংক্রামক রোগ। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে ইহার প্রকোপ দেখা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বসন্ত হইলেও অন্য পাখীদের দ্বারা অথবা বাতাসে ধূলার সহিত উহার বীজাণু উড়িয়া আসিতে পারে, এজন্য খুব সাবধানে থাকিতে হয়।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানে পাখীদের এই রোগ হইতে দেখা যায়। বড় পাখী অপেক্ষা বাচ্ছাদের পক্ষে ইহা অতি মারাত্মক ব্যাধি। বয়স্ক পাখীরা উপযুক্ত সেবা ও চিকিৎসা দ্বারা কখনও কখনও কোনরূপে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু বাচ্ছারা এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রায় বাঁচে না। পাখীর মুখ, মাথা, ঝুঁটি প্রভৃতি সমস্ত অংশে ধূসর বা হরিদ্রাভ ছোট ছোট গুটি জন্মে এবং ব্যবস্থা না করিলে দ্রুত অন্য পাখীতে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। বসন্ত রোগ দেখা দিলে সর্ব্বপ্রথমে আহার ও পানীয় জলের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস মিশাইয়া দিতে হইবে। এ সময় কোন উত্তেজক দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। আহার্য্য দ্রব্যের সহিত সামান্য গন্ধকের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। পীড়িত পাখীদের ঘোল খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়। ৪ আউন্স কপার সালফেট ১ পাউণ্ড গরম জলে গুলিয়া ও দশ সের জলে অর্দ্ধ আউন্স সালফিউরিক এ্যাসিড (ধাতু পাত্রে মিশান নিষেধ) মাটীর পাত্রে করিয়া একত্র মিশাইয়া রোগগ্রস্ত পাখীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তুঁতের জলে গুটিগুলি ধুইয়া আইওডিন বা কার্ব্বলেটেড্

ভেসলিন লাগাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়। কোন পাখী এই রোগে মারা গেলে তাহার ঘর ও অন্যান্য জিনিষপত্র কার্ব্বলিক এ্যাসিড বা ফিনাইল দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

Cholera (কলেরা)

ইহা অতি ভয়াবহ সংক্রামক রোগ। পাখী হল্‌দে জলের ন্যায় ফেণাযুক্ত মলত্যাগ করে, কখনও কখনও হলদে মলের সহিত সবুজ বর্ণ মিশান থাকে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পিপাসা বর্দ্ধিত হয়, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, ঝিমাইতে থাকে, চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে। অখাদ্য জিনিষ ভক্ষণ করিলে, পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাইলে, অথবা বাতাস বা ধূলার সহিতও এই রোগের বীজাণু কোনরূপে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও এই ভাবে অন্যান্য পাখীর শরীরে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। অন্য পাখীতে যাহাতে এই রোগ সংক্রামিত হইতে না পারে এজন্য কোন পাখীর মধ্যে এরূপ রোগের লক্ষণ দেখা যাইবামাত্র তাহাকে তৎক্ষণাৎ অন্য স্থানে

সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এই রোগে পাখী প্রায় বাঁচে না, ৩।৪ দিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সুবিধা থাকিলে রোগাক্রান্ত পাখীকে ৪।৫ ফোঁটা ক্লোরোডাইন ১ ছটাক পাণীয় জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। দিনের মধ্যে ৫।৬ বার অথবা ২।২॥০ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়। রোগগ্রস্থ পাখীকে চিকিৎসা করা অপেক্ষা উহাকে বিনষ্ট করিয়া ঘরের অন্যান্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল। এই সময় সর্ব্বদা পাণীয় জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করিতে হইবে। এই রোগের বীজাণু নানা ভাবে সুস্থ মুরগীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্তৃত হইতে পারে, এজন্য বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। এই রোগে মৃত পাখীকে তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ফেলা এবং ঘরের মধ্যে সংক্রামক বীজাণু নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। আহারীয় পাত্রাদি কার্ব্বলিক এ্যাসিড জলে না ধুইয়া অন্য মুরগীকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলেও সহসা উহাকে অন্য পাখীর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নয়।

Crop Binding (গলায় আটকান)

অনাহারে বা অধিকক্ষণ রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করিবার পর কোন শুষ্ক খাদ্য খাইলে, লম্বা শুকনা ঘাস খাইলে, খাদ্যের সহিত পালক খাইলে, গলার নলিতে কোনরূপে কিছু আটকাইয়া যাইলে অথবা প্যারালিসিস্ হইলে এইরূপ ঘটিতে পারে। এই অবস্থায় পাখীকে অন্য কিছু খাইতে না দিয়া এক ছটাক জলে এক চামচ এপসাম্ সল্ট গুলিয়া পাখীকে খাওয়াইয়া উহার মুখ নিচের দিকে করিয়া গলায় যে স্থানে শস্য আটকাইয়াছে সেই স্থানে হাত দিয়া আস্তে আস্তে উহা বাহির করিবার চেষ্টা করা দরকার। এ সময় বমি হইয়া গেলে উহা সহজেই বাহির হইয়া আসে, অন্যথা পটাস পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলিয়া কোন রবাবের নল পাখীর গালের মধ্যে ঢুকাইয়া উহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয় এবং গলার বাহিরে হাত দিয়া আস্তে আস্তে রগড়াইতে হয়, ইহাতে হয় ঐ আটকান দ্রব্য নিচে নামিয়া যাইবে, নতুবা বমি হইয়া যাইবে। যদি এবংবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্য

লাভ না হয় তাহা হইলে অস্ত্রোপচার আবশ্যক। কাটিবার পূর্ব্বে উহাকে চা চামচের এক চামচ অলিভ অয়েল খাওয়াইয়া দিতে হয়। ইহা জোলাপের কাজ করে।

Diptheria (ডিপথিরিয়া)

পাখীর গলায় ঘা হয় এবং জ্বর ও পেটের অসুখ ধরে। ঠোঁটে, গলায়, জিহ্বার নীচে, চোখে এক প্রকার হল্‌দে রঙের পর্দ্দা পড়ে। এইরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্র মুরগীকে দল হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে অন্যান্য মুরগীদের মধ্যে সংক্রামিত্ত হইতে পারে। ঘা-যুক্ত স্থানে হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া আইওডিন লাগাইয়া দিতে হয়। মৃত পাখীকে অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলা উচিত এবং সেই ঘর বীজাণু নাশক ঔষধ দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দেওয়া দরকার।

Dropsy (শোথ)

এই রোগাক্রান্ত হইলে পাখীর তলপেট ঝুলিয়া পড়ে। সাধারণতঃ বৃদ্ধ বা বয়স্ক পাখীদের এই রোগ হইতে দেখা যায়। পাখীর তলপেট ঝোলা

দেখিয়াই এই রোগ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নহে। অধিক ডিম দিবার কারণেও পাখীর পেটের তলদেশ ঝোলা ঝোলা দেখায়। এই রোগ তত মারাত্মক নহে। পাখীর আহারের সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পানীয় জলে মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণে এপসাম্ সল্ট অথবা সালফেট্ অফ আয়রণ মিশাইয়া দিতে হয়।

Dysentry (আমাশয়)

অপরিষ্কার, ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকা, দূষিত বা পচা খাদ্য আহার, অপরিষ্কার ময়লা জল পান, ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হজম না হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাচ্ছা পাখীদের সময়ে সময়ে আমের সহিত রক্তও বাহির হইয়া থাকে। এই রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

অলিভ অয়েল (Olive oil) . ১ আউন্স
ইউক্যালিপটাস অয়েল (Eucalyptus oil) ১ ড্রাম
ক্রিয়জুট (Medicinal Creosote) ১ ড্রাম

একত্রে মিশাইয়া বয়স্ক পাখীদের চা চামচের এক চামচ এবং বাচ্ছাদের অর্দ্ধচামচ পরিমাণ প্রতি দশটী পাখীর খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

Diarrhœa (পেটের অসুখ)

সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়, আহারের গোলমালে, অতিরিক্ত আহার করিলে, অখাদ্য খাইলে, ভুক্ত দ্রব্য হজম করিতে না পারিলে এক ঘরের মধ্যে অধিক সংখ্যক পাখী ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিলে পেট গরমে এই রোগ হইতে পারে। সাধারণ পেটের অসুখে পাখীকে ঘোল খাওয়াইলে উপকার হয়। এসময় উহাদের আহারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ১ ড্রাম মেডিসিনাল ক্রিওজুট ও তিন আউন্স অলিভ অয়েল একত্র মিশাইয়া মিশ্রিত খাদ্যের সহিত খাইতে দিলে উপশম হয়। তা' দিবার সময় মুরগীরা কখনও কখনও পেটের অসুখে ভুগিয়া থাকে। উহারা পাতলা, সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের. দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে। এরূপ অবস্থায় ৫।৬ ফোঁটা ক্লোরোডাইন অর্দ্ধছটাক জলে মিশাইয়া পাখীকে দিনে ২।৩ বার খাওয়াইতে হয়।

কখনও মুরগীরা পাতলা চুনের ন্যায় সাদা আটাবৎ মলত্যাগ করে। এইরূপ পেটের অসুখে পাখীরা বড় কষ্ট পায়। ক্ষুধা কমিয়া যায়, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নিঝুম হইয়া থাকে। ককসিডিয়াণ ব্যাকটিরিয়া নামক বীজাণু হইতেই এই রোগের সূত্রপাত হয়। একবার হইলেই ইহা সহজে ছাড়িতে চাহে না। রোগগ্রস্থ পাখীকে অন্য সুস্থ পাখীর সহিত রাখা উচিত নয়।

আইওডিন (Iodine)—½ আউন্স
পটাসিয়াম আইওডাইড (Potassium Iodide)—
⅓ আউন্স
ডিষ্টিল্ড ওয়াটার (Distilled water)—২ পাউণ্ড

একত্র মিশাইয়া /১ সের কাঁচা দুধের সহিত উপরোক্ত মিশ্রিত দ্রব্য ½ পাউণ্ড লইয়া মাটীর পাত্রে জাল দিতে হইবে, উহা বুদ্বুদ আকারে ফুটিলেই নামাইয়া লইতে হইবে। প্রতি ১ গ্যালন বা /৫ সের পানীয় জলের সহিত ১ পাউণ্ড পরিমাণে উক্ত মিশ্রণ মিশাইয়া পাখীদের খাওয়াইতে হইবে।

Eye Disease (চক্ষুরোগ)

সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগায় মুরগীদের মধ্যে চক্ষুরোগ দেখা দেয় ও ইহাতে বড় কষ্ট পায়। বড় পাখী অপেক্ষা বাচ্ছারা ইহাতে অধিক ভুগিয়া থাকে। পাখীর চোখে পিঁচুটী জমে, চক্ষুদিয়া জল পড়িতে থাকে। সত্বর চিকিৎসা ও ব্যবস্থা না করিলে চক্ষু জুড়িয়া যায় ও চোখে ঘা হয়। কোন মুরগীর এরূপ চক্ষু রোগ হইলে গরম জলে বোরিক পাউডার অথবা হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ভেসলিন একভাগ ও সিকিভাগ আইওডাফর্ম্মের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া চোখে লাগাইলে উপকার হয়।

Egg-Bind (ডিম আটকান)

মুরগীদের সর্ব্বপ্রথম ডিম পাড়িবার সময় অথবা পাখী অত্যধিক মোটা হইয়া গেলে জরায়ুতে কোনরূপ গোলমাল হইলে এবং ডিম বড় হইলে প্রায় এরূপ ঘটে। পাখী যন্ত্রণায় ঘন ঘন বাসায় ছুটিয়া যায়, কোঁথ পাড়ে, কিন্তু প্রসব হয় না। এরূপ হইলে

পাখীকে গরম শুষ্ক স্থানে আনিয়া রাখা দরকার। পাখী সবল থাকিলে স্বাভাবিক ভাবে প্রসব হইতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ৩।৪ ঘণ্টা যদি এইরূপ ব্যাথা খাইয়াও প্রসব না হইতে পারে তাহা হইলে অলিভ অয়েল খাওয়াইতে হইবে এবং প্রসব দ্বার গরম জলে তুলা দ্বারা ধুইয়া কার্ব্বলেটেড ভেসলিন আঙ্গুলে করিয়া প্রসবদ্বারের মধ্যে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিতে হয়। প্রসব করাইতে জোর প্রকাশ করা উচিত নয়। ইহাতেও প্রসব না হইলে অন্য একজনকে আলগাভাবে অথচ পাখী ছাড়িয়া না যায় এরূপভাবে ধরিতে দিয়া নিজের বাম হস্ত পাখীর পিঠের উপর রাখিয়া ডান হাতটী পাখীর তলপেটে রাখিয়া আস্তে আস্তে সাবধানে ডিমটীকে প্রসবদ্বারের দিকে আলগাভাবে ঠেলিয়া দিতে হইবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রসব হইয়া যাইতে পারে। প্রসব হইবার পর পাখীকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। পরে খাইতে দিতে হয়।

Enteritis (অন্ত্র প্রদাহ)

এই রোগে পাখীর মলের বর্ণ হলুদ ও সবুজ রং হয় ও পাতলা মলের সহিত রক্ত বাহির হয়। পাখীর মাথার চিরুণী ফঁ্যাকাশে হয়, পরে কালচে হইয়া যায়। পাখী অস্থির হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ অখাদ্য বা বিষাক্ত খাদ্য খাইলে, দুর্গন্ধময় ভিজা স্যাঁতসেতে স্থানে থাকিলে এই রোগ জন্মে। এই রোগগ্রস্থ পাখীর মলের মধ্যস্থ বীজাণু অন্য পাখীর দেহে কোনরূপে প্রবিষ্ট হইলে তাহারও এই রোগ জন্মে সুতরাং ইহা সংক্রামক রোগ মধ্যে গণ্য, এজন্য রোগগ্রস্থ পাখীকে অন্য স্থানে সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং ঐ স্থানে সংক্রামক বীজাণু নাশক ঔষধ ছিটাইতে হইবে। ঐ পাখীর আহারীয় পাত্রাদি কার্ব্বলিক এ্যাসিড জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পীড়িত মুরগীকে এক চামচ অলিভ অয়েল এক ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হইবে, ইহাতে তাহার পেট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পাখী অল্প সুস্থ হইলে ঘোল খাইতে দিতে পারা যায়।

Fracture (ভগ্ন বা আহত হওয়া)

মুরগীকে তাড়া করিলে, অসমতল স্থানে লাফালাফি করিলে, কেহ আঘাত করিলে হাড় মচকাইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। পা ভাঙ্গিয়া গেলে টানিয়া প্লাষ্টার অফ পেরিস বা শক্ত কাঠ দ্বারা জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে। অল্প বয়স্ক পাখী হইলে ১৮।২০ দিনে ভগ্ন স্থান সারে। মচকাইয়া গেলে চুণ ও হলুদ সম পরিমাণে একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া আহত স্থানে লাগাইতে হয়। ফুলিয়া উঠিলে অথবা কাটিয়া রক্ত বাহির হইলে আইওডিন লাগাইতে পারা যায়।

Gape (হাই তোলা)

ইহা অতি আশঙ্কাজনক সংক্রামক পীড়া। এই রোগাক্রান্ত হইলে মুরগীদের স্ফূর্ত্তি থাকে না, আহারে তেমন রুচি থাকে না, ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকে। সাধারণতঃ মুরগীর বাচ্ছাদের এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। পাখীর খাইবার পাত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার রাখা দরকার এবং উহাদের পানীয় জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া দিতে হয়। চুণে এই রোগের

বীজাণু নষ্ট করে, এজন্য এই রোগগ্রস্থ পাখী যেখানে রাখা হইবে তথায় চুণ ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। রোগাক্রান্ত পাখীকে কোন ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সে পুরিয়া কোন নল দিয়া তামাকের ধোঁয়া ছিদ্রপথে বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে উপকার হয়। রোগাক্রান্ত ছোট পাখীদের আস্তে আস্তে ধরিয়া উহাদের ঠোঁট ফাঁক করিয়া পালকের অগ্রভাগ উহার মধ্যে আস্তে প্রবেশ করাইয়া অল্প নাড়িয়া দিয়া লবণ খাওয়াইয়া দিলে উহার নলির মধ্যস্থ লাল বীজাণু নষ্ট হয়।

Ranikhet (রাণীক্ষেত)

ইহা একপ্রকার মস্তিস্ক রোগ, এদেশে নূতন। সাধারণতঃ বসন্তকালে ও গরমের সময় ইহার অধিক প্রকোপ দেখা যায়। এই রোগের ঠিক কোন বাংলা নামকরণ নাই। এদেশের যুক্ত প্রদেশে, রাণীক্ষেত নামক স্থানে প্রথমে এই রোগ হইতে দেখা যায়, সেজন্য উক্ত স্থানের নাম অনুসারে উহার রাণীক্ষেত নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে ইহাকে new castle (নিউক্যাসল) রোগ বলে এবং কোন কোন স্থানে pseudopest (সিডোপেষ্ট) বলিয়া থাকে।

ইহা অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি, সুতরাং খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই রোগে পাখী প্রথমে খাইতে চায় না, ক্ষুধা নষ্ট হয়, ঝিমাইতে থাকে, হজম শক্তি কমিয়া যায়, পাতলা মল ত্যাগ করে, মলের রং সাদা, সবুজ, কখনও বা মিশ্রিত বর্ণের, মলের সহিত পচা দুর্গন্ধ বাহির হয়, পাখীর গলার থলি ফুলা ফুলা দেখায়। নাক দিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত আটাল শক্ত পদার্থ বাহির হয়। পাখী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে এবং ৩।৪ দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। কোন কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাখী মরিতে দেখা গিয়াছে।

এই রোগের কোন ভাল ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং এই রোগ যাহাতে সংক্রামিত হইতে না পারে এজন্য বিশেষ সাবধান হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই রোগ দেখা দিলে উহাদের পানীয় জলে সর্ব্বদা পটাস পারম্যাঙ্গামেট ব্যবহার করা দরকার। এরূপ পরিমাণে উহা জলের সহিত মিশান দরকার যেন জল অল্প লালচে হয়। উহা পরিমাণে অধিক হইলে অনিষ্টকর। পাখীদের খাদ্যের সহিত কর্পূর চূর্ণ ব্যবহার করিলে

উপকার হয়। ৫০টী পাখীর খাদ্যের সহিত এক আউন্স কর্পূর মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র বীজাণু দ্বারা এই রোগ বিস্তার লাভ করে, সুতরাং রুগ্ন পাখীর মলমূত্র যেন অন্য পাখীতে ঘাঁটিতে না পায়। সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যে নিয়মে চলা হয় এই রোগেও সেই নিয়মে চলা উচিত। রোগগ্রস্থ পাখীর উপর মমতা না করিয়া তাহাকে অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। রোগগ্রস্থ পাখীকে শুশ্রূষা করিতে যাওয়া অপেক্ষা অন্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল। এই রোগ হইতে কোনরূপে আরোগ্য লাভ করিলেও পাখীদের দুর্ব্বলতা সারিতে অনেক সময় লাগে এবং উহারা কিছুদিন পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে অক্ষম থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধটী পাখীর বয়স অনুসারে সিকি ড্রাম হইতে অর্দ্ধ ড্রাম পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় এবং রোগ বর্দ্ধিত হইলে দিনে দুইবার অথবা তিন বার পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

Potassium Iodide		২½ গ্রেণ
Iodam	(আইওডাম)	২½ গ্রেণ
বিশুদ্ধ জল		¼ পাউণ্ড

Rheumatism (বাত)

মুরগীরা সময় সময় বাত রোগে আক্রান্ত হয়। বাতরোগগ্রস্থ হইলে উহারা চলিতে পারে না। এসময় উহাদের একটু সাবধানে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে হয় এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। বাতযুক্ত স্থানে টার্পিন তেল মালিস করিলে উপকার হয়।

Roup (রুপ)

সাধারণতঃ পাখী খুব দুর্ব্বল হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়িলে অথবা শীতকালে ইহাদের খুব সাবধানে রাখিতে হয়। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ। পাখীর নাকের ও মুখের ভিতর ঘা হয়, চক্ষু ফোলে এবং নাকের মধ্য হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। দলের মধ্যে এই রোগের বিস্তার ঘটিলে আরোগ্য করা বড় শক্ত ব্যাপার হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগাক্রান্ত পাখাকে, সুবিধা থাকিলে দূরে কোন গরম শুষ্ক বায়ু চলাচল স্থানে সরাইয়া অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় পাখীর মস্তক

উষ্ণজলে ধুইয়া দিয়া হালকা খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। সিদ্ধ আলু ও ভূট্টা কিছু পিঁপুলের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। মৃত পাখী পোড়াইয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিতে হয়। ইহার চিকিৎসাবিধি (Cancer) কেন্সারের মত।

Shelleess Egg (খোসাহীন ডিম)

পাখীর পেটের মধ্যে জরায়ুতে কোনরূপ আঘাত লাগিলে অথবা খোসা (আবরণ) প্রস্তুত হইবার উপাদান না পাইলে উহারা খোসাহীন পাতলা ডিম প্রসব করে। এরূপ হইলে পাখীকে কিছুদিনের জন্য ডিম দেওয়া বন্ধ করিয়া খোসা প্রস্তুতের উপাদান অনুযায়ী খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। চূণ জাতীয় খাদ্যের দ্বারা ডিম্বের বহিরাবরণ বা খোসা তৈয়ারী হয়। সুতরাং পাখীকে উপযুক্ত পরিমাণে শামুক, ঝিনুক, গুগলী ইত্যাদি খাইতে দিতে হয়। তরল আহার কমাইয়া শস্য খাইতে দিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্য দিতে পারা যায়।

Scaley Leg (পায়ের আঁশরোগ)

সময় সময় মুরগীর পায়ের সমস্ত অংশে মাছের আঁশের মত একপ্রকার সাদা আঁশযুক্ত রোগ দেখা যায়। প্রথম হইতে প্রতিকার না করিলে এই রোগ বাড়িয়া যায় ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র বীজাণু ইহার মধ্যে বাস করে। ইহা সংক্রামক ব্যাধি। বালুকাময় অথবা শুষ্ক জল বায়ুযুক্ত স্থানে মুরগীর মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। বয়স্ক দেশী মুরগীরা বেশীর ভাগ এই রোগে কষ্ট পায়। রোগগ্রস্ত পাখীর পায়ের আঁশ সাবানজলে উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া কেরোসিন তৈল তুলার তুলিতে করিয়া লাগাইয়া দিতে হয়। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লাগান উচিত। ৫।৬ দিন নিয়মিত ভাবে দুই তিন বার করিয়া লাগাইলে রোগ সারিয়া যায়।

Tuberculosis (যক্ষ্মা)

ইহা বংশগত ও অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। যে কোন পাখীর এই রোগ থাকিলে তাহার বাচ্ছাদের মধ্যেও যথা-সময়ে এই রোগ প্রকাশ পায়। রোগাক্রান্ত পাখীর মলমূত্র হইতেও এই রোগের বিস্তৃতি ঘটে। এই রোগে পাখী

অত্যন্ত হালকা হইয়া যায়। চিকিৎসা দ্বারা পাখীর এই রোগ আরোগ্য করা সহজ নয়। এই রোগাক্রান্ত পাখী যেন কোনমতে পালের বা দলের মধ্যে স্থান না পায়। রোগগ্রস্থ পাখীকে পুড়াইয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। পাখীর ঘর ও চতুর্দ্দিক বীজানুনাশক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া দেওয়া উচিত।

Typhoid (টাইফয়েড)

এই রোগে পাখীর পিপাসা বর্দ্ধিত হয়, জ্বর ও উত্তাপ বাড়ে, ক্ষুধা থাকে না, দুর্ব্বল হয়, ডানা ঝুলিয়া পড়ে, ঘাড় গুঁজিয়া থাকে, ঝিমাইতে থাকে, মাথার চিরুণী ও ঝুঁটীর বর্ণ ফিকে হইয়া যায়। সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে। টাইফয়েড্ রোগগ্রস্থ পাখীর রক্তহীনতা বা এমোনিয়া হইয়া থাকে। রুগ্ন পাখীর মল হইতে অন্য পাখীতে এই রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে, এজন্য ভাল পাখীকে সাবধানে রাখিতে হয়। পানীয় জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা দরকার। এই রোগে পাখী ১৪।১৫ দিনের মধ্যে মারা যায়। কোনরূপে আরোগ্য লাভ করিলেও কোন না কোন অঙ্গহানি হইয়া থাকে।

Worm (ক্বমি)

উপরোক্ত রোগ ব্যতীত মুরগীর পেটের মধ্যে কৃমি জন্মিয়া থাকে, ইহাতে পাখীরা বড় কষ্ট পায়, ইহা অভ্যন্তরীন রোগ, বাহিরে বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এজন্য সহসা এই রোগ ধরাও যায় না। সাধারণতঃ পেটে কৃমি হইলে পাখীদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং অপরিষ্কার খাদ্য খায়, চঞ্চল হয়, রোগা হইয়া যায় এবং কখনও বা মলের সহিত কৃমি পড়িতে দেখা যায়। তখন সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা দরকার।

ময়লা খাইলে, মল পরিষ্কার না হইলে মুরগীর পেটের মধ্যে চ্যাপ্টা ও গোলাকৃতি কৃমি জন্মিয়া থাকে। এজন্য মধ্যে মধ্যে মুরগীকে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়ান উচিত। ইহাতে মুরগীর পেট পরিষ্কার হইয়া যায়। অর্দ্ধসের আন্দাজ মতিহার তামাক পাতা /৫ সের জলে ৩।৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া এক পাউণ্ড ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত মিশাইয়া ২।৩ মাস অন্তর সমস্ত পাখীকে একবার করিয়া খালিপেটে খাওয়াইলে মলের সহিত গোলাকার কৃমি বাহির হইয়া আসে। তামাক পাতায় Nicotine sulphate (নিকোটাইন্ সালফেট) আছে, ইহা

কৃমির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। অন্যথা মুরগীকে সমস্ত দিন কিছু খাইতে না দিয়া রাত্রে এক চামচ ইপসাম সল্ট দিয়া পরদিন প্রাতে টার্পিন তেল ও অলিভ অয়েল সম পরিমাণে অর্দ্ধ চামচ করিয়া লইয়া উহা খাওয়াইতে হয়। ইহাতে মুরগীর মলের সহিত চ্যাপ্টা জাতীয় কৃমি বাহির হইয়া আসে। ২।১ মাস অন্তর মুরগীকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ খাওয়াইলে উহার পেট পরিষ্কার হইয়া যায়।

ইহা ব্যতীত অল্প বয়স্ক মুরগীর গলার ভিতরাংশে লালবর্ণের ছোট একপ্রকার কৃমি কীট জন্মিয়া থাকে, ইহাকে গেপ ওয়ার্ম বলে। এই কীট মলের সহিত বা অন্য প্রকারে বাহির হইয়া ঘাসের অগায় ডিম পাড়িয়া থাকে। পাখীরা ঘাস খাইলেই এই ডিম উহাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে ও ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা হয়। এইভাবে উহারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। সিকি পাউণ্ড অলিভ অয়েল ও ১ ড্রাম ক্রিওজুট একত্র মিশাইয়া চা চামচের এক চামচ পরিমাণ অল্পবয়স্ক পাখীকে খাওয়ান উচিত। উহাদের মলমূত্র যেন অন্য পাখী স্পর্শ না করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে, অপরিষ্কার স্থানে রাখিলে, অপরিষ্কার খাদ্য খাওয়াইলে যেমন মুরগীর

অভ্যন্তরীন নানা রোগ হয় সেইরূপ উহার শরীরের বহিরাংশও নানাপ্রকার পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। মুরগীর গায়ে পোকা হইলে উহারা অস্থির হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, হজম শক্তি নষ্ট হয়, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মুরগীর গায়ে পোকা হইলে উহারা অস্থির হয়, এজন্য উহারা স্থির হইয়া তা'য়ে বসিতে পারে না। এইরূপ মুরগীকে তা'য়ে বসিতে দিলে নিয়মিত তা' দেওয়ার বিঘ্ন ঘটায় এবং ডিম খারাপ হইয়া যায়। মুরগীর গায়ের পোকা বাচ্ছাপালন কালীন তাহাদের শরীরেও আশ্রয় লয় এবং এইরূপে উহা অন্যান্য পাখীর শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কীট বা পোকা পাখীর শরীরের বাহিরে পালকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া উহাদের শরীরের রক্ত শোষণ করে, ফলে পাখী অস্থির ও চঞ্চল হয় এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য কোন নূতন মুরগীকে ঘরে স্থান দিবার সময় ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া দরকার এবং যাহাতে পোকা না ধরে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার। মুরগীর ঘরের মধ্যে কোন স্থানে ফাঁক বা ফাটা থাকিলে এই সমস্ত পোকারা উহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া বংশ বিস্তার করিতে পারে, এজন্য ঘরের দরজা

জানালা, বেড়া প্রভৃতি সমস্ত জিনিষে পুরু করিয়া আলকাতরা লাগাইয়া ফাঁক বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। মুরগীর গায়ে সাধারণতঃ চারি প্রকার পোকা বাস করে; যথা—(১) Mites (ডাঁশ) (২) Lice (উকুন) (৩) Fleas (চিমড়া মাছি) (৪) Tick (টীক)।

Mites (ডাঁশ)

সাধারণতঃ দুই প্রকারের ডাঁশ মুরগীর অনিষ্ট করিয়া থাকে। এক প্রকার ডাঁশ মুরগীর গায়ের পালকের মধ্যে স্থায়ীভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া রক্ত চুষিয়া খায়। আর একপ্রকার ডাঁশ মাছি ময়লা আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়া খাদ্যদ্রব্যে বসিয়া উহা দূষিত করে এবং সময়ে সময়ে উহাদের গায়ে বসিয়া হুল ফুটাইয়া রক্ত শোষণ করে।

Lice (উকুন)

উকুন নানা জাতীয় আছে। Body lice ও Shaft lice ই মুরগীর শরীরে পালকের মধ্যে সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত wing ও pluff উকুনের আক্রমণেও মুরগীরা কষ্ট পাইয়া থাকে।

Fleas (চিমড়া মাছি)

ইহাদের দংশন অতীব যন্ত্রণাপ্রদ। ইহারা হুলদ্বারাও রক্ত শোষণ করিয়া লইতে পারে। ইহাদের আক্রমণে পাখীরা অস্থির হইয়া পড়ে। এক জাতীয় চিমড়া মাছি একত্রে অনেকগুলি উহাদের চক্ষুর চারি ধারে, কানের লতিতে, গলগণ্ডে ও পায়ে বসিয়া কামড়াইয়া ঘা করিয়া ফেলে।

Tick (টীক)

ইহা মুরগীর এবং সমগ্র পোল্ট্রী ফার্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী পোকা। ইহার কোন বাংলা নাম নাই। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Argas Persicus। ইহা অতি মারাত্মক পোকা, দেখিতে অনেকটা ছার-পোকার মত। ইহারা দিনের বেলায় অন্য স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রি সমাগমে মুরগী এবং পক্ষীশালার অন্যান্য পাখীদের দেহে আশ্রয় লইয়া রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই ছারপোকা জাতীয় টীক পোকা ৫।৬ মাস কাল না খাইলেও মরে না এবং গরম প্রধান স্থানে ইহারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। মাদিগুলি এককালে ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে।

টীক পোকার কামড় অতি সাংঘাতিক। ইহারা কামড়াইলে পাখীর শরীরে একপ্রকার বিষাক্ত রসের সঞ্চার করে। এই পোকার কামড়ে পাখীর জ্বর হয় এবং এই জ্বর অতি মারাত্মক। এমন কি এই জ্বর সংক্রামক রোগের ন্যায় অন্য পাখীকে আক্রমণ করিতে পারে। এই পোকার কামড়ে যে জ্বর হয় তাহার নাম টীক জ্বর (Tick Fever)। জ্বর হইলে পাখীকে অনেক সময়ে বাঁচান শক্ত হইয়া পড়ে। সব সময় পাখীর ঘর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। ঘরের মধ্যে ময়লা জমিতে দিলে নানাপ্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় এবং এই টীক পোকা বা উহার বাচ্ছারা কোন ফাঁক বা আবর্জ্জনার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে সক্ষম হয়। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে বা দরজা জানালায় ফাঁক বা ফাটা থাকিলে তাহা বুজাইয়া দিতে হইবে; মেঝেতে মধ্যে মধ্যে গুঁড়া চুণ (Slaked lime) ছিটাইতে হইবে ও ঘরের মধ্যে কীটাণু নাশক ঔষধ ছড়াইতে হইবে। এক ছটাক গন্ধক এক পাইন্ট কেরোসিন তৈলের সহিত মিশাইয়া সিরিঞ্জ দ্বারা মুরগীর দেহে ছিটাইলে সুফল পাওয়া যায়। কিটিংস পাউডার,

সোডিয়াম ফ্লোরাইড (Sodium Floride) উকুনের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুরগীর বা পক্ষীশালায় অন্যান্য পক্ষীর টীক জ্বর (Tick Fever) হইলে সোয়ামিন ইনজেকসান্ (Soamin Injection) অতিশয় ফলপ্রদ।

শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ (পোল্ট্রী টনিক)

বর্ষা এবং শীতকালে ইহা পাখীদের খাওয়াইতে হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা খাওয়ান উচিত নয়।

(বর্ষা ও শীতকালের জন্য)

Charcoal	(কাঠকয়লা)	৫ সের
Black Salt	(বীট লবণ)	½ সের
Lind seed	(তিসি)	৫ সের
Hemp seed	(গাঁজাবীজ)	১ সের
Cayenne Peper	(লঙ্কা কায়েণী)	½ সের
Turmeric	(হলুদ)	২ সের
Camphor	(কর্পূর)	¼ সের

Chiretta	(চিরেতা)	½ সের
Ginger	(আদা)	১ সের
Sulphate of Iron		২ ছটাক
Sulpher	(গন্ধক)	১ সের

প্রত্যেকটী দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ভালভাবে সমস্তগুলি মিশাইয়া লইতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে এই মিশ্রিত গুঁড়া খাদ্যের সহিত মিশাইয়া অথবা বটিকাকারে খাওয়াইতে হয়। মাত্রা প্রত্যেক পাখীর জন্য চা চামচের সিকি চামচ। ইহা এক সপ্তাহ খাওয়াইয়া পরে এক সপ্তাহ বিশ্রাম দিতে হয়।

(গ্রীষ্ম কালের জন্য)

কাঠকয়লা	৫ সের	/৫ সের
বীট লবণ	¼ সের	/।০ পোয়া
কর্পূর	¼ সের	/।০ পোয়া
চিরেতা	¼ সের	/।০ পোয়া
সালফেট অফ আয়রণ	⅛ সের	/৵০ পোয়া
গন্ধক	½ সের	॥০ সের
ঝোলাগুড়	৩ সের	/৩ সের

ইহাও স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা—চা চামচের অর্দ্ধ চামচ প্রত্যেকটী পাখীর জন্য। ইহা প্রাতঃকালে সেব্য। এই গুঁড়া এক সপ্তাহ প্রতিদিন খাওয়াইয়া ২।৩ সপ্তাহ বিশ্রাম দিয়া পরে এইভাবে পুনরায় খাওয়াইতে পারা যায়।

টনিক মিকশ্চার

ক্ষীণ, রুগ্ন এবং দুর্ব্বল পা বিশিষ্ট পাখীদের জন্য ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

সালফেট অফ আয়রণ	১৬ গ্রেণ
ষ্ট্রীচনাইন (Strychnine)	১/৪ গ্রেণ
ফস্ফেট অফ লাইম	৮০ গ্রেণ
সালফেট অফ কুইনাইন	৮ গ্রেণ
টিঞ্চার অফ জেনসিয়াণ (Tincture of Gentian)	২ গ্রেণ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশাইলে পরিমাণ যাহা হইবে তাহা ৩২ দিন একটী পাখীর চলিবে। প্রত্যহ এক মাত্রা পরিমাণে পাখীকে খাওয়াইতে হইবে।

চিমটে মাছি বা ডাশ কামড়াইলে

নেপথলিন	১ আউন্স
মেথিলেটেড স্পিরিট	১ আউন্স
কেরোসিন তৈল	৭ আউন্স

ইহা একত্রে মিশাইয়া বড় বাচ্ছাদের প্রয়োগ করা চলে।

কেরোসিন তৈল	২ আউন্স
ফিনাইল	১ ড্রাম
নারিকেল তৈল	৭ আউন্স

অথবা

টার্পিন তৈল	১ আউন্স
ইউক্যালিপটাস অয়েল	১ আউন্স
কর্পূর	½ আউন্স
নারিকেল তৈল	৭ আউন্স

একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া নরম তুলি দ্বারা উহা লাগাইতে পারা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

গিনিফাউল

ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান আফ্রিকা বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালে ইহারা (Numidian hens) নামে পরিচিত ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নামকরণ পেণ্টেডা (Pentada)।
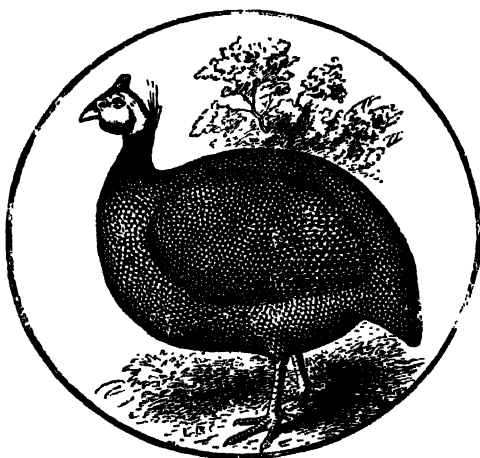
ইহারা অতি কষ্ট সহিষ্ণু ও কঠিন প্রাণ জীব। পাখীগুলি দেখিতে সাধারণ মুরগীর ন্যায়। গিনিফাউল

সাদা, কাল, গাঢ় নীল, ধূসর প্রভৃতি নানাবর্ণের আছে। সম্পূর্ণ সাদা রঙের পাখীই দেখিতে সুন্দর। এদেশে সাধারণতঃ যে গিনি ফাউল দৃষ্ট হয় তাহার জন্মস্থান আফ্রিকা। এই পাখীর গায়ের বর্ণ ধূসর ও সর্ব্বাঙ্গ সাদা ছিটযুক্ত। গিনি ফাউল বনে বনে ঘুরিয়া পোকা মাকড় খাইতে ভালবাসে এবং ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায় ইহাদের বিচরণ জমিতে শাকসব্জী গাছ লাগাইলে কিছু কিছু ফলন পাওয়া যায় এবং ইহারা গাছের মধ্য হইতে পোকামাকড় ধরিয়া খাইতে পারে। হাঁসের ন্যায় ইহারা ঘর তত অপরিষ্কার করে না। ইহাদের একটু বিশেষত্ব এই যে, যেখানে ইহারা থাকে তাহার সীমানার মধ্যে অপরিচিত কেহ আসিলে এক প্রকার অস্ফুট চীৎকার দ্বারা গৃহস্বামী বা পালককে আগমন সংবাদ জানাইয়া দেয়।

গিনিফাউল সাধারণ মুরগীর ন্যায় ডিম দেয় এবং ইহার মাংসও খাইতে খুব ভাল। তবে ইহাদের গায়ে মাংস বেশী থাকে না। সাধারণ গিনিফাউল ৩০-৪০টী ডিম দেয়, কিন্তু ইহাদের আরও অধিক ডিম দিতে শোনা যায়' ইহারা পেরুর মত লুকাইয়া ডিম পাড়িতে

ভালবাসে। ডিম পাড়িবার জন্য ঘরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে শুষ্ক খড় প্রভৃতি বিছাইয়া রাখা আবশ্যক। ডিম পাড়িবার সময় হইলে নর পাখীকে মাদা হইতে
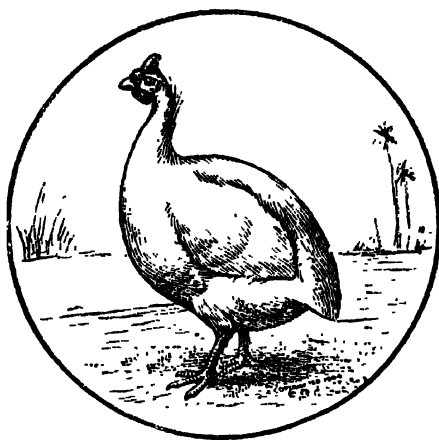
পৃথক রাখা দরকার। ইহারা ভাল তা' দিতে পারে না, এজন্য ইনকিউবেটার বা মুরগীর তা'য়ে দিয়া ডিম ফুটাইতে হয়। ডিম ফুটিতে ২৬।২৭ দিন সময় লাগে। বাচ্ছা ফুটিয়া বাহির হইলে ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর শাবকদিগকে খাওয়াইতে হয়। পাতি হাঁসের

ন্যায় ইহাদের বাচ্চার একই খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়। বাচ্চা একটু বড় হইলে অন্য পাখীর দেখাদেখি খুঁটিয়া খাইতে শিখে। পাতিহাঁসের ঘর যেরূপভাবে নির্ম্মাণ করা হয় ইহাদের থাকিবার ঘরও সেইভাবে নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহারা অল্প বা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, এজন্য ইহাদের বিচরণ ভূমি প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। ফুল বা ফলের বাগানের মধ্যে ইহাদের ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। ইহারা গাছের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গাদি খাইয়া গাছপালাকে তাহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে।

দেড় বৎসর বয়সের ছোট গিনি ফাউলের ডিম হইতে বাচ্চা তোলা উচিত নয়। সাধারণতঃ দেড় বৎসরের নর ও এক বৎসরের মাদার জোড় দেওয়া চলে। একটী নরের সহিত উহার স্বাস্থ্য ও আকার অনুসারে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত মাদা রাখিতে পারা যায়। একটী নরের সহিত অধিক সংখ্যক মাদা রাখিলে সুপুষ্ট বা উর্ব্বর ডিম পাওয়া যায় না। ইহাদের ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। স্বাধীন ভাবে চরিতে পাইলে ইহারা নিজেদের আহার প্রায় নিজেরাই জমি

হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের ধান, চাল, ছোলা ডাল, যব, গম প্রভৃতি খাইতে দেওয়া চলে। গিনিফাউল সহজে পীড়িত হইলে ইহাদের বাঁচন বড় শক্ত। রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা দরকার। রোগের চিকিৎসা মুরগীর মত। এতদ্ভিন্ন মুরগী বা হাঁসের ন্যায় ইহাদের পালন বা পরিচর্য্যা আবশ্যক।

বহুরূপী, পেরু বা টার্কী

টার্কি নামকরণ বলিয়া ইহাদের জন্মস্থান যে টার্কি (তুরস্ক) এমন নয়। ইহার জন্মস্থান উত্তর আমেরিকা (North America)। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপে এই পাখী সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।
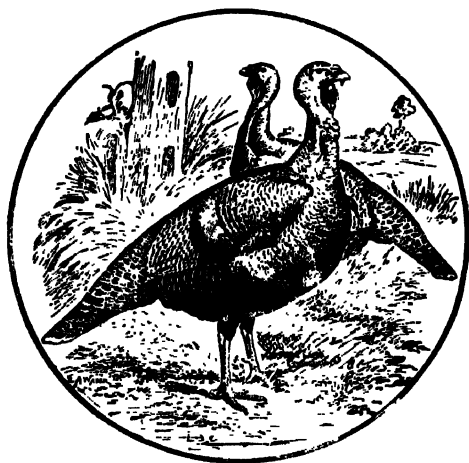
ইহাদের দেখিতে অনেকটা শকুনি পাখীর মত, মাথার উপরিভাগ হইতে গলার নীচে পর্য্যন্ত লম্বমান

মাংসের থলি আছে। ইহারা দেহের বর্ণ ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া টার্কী বা পেরুকে বহুরূপী বলা হয়। ব্রোঞ্জ টার্কির ঘাড় ও পুচ্ছদেশে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া প্রতিফলিত হইলে উহা অতি সুন্দর বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে।

পরিচয়।

পেরু বা টার্কির অনেক জাতি আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র দুই তিনটী জাতি দৃষ্ট হয়, ইহারা এদেশের পাখী নহে, বিদেশ হইতে আনীত। এদেশে উহাদের বহু শঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়া পালন করা হইতেছে।

১। American or Mammoth bronze আমেরিকান বা ম্যামথ ব্রোঞ্জ

২। Black Norfolk ব্ল্যাক নরফোক

৩। Cambridge Bronze কেম্ব্রিজ বোঞ্জ

৪। White or white Holland সাদা হল্যাণ্ড

৫। Narragansett নরাগাণসেট্

৬। Buff or Fawn বাফ বা ফণ

৭। Slate or Lavender স্লেট বা ল্যাভেণ্ডার

৮। Italian ইটালিয়ান

টার্কির উপরোক্ত কয় জাতি দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে আমেরিকান বা ম্যামথ ব্রোঞ্জ, ব্ল্যাক নরফোক এবং কেম্ব্রিজ ব্রোঞ্জ এই তিনটি জাতিই এদেশে অধিক দেখা যায়।

American bronze

ইহাদের মধ্যে আমেরিকান ব্রোঞ্জই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় এবং ভারী জাতি। ইহার ডানা, পিঠ, লেজ বা পুচ্ছ ব্রোঞ্জের বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ইহার গাত্র সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হইলে বহু বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ হইতে দেখা যায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই জাতি অতি যত্ন সহকারে পালিত হইয়া থাকে। একটী পরিণত বয়স্ক নর পাখী ১৬ হইতে ২০ সের এবং মাদি ৯।১০ সের ভারী হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন রাজকীয় প্রদর্শনীতে (Royal show) একটি তিন বৎসরের ম্যামথ ব্রোঞ্জ নর টার্কি প্রদর্শিত হইয়াছিল উহার ওজন ৪৮½ পাউণ্ড ছিল। টার্কির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় এবং কষ্ট সহিষ্ণু জাতি। অন্যান্য জাতীয় টার্কি সকল জায়গায় ভাল

থাকে না বলিয়া উহা সর্ব্বত্র পালন করা চলে না কিন্তু ইহারা সর্ব্বদেশের জল বায়ু সহ্য করিতে সক্ষম। এজন্য পাশ্চাত্যদেশে ইহার আদরও খুব বেশী। আকার ও বর্ণে ইহা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও ইহার মাংসও যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

Black Norfolk

আমেরিকান বা ম্যামথ ব্রোঞ্জ জাতীয় টাকি আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ব্ল্যাক নরফোক জাতিই পোল্ট্রী পালকের প্রিয় ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার আকৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। একটী পূর্ণ বয়স্ক নর ১০।১১ সের এবং মাদি ৮।৮॥০ সের ওজনের হয়। এই জাতির পালক ঘন কৃষ্ণবর্ণ, ইহার মাংসও উৎকৃষ্ট এবং সুস্বাদু। ইহাদের বাচ্ছা পালন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য, জলবায়ু বা আবহাওয়ায় অনুকুলতা না হইলে অর্থাৎ জলবায়ু ঠিক সহ্য না হইলে ইহাদের বাঁচান দুরূহ ব্যাপার। এই দোষ থাকার জন্য নরফোকের আদর ও প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হইয়াছে।

Cambridge Bronze

আমেরিকান ব্রোঞ্জ ও ব্ল্যাক নরফোকের সংমিশ্রণে কেম্ব্রিজ ব্রোঞ্জের উদ্ভব সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ জাতীয় টার্কির বর্ণ অনেকটা ধূসর ছিল কিন্তু আমেরিকান ব্রোঞ্জের সহিত ক্রমান্বয়ে সংমিশ্রন দ্বারা ইহা বর্ণে ও গুণে অনেকাংশে আমেরিকান ব্রোঞ্জের কাছাকাছি গিয়াছে। নরফোক অপেক্ষা ইহা আকারে বড় এবং ইহার মাংস উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় বলিয়া যথেষ্ট আদৃত হইয়া থাকে। কেম্ব্রিজ নর ১৪।১৫ সের এবং মাদি ৮।৯ সের ভারি হইয়া থাকে। নরফোক অপেক্ষা ইহারা অতি ধীরে ধীরে বৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু সহজে মোটা হইয়া থাকে।

White or white Holland

টার্কির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া কথিত হয়; এদেশে ইহা বড় দেখা যায় না। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ইহা অধিক দৃষ্ট হয়। ইহারা আকারে খুব বেশী বড় হয় না এবং উহাদের পালনও বিশেষ কষ্টসাধ্য। সাদা বা সাদা হল্যাণ্ড

টার্কি পালন এদেশের জল হাওয়ার অনুকূল নহে। পূর্ণ বয়স্ক নর ১২ সের এবং মাদি ৮ সের ওজনের হয়। ইহারা ভাল ডিম দেয় এবং ইহার মাংস কোমল এবং সুস্বাদু বলিয়া শুনা যায়।

Narragansett

নরাগাণসেট জাতীয় টার্কির উদ্ভব স্থান আমেরিকা। ইহারা ভাল ডিম দেয় এবং দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার যথেষ্ট আদর আছে। আকারেও ইহারা বেশ বড় হয়। পাখী দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের। নর পাখী ১৫।১৬ সের এবং মাদি ১০।১১ সের ওজনের হয়।

Buff or Fawn

বাফ বা ফণ জাতীয় টার্কি ইউরোপে দৃষ্ট হয় বলিয়া শুনা যায়। এদেশে উহার প্রচলন নাই; ইহারা আকারে বেশ বড় হয় এবং ভাল ডিম দেয়। Slate or Lavender স্লেট বা ল্যাভেণ্ডার জাতীয় টার্কি আকারে বাফ বা ফণ জাতি হইতে ক্ষুদ্র এবং অন্যান্য গুণে উহার সমতুল্য।

Italian

ইটালি হইতেই এই জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার আকার ক্ষুদ্র, বর্ণ ধূসর। পূর্ণ বয়স্ক নর ৫।৬ সের এবং মাদি ৩।৪ সের ওজনের হয়। ইহার মাংস ছিবড়াযুক্ত এবং স্বাদহীন বলিয়া অনাদৃত।

হাঁস অথবা মুরগীর ন্যায় ইহাদের পালন খুব সহজ সাধ্য নয়। গৃহে ইহাদের পালন করা চলে না কারণ ইহারা আবদ্ধের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছুক নহে। ইহাদের পালনের জন্য বিস্তীর্ণ জমি আবশ্যক। ইহারা খুব জীবনী শক্তি বিশিষ্ট কষ্টসহিষ্ণু বা কঠিন প্রাণ বিশিষ্ট পাখী নহে। মৃত্তিকা এবং আবহাওয়া বা জলবায়ুর অবস্থায় উপর ইহার পালনে কৃতকার্য্যতা সম্যক নির্ভর করে। হালকা, শুষ্ক এবং বেলে বা কাঁকর জমি ইহাদের চরিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়। স্যাঁতা অথবা যে জমিতে বৃষ্টির জল সহসা শুকাইয়া যায় না এরূপ জমি, অথবা ভিজা এবং কর্দ্দমাক্ত বা এঁটেল বালি এবং শীতল বাতাসযুক্ত স্থান ইহাদের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে।

ইহারা খুব সাহসী এবং ঝগড়াপ্রিয় পাখী। অন্য কোন জাতীয় পাখীর সহিত ইহাদের রাখা উচিত নয়। যাঁহারা পেরু বা টাকি পালনে কৃতকার্য্য না হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অন্য যে কোন পক্ষীকে পালন করা সম্ভবপর। ইহারা অতি অল্পেই মারা যায় এবং সামান্য যত্ন ও পরিচর্য্যা করিলে অতি শীঘ্রই স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠে।

ইহারা অতি চঞ্চল, আবদ্ধের মধ্যে থাকিতে পারে না, ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পাইলে ইহারা বেশ প্রফুল্ল থাকে। রাত্রে থাকিবার বা বিশ্রাম লইবার জন্য ইহাদের ঘরের আবশ্যক। ঘর নিচু জমিতে এবং ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে করিলে ভাল হয়। দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রের সময় ইহারা ঘরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম লইতে পারে। ঘরের মধ্যে যাহাতে বেশ আলো ও বাতাস খেলে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং ঘরের উচ্চতা এবং প্রস্থ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, পাখীর থাকিবার ও পক্ষী পালকের

ঘর প্রস্তুত।

যাতায়াতের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য ঘরের উপরার্দ্ধ অংশে মোটা তারের জাল দেওয়া যাইতে পারে। ঘরের মেঝে কাঠের অথবা পাকা হওয়া উচিত এবং ঘরের মেঝে যাহাতে শুকনা খট্‌খটে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, এজন্য শুকনা ঘাস বা খড় ঘরের মেঝের উপরে বিস্তৃত করিয়া দিতে হয়। ইহার ঘরে অন্য কোন জাতীয় পাখীর স্থান দেওয়া উচিত নয়।

আকারে বড় না হইলেও কেম্ব্রিজ জাতীয় টার্কির মাংস স্বাদে অন্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমেরিকান ব্রোঞ্জের সহিত বর্ণশঙ্কর দ্বারা (Cross breed) ইহাদের জাতিগত বর্ণ এবং গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রোঞ্জ টার্কির বর্ণ এবং গুণ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ টার্কির গাত্রবর্ণ ধূসর ছিল কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ বর্ণশঙ্কর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া উহাদের বর্ণ ব্রোঞ্জ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের পূর্ণ বয়স্ক নর ওজনে ১২।১৪ সের এবং মাদি ৭।৮ সের হয়। কাল নরকোক এবং আমেরিকান ব্রোঞ্জের শঙ্করোৎপাদন দ্বারা কেম্ব্রিজ ব্রোঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। কাল নরকোক অপেক্ষা ইহারা আকারে বেশ বড় হয়

এবং আমেরিকান ব্রোঞ্জের ন্যায় ইহারা বর্ণোজ্জ্বল প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাদের মাংসও উৎকৃষ্ট। ইহারা একটু ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় (slow grower) এবং স্বভাবতঃই মৃত্যুশীল।

কাল নরফোক বহু পুরাতন জাতি তত বড় হয় না কিন্তু বাড়িয়া উঠে। ইহাদের মাংসও স্বাদে উৎকৃষ্ট। ইহাদের নর আকারে ১০।১২ সের এবং মাদি ৭।৮ সের ওজনের হয়। ইহারা অন্য জাতি অপেক্ষা কষ্ট সহিষ্ণু (hardy) এতদ্ব্যতীত সাদা হল্যাণ্ড, ইটালিয়ান বাক, স্লেট বা ল্যাভেণ্ডার এবং নারাগণসেট প্রভৃতি পেরু এদেশে দৃষ্ট হয় না, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইহাদের প্রচলন আছে। ইহারা সকলেই আমেরিকান ব্রোঞ্জ হইতে আকারে বড় এবং অধিক ডিম দিতে সক্ষম (best egg producers)। ইটালিয়ান জাতীয় পেরুর মাংস আদৌ সুখাদ্য নয় বলিয়া শুনা যায়।

বড় এবং ভারী জাতীয় পাখীর সংমিশ্রণে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না, কেবল প্রদর্শনীতে পাঠাইবার মধ্যেই ইহা সবিশেষ উপযোগী। পাখীদের সংমিশ্রণ এবং জনন কার্য্যে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে

কৃতকার্য্য হওয়া যায় না পাখী ভাল দেখিয়া বড়, স্বাস্থ্যবান ও সৌষ্ঠব বিশিষ্ট পাখী জনন কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। বর্ণ, গঠন ও আকারগত পার্থক্য ভেদে বিশেষ ভাবে মিলাইয়া তবে জোড় দেওয়া উচিত। ম্যামথ ব্রোঞ্জ টার্কীর সহিত কাল নরফোক বা কেম্ব্রিজের জোড় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সহিত সাদা হল্যাণ্ড জাতীয় পাখীর জোড় খাওয়াইতে যাওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে পাখীর বর্ণ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আড়াই বৎসরের নর এবং দুই বৎসর বয়সের কম মাদার জোড় দেওয়া উচিত নয়। স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিলে মাদি এক বৎসর বয়সেই ডিম দিতে আরম্ভ করে এবং অল্প বয়স হইতেই ডিম দেওয়া আরম্ভ করিলে পাখী সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উর্ব্বর ও পুষ্ট ডিম পাওয়া যায় না, এ কারণ উহাদের বাচ্ছাও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। দেড় বৎসর বয়স্ক মাদী ডিম দিলেও তাহা হইতে বাচ্ছা তোলা ঠিক নয়, ঐ ডিম খাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। নর পাখীর স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে জননকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। একটী ভাল সবল নর

জনন নীতি।

পাখীর সহিত ৭।৮টী মাদি রাখা চলে। কোন একটী পাখীর সন্তানদের মধ্যে নর মাদির পরস্পর জোড় দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে জোড় খারাপ হয়। অর্থাৎ সেই জাতির যে সমস্ত দোষগুণ তাহা উহাদের সন্তানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এজন্য একই রক্ত সম্পর্কযুক্ত পাখীর মধ্যে নর মাদির জোড় দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে সন্তান উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। জোড় দিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মাদিকে নরের সহিত একত্র রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ নরগুলি প্রায় ঝগড়াটে হয়, সময় সময় বড় বড় গৃহপালিত জন্তু এমন কি ছোট ছেলেদেরও তাড়া করে।

ডিম পাড়া ও ফোটান।

সাধারণতঃ টাকি খুব কম বয়স হইতে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু অল্প বয়সে ইহাদের ডিম পাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। দুই বৎসর বয়স্ক মাদীর ডিম হইতে বাচ্চা তোলা যাইতে পারে। কোন কোন বন্য জাতীয় পেরু এক ঋতুতে ২৫।২৬টী ডিম দেয়,

কিন্তু গৃহপালিত পাখী উহা অপেক্ষা ঢের বেশী ডিম প্রসব করে। ভালরূপ যত্ন পাইলে ও পরিচর্য্যা করা হইলে গৃহপালিত টার্কী বৎসরে এক শত পর্য্যন্ত ডিম দিতে পারে। প্রায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ইহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ইহারা লুকাইয়া বাসা করিতে ও ডিম দিতে ভালবাসে। ডিম পাড়িবার সময় হইলে ইহারা একপ্রকার অস্পষ্ট চীৎকার করিতে থাকে। খুব নজর না রাখিলে উহারা লুকাইয়া কোন গুপ্ত স্থানে ডিম পাড়িবে এবং নর পাখীগুলি বাচ্ছা খাইয়া ফেলিবে। এই কারণ ডিম দিবার সময় হইলেই নরগুলিকে মাদী পাখী হইতে পৃথক করিয়া রাখা উচিত।

ঘরের মধ্যে যেস্থান পাখীর ডিম পাড়িবার জন্য নির্দ্দেশ করা হইবে তথায় বেশ পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া দিতে হইবে। টার্কী একদিন অন্তর সকালে ডিম পাড়ে, কোন কোন পাখীর মধ্যেও প্রত্যহ ডিম দিবার অভ্যাস দেখা যায়। উহারা মাসে ১৬ হইতে ১৮টী পর্য্যন্ত ডিম দেয়। ডিম দেওয়া শেষ হইলে ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া

ইনকিউবেটারে ফুটাইতে দিতে পারা যায়, অথবা টার্কী বা মুরগীর তা'য়ে দেওয়া চলে। টার্কী ভাল তা' দিতে পারে। তা' দিবার কালীন পাখীর নিকটে পরিষ্কার খাদ্য ও পাণীয় রাখা উচিত। কারণ তা' দিবার সময় উহারা ডিম ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে চাহে না। এ সময় উহাদিগকে উঠাইয়া দিলেও উহারা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিবে উহাদিগকে বাসা হইতে উঠাইবার আবশ্যক হইলে প্রথমে বাম হস্তে উহার ডানা ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার গলদেশের নিম্নভাগ আস্তে আস্তে ধরিয়া তুলিতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যে পাখী পায়ে করিয়া বাসা বা ডিম আঁকড়াইয়া না ধরে।

পর পর পনরটী ডিম পাড়িবার পর উহাদের তা দিতে বসিবার আসক্তি জন্মে। কিন্তু প্রত্যহ ডিম পাড়িবার পর উহা নাড়াইয়া রাখিলে উহারা আরও ডিম পাড়িয়া যাইবে। ডিম পাড়িবার পর তা'য়ে বসিবার সময় উহাদের একপ্রকার ঝিমানি ভাব আসে। যে পর্য্যন্ত না উহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত উহারা ডিম দিতে বিরত হয় না।

বড় মুরগী ৪টী ডিমে বসিতে পারে। ২৮ হইতে ৩০ দিনে বাচ্ছা ফুটে। তা'য়ে বসিবার সময় ছোট ছোট ছেলেপুলেদের সেখানে যাইতে দেওয়া নিরাপদ নয় উহাতে ডিম ফুটিবার পক্ষে বিঘ্ন হইতে পারে। তা' দিবার সময় পাখী কোন কারণে বিরক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিলে সে ডিম হইতে বাচ্ছা ফোটা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে। বাচ্ছা ফুটিবার পরই উহাদের আহারের আবশ্যক হয় না অন্ততঃ ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রামের পর উহাদের খাওয়ান উচিত। বাচ্ছা অবস্থায় প্রথম মাসে দিনে ৪।৫ বার অল্প অল্প খাদ্য খাইতে দিতে হইবে।

প্রথম সপ্তাহে যইচূর্ণ বা বিস্কুটচূর্ণ মাখম তোলা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পাতলা অবস্থায় প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিতে পারা যায়। জাপানী মিলেট, মটর, লালগম সম পরিমাণে লইয়া ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ চূর্ণ না করিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণ হেম্প বীজ মিশাইয়া শুষ্ক খাদ্য হিসাবে দিতে পারা যায়। বাচ্ছাদের পোড়ারুটী খাইতে দিতে নাই, ইহাতে পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা। লাল গম, যব, ভূট্টা চূর্ণ এবং দিনে একবার শুষ্ক চাউল

ইহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। ইহাদের ইচ্ছামত জল খাইতে দিতে নাই। দিনে একবার মাত্র জল খাইতে দিতে পারা যায়। ইচ্ছামত জল খাইতে দিলে ইহারা অতিরিক্ত পরিমাণে খাইয়া অসুখের সৃষ্টি করে। বাচ্ছাদের উষ্ণ জল খাইতে দিলে ভাল হয়। ইহাদের খাবারের সহিত পেঁয়াজ কুচাইয়া দিতে পারা যায়, এসময় উহা ইহাদের পক্ষে উপকারক। প্রাণিজ ও সবুজ খাদ্য (animal & green food) অন্য পাখী অপেক্ষা ইহাদের কিছু বেশী পরিমাণে দিতে হয়। একসঙ্গে অধিক পরিমাণে এবং পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষ খাওয়াইলে উহারা শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে; বাচ্ছাগুলিকে প্রথম অবস্থায় প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হয়। খাওয়াইবার পর উহাদের মা অথবা ধাত্রীর (Foster Mother) নিকট ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রশস্ত কাঠের বাক্স অথবা ঝুড়ি বা ঝোড়ার মধ্যে শুষ্ক খড় বেশ পুরু করিয়া বিছাইয়া চাপিয়া দিয়া তাহার উপর বাচ্ছাদের রাখিয়া দিলে উহারা বেশ আরামে থাকে। তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহে যব, ভূট্টাচূর্ণ ও এরারুট একত্র মিশাইয়া দিনে ৪।৫ বার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ৪।৫ মাস বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত দিনে দুইবার লালগম, যব,

ভূট্টাচূর্ণ প্রভৃতি শক্ত খাদ্য এবং দুইবার নরম খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় ইহাদের মধ্যে পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং ইহাতে প্রায়ই বাচ্ছা মারা যায়, এজন্য এসময় খুব সাবধানতার দরকার। মুরগী ভাল ডিম ফুটাইতে ও বাচ্ছা পালন করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, মুরগীকে ডিম ফুটাইতে বা পালন করিতে দিলেও বাচ্ছাদের আহারের ব্যবস্থা ও খাওয়ান মানুষকেই করিতে হইবে। পাখীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বারে কমাইয়া পরিমাণে বাড়াইতে হয় এবং ক্রমে শুষ্ক ও বড় দানাযুক্ত বা আস্ত দানা খাইতেও শিখাইতে হয়। উহাদের খাদ্যের সহিত প্রত্যেকবারই প্রাণীজ খাদ্য যথা মাংস, অস্থিচূর্ণ ইত্যাদি খাইতে দিতে হয়। আহারের পাত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। হাঁস ও টার্কীর খাদ্যের ব্যবস্থা একই প্রকার। রাজহাঁসের ন্যায় টার্কী কাঁচা ঘাস খাইতে ভালবাসে এজন্য উহাকে কচি দুর্ব্বা বা কোন কোমল ঘাস খাইতে দিতে পারা যায়। লীক, লেটুস, পেঁয়াজ, পালমশাক, কপিপাতা প্রভৃতি কুচান টাটকা শাক

সব্জী ইহারা বেশ পছন্দ করে। যে সমস্ত শাকসব্জী উহাদিগকে দেওয়া হইবে উহা যেন খুব পরিষ্কারভাবে কুচাইয়া দেওয়া হয়। শুষ্ক বা বড় অবস্থায় থাকিলে উহাদের গলায় আটকাইয়া যাওয়া সম্ভবপর। পেঁয়াজ খুব বেশী পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে পেট খারাপ হইতে পারে। এক মাসের বাচ্ছা তাহার পালন মাতা বা ধাড়ী পাখীর সহিত ঘুরিয়া বেড়াইয়া খুঁটিয়া খাইতে শিখে। ভূট্টা, যব, গমের ভূষি, ছোলা চাউলের কুঁড়া প্রভৃতি একত্র সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উহারা বেশ পুষ্ট হয়। টার্কীর বাচ্ছাগুলিকে কখনও আবদ্ধের মধ্যে আটকাইয়া রাখা উচিত নহে, ইহারা স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে ও খুঁটিয়া খাইতে শিখিবে, এজন্য জমিতে কাঁচাঘাস ও শাক পাতা থাকা প্রয়োজন। টুকরা টুকরা ভাবে কর্ত্তিত সিদ্ধ মাংস ইহাদের খাইতে দেওয়া চলে। পাখী ২।২॥০ মাস বয়সের হইলে উহাকে তাহার বাপ মা এবং দলের অন্যান্য পাখী হইতে পৃথক করিয়া রাখা ভাল। এ সময় উহাদের ভালরূপ আহারের ব্যবস্থা ও পরিচর্য্যা করিতে পারিলে উহারা শীঘ্র শীঘ্র বড় ও মোটা হইয়া উঠে।

পাখীদের সুগঠন, স্বাস্থ্যবান ও সবলতা লাভের জন্য নিম্নোক্ত টনিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ক্যাসিয়া ছাল চূর্ণ	৩ আউন্স
কার্ব্বনেট লৌহ চূর্ণ	৫ আউন্স
শুঁঠ চূর্ণ	৮ আউন্স
জেনসিয়ান মূল চূর্ণ	১ আউন্স
মৌরী চূর্ণ	১ আউন্স

উপরোক্ত চূর্ণ চা চামচের এক চামচ লইয়া ১২টী বাচ্ছাকে তাহাদের খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দিতে পারা যায়। ১॥০ মাস দুই মাস বয়স্ক পাখীদের খাদ্যের বার ৫ হইতে নামাইয়া ৪ করা দরকার এবং পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পাখী ৪ মাস বয়সের হইলে খাদ্যের বার তিনে পরিণত করা দরকার যথা:—সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা। যই চূর্ণ এবং ভূট্টাচুর্ণ মাঠা তোলা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সকালে ও দুপুরে খাইতে দিতে পারা যায়। steamed bone meal অথবা টুকরা মাংস সিদ্ধ ও আলু সিদ্ধ যই ও যবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে সপ্তাহে একবার করিয়া খাইতে দিলে পাখীরা শীঘ্র বেশ

স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহারা বড়ই চঞ্চল, সীমাবদ্ধ অল্প স্থানে কখনও থাকিতে পারে না, সুতরাং ইহার জন্য একটু বিস্তীর্ণ জমির আবশ্যক। টার্কীর হজমশক্তি অল্প, এজন্য চিবাইয়া খাইতে হয় এরূপ শক্ত দানা বা খাদ্য বাচ্ছা ও বড় পাখীকে খাইতে দেওয়া উচিত। বাচ্ছার শক্তি ও বৃদ্ধি অনুসারে ৪০ হইতে ৫০ দিনের মধ্যে উহাদের গায়ে ও মাথায় বর্ণের উজ্জ্বলতা দেখা যায়। ইহাদের গায়ের পালক গজাইবার সময় গাঁজা ও ফাপর বীজ খাওয়াইলে উপকার হয়। ইহাতে উহাদের শরীর গরম থাকে।

রোগ ও তাহার প্রতীকার

মুরগীর ন্যায় পেরু বা টার্কীর মধ্যে রোগের বিকাশ দেখা যায়। টার্কীর গায়ে যাহাতে পোকা না লাগে এজন্য উহাকে যথা-সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। বৃষ্টির জলে ইহাকে ভিজিতে দেওয়া উচিত নয়। প্রাতঃকালে শিশির-সিক্ত ভিজা জমিতে অথবা ঠাণ্ডায় হিমে ইহাদের বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা ইহাদের মোটেই সহ্য হয় না। অধিক গরমের সময় রৌদ্রে থাকা ও ঠাণ্ডা লাগান

শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, ইহাতে পাখী শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাদের হজম শক্তি বড় কম, এজন্য পেটের অসুখ বড় বেশী হয় এবং একবার আক্রান্ত হইলে সহজে আরোগ্য হয় না। পেটের অসুখে এক চা চামচ (Epsam salt) এপ্‌সাম্ সল্ট খাওয়াইয়া দেখা উচিত, অথবা অর্দ্ধ চামচ জলে ২ ফোঁটা ক্লোরোডাইন মিশাইয়া খাওয়ান উচিত।

ব্ল্যাকহেড (Blackhead) ইহাদের পক্ষে অতি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ, পাখী একবার আক্রান্ত হইলে আর বাঁচেনা। পাখীর যকৃৎ ও পাকাশয় এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে বুঝা যায় যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণু পাখীর যকৃতে স্থান লাভ করিয়া দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। পাখীর মাথা কালচে নীল বর্ণ ধারণ করিলে উহারা এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাখীর পেটের অসুখ ও পাতলা বাহ্য হইয়া থাকে, পাখী দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং হঠাৎ মারা পড়ে। পাখীর মলের সহিত এই রোগের বীজাণু বহির্গত হয় এবং উহা যে কোন ভাবে অন্য পাখীর

শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। এইরূপে পালের সমস্ত পাখী এই ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। পাখীর রোগের লক্ষণ দেখা যাইবামাত্রই উহাকে দল হইতে সরাইয়া রাখিতে হইবে; মৃত পাখীকে শীঘ্র পুড়াইয়া ফেলা এবং সমস্ত ঘর-বাড়িতে বীজাণুনাশক ঔষধ ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, অথবা ফিনাইল এবং কার্ব্বলিক এ্যাসিড দিয়া সমস্ত ঘর ভালরূপে ধৌত করিয়া দেওয়া দরকার। অন্যান্য রোগে হাঁস বা মুরগীর ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়।

পারাবত।

ইহার আদি জন্মস্থান যে কোথায় এবং কোথা হইতে প্রথম আমদানি হইয়াছে তাহার সঠিক ইতিহাস এখনও জানা যায় নাই। তবে মুসলমানদের সময়ে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হইতে এ সম্বন্ধে কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। মুসলমান বাদসাহদের সময় দিল্লী, আগ্রা. লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের পায়রা উৎপাদকগণ আকার, গঠন ও বর্ণগত পার্থক্য অনুসারে সামঞ্জস্য রাখিয়া অতি নিপুণতাব সহিত জোড় মিলাইয়া অনেক বিভিন্ন জাতীয় পায়রার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল উপযুক্ত পালন এবং যত্নের অভাবে এবং এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকায় অনেক সৌখীন জাতীয় পায়রা এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আকার, গঠন ও বর্ণভেদে বিভিন্ন প্রকারের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন শ্রেণীর পায়রা সম্বন্ধে কিছু বলা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়, কেবল যে সমস্ত পায়রা পোল্ট্রীর উপযোগী অর্থাৎ মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সমস্ত পায়রার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা হইবে।

সাধারণ বিবরণ

পায়রা যে কেবল সখের জন্যই প্রতিপালিত হয় তাহা নহে, খাইবার জন্যও ইহা পালিত হইয়া থাকে। খাইবার
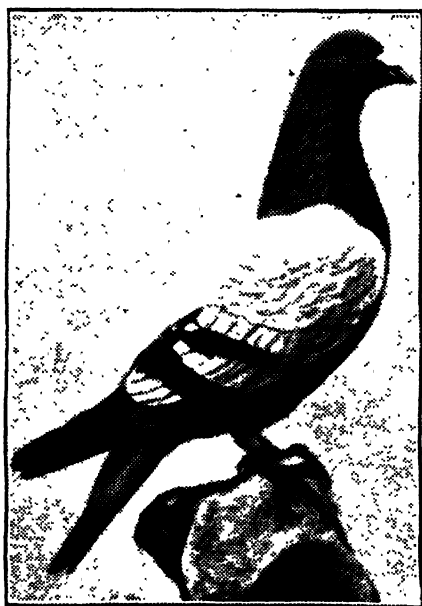
জন্য পায়রা পালন রোমানদের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমেরিকায় মাংসের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক পায়রা পালিত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশেও খাইবার জন্য পায়রা পালনের যথেষ্ট প্রচলন ও সুবন্দোবস্ত আছে।

পায়রার মাংস সুমিষ্ট ও সুস্বাদযুক্ত। এদেশে মাংসের জন্য পায়রা পালনের প্রচলন নাই, সখের জন্যই অধিক পালিত হয়। কিন্তু এদেশেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা পায়রার মাংসও আহার করেন, তবে সাহেবরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। বড়জাতীয় মাংসল অথবা সৌখীন পায়রা পালন করিয়া কলিকাতা অথবা বিদেশে চালান দিলে ব্যবসার দিক দিয়াও বেশ দু'পয়সা লাভ হইতে পারে। যে সমস্ত পায়রা অধিক বড়, মাংসল, পায়ে পর নাই এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত পায়রার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে সমস্ত পায়রা মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের লেজ প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি হয়। সাধারণতঃ দেশী গোলা, হোমার, ড্রাগণ, এবং মালটিজ, কারনিউ, বর্ডেক্স, ডাচিস, এণ্টওয়ার্প, গ্রস, সুইস মণ্ডেণ, প্রভৃতি জাতীয় পাখী এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পায়রার ঘর বা খোপ কাঠের হইলে ভাল হয়।

পাকা ঘরের মধ্যে কাষ্ঠের খোপ তৈয়ারী করিয়া প্রতি খোপে এক জোড়া পাখী (নর ও মাদা) রাখা যাইতে পারে। খোপগুলির উচ্চতা পাখী হইতে একটু বড় এবং পরিসর এরূপ ভাবে তৈয়ারী করা দরকার যাহাতে দুইটি পাখীর ঘুরিতে ফিরিতে কষ্ট না হয়। খোপের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকিলে ভাল হয়। পায়রার গৃহ খোলার, খড়ের, টিনের অথবা পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। পায়রার ঘরের চাল বা ছাদ টিনের হইলে গ্রীষ্মের সময় ঘর তাতিয়া উঠিবে এবং তাহাতে পায়রাগুলির খুব কষ্ট পাইবে। সুতরাং টিনের করিতে হইলে চাল খুব উঁচু করিয়া তৈয়ারী করা দরকার এবং ঘরের আসে পাশে বড় জাতীয় গাছ লাগাইতে হইবে। ইহা উত্তাপ হইতে অনেকটা রক্ষা করিবে। ঘরের মধ্যে পায়রার আকার ও আয়তন অনুযায়ী এক একটী খোপ তৈয়ারী করিয়া লোহার জাল দিয়া প্রত্যেকটী খোপ স্বতন্ত্র করিয়া দিতে হয়। ঘরের উচ্চতা অনুযায়ী ৪।৫ থাক পর্য্যন্ত এই ভাবে খোপ করিয়া পায়রার ঘর প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক খোপে এক একটী বেতের

গৃহ নির্ম্মাণ

ঝুড়ি পায়রা থাকিবার জন্য তার দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পায়রার ঘরের সংলগ্ন সম্মুখস্থ খানিকটা স্থান ঘরের সমান্তরালে তারের জাল দিয়া সমস্ত দিক ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। পায়রার ঘরের প্রত্যেক দরজা ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে। এই স্থানে পায়রার খাবার দেওয়া হইবে এবং উহারা ইচ্ছা মত ঘুরিয়া বেড়াইবে। পায়রার ঘরের খোপ ও মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত আলো ও বাতাস খেলিতে পারে এবং সর্ব্বদা শুকনা ও খট্‌খটে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। পায়রার বিষ্ঠা ফেলিয়া না দিয়া গাছের গোড়ায় দিলে বেশ উপকার হয়, কারণ ইহা উৎকৃষ্ট সার এবং গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পায়রার ঘরের মধ্যে খানিকটা সৈন্ধব লবণ এবং প্রাঙ্গনের এক কোণে পুরাতন ভাঙ্গা বাটীর চূর্ণ চুণ, বালি বা রাবিস জড় করিয়া রাখা দরকার। পায়রা সময় সময় এগুলি খাইয়া থাকে। ইহা পায়রার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

দিনে দুইবার সকালে ৮টার সময় এবং বৈকালে ৫টার মধ্যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ইহাদের খাবার দেওয়া

দরকার। ধান, ছোট জাতীয় মটর, ছোলা, কাঁওন, বাজরা, গম, ভূট্টা, সরিষা, ডাইল প্রভৃতিই পায়রার

আহার

আহার। ভূট্টা, গম, বাজরা, ছোলা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাওয়ান অনিষ্টকর। বর্ষাকালে পায়রা 'কুরুচ' খায় অর্থাৎ পালক ত্যাগ করে, এ সময় উহাদের গায়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, সেজন্য সাবধানে খাওয়াইতে হয়। এই সময় একবার মধ্যাহ্নে উহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। ছোট জাতীয় পায়রাকে মটর, ছোলা প্রভৃতি খাওয়াইলে উহারা শীঘ্র মোটা ও পুষ্ট হইয়া পড়িবে, কিন্তু যে সমস্ত পায়রার সৌন্দর্য্য ও বিশিষ্টতা তাহাদের ঠোঁটের উপর নির্ভর করে তাহাদের মোটা দানাযুক্ত খাদ্য খাওয়াইলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে অর্থাৎ ঠোঁট বড় হইয়া উহার বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে মূলাপাতা, লেটুস শাক প্রভৃতি কুচাইয়া দিলে উহারা আগ্রহ সহকারে ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে। দিনে দুইবার পরিষ্কার জল খাইবার জন্য দেওয়া উচিত। মাটির গামলায় করিয়া জল দেওয়া প্রশস্ত। ইহাদের আহারের পাত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। পায়রার স্নানের জন্য ৩।৪ ইঞ্চি গভীর কোন প্রশস্ত মাটির গামলা জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, ইহাতে পায়রা ইচ্ছামত স্নান করে।

মাংসের জন্য দেশী গোলা পায়রার সহিত বড় জাতীয় নর পায়রার জোড় মিলাইলে উহার বাচ্ছা বেশ ভাল হইবে। সাধারণতঃ ছয় মাস বয়স্ক পাখীর জোড় দেওয়া যাইতে পারে এবং ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের বাচ্ছা লইতে পারা যায়। ইহারা প্রায় ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। মাদিগুলি একসঙ্গে দুইটী করিয়া ডিম পাড়ে। পায়রা ভাল তা' দেয়, ইহাদের নর মাদা উভয়েই ডিমে বসে। মাদি পাখী বাহিরে থাকিলে নর ডিমে বসিয়া তা' দেয়। ১৬।১৮ দিনে ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটিয়া বাহির হয়। বাচ্ছা বা শাবক অবস্থায় পায়রারা খাবার মুখে করিয়া উহাদের খাওয়াইয়া থাকে। এ সময় বাচ্ছাগুলিকে একটু সাবধানে ও গরমে রাখিতে হয় এবং যাহাতে অধিক রৌদ্র বা ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

পরিচর্য্যা

ইন্দুরেরা পায়রার পরম শত্রু, সুবিধা পাইলেই ইহারা পায়রা মারিয়া ফেলে। এজন্য পায়রার ঘরে যাহাতে ইন্দুর প্রবেশ করিতে না পারে তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিড়াল, কুকুর, সাপ এবং অন্যান্য অনেক পাখীও ইহার বিশেষ শত্রু। এগুলি হইতে সাবধান হওয়া দরকার।

পায়রার শত্রু ও রোগ

পায়রার গায়ে পালকের মধ্যে উকুনের ন্যায় একপ্রকার পোকা বাস করে। সাধারণতঃ ময়লা বা অপরিষ্কার স্থানে থাকিলে পায়রা এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। অত্যাধিক ঠাণ্ডা লাগিলে ও ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে ইহাদের সর্দ্দি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে উহাদের যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুষ্ক ও গরম জায়গায় রাখা দরকার। পায়রার ডানার গোড়ায় অথবা গায়ের অন্যান্য স্থানে একপ্রকার ব্যাথা হয়। ঐ স্থানে আইওডিন লাগাইলে উপকার হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে পায়রায় মুখের ভিতর ঘা হইয়া থাকে, ঐ স্থানে সোহাগার খই অথবা হলুদ বাটা লাগাইয়া দিলে সারে। পাখীর চোখে জল পড়ে,

সাধারণতঃ কোড়িয়াল জাতীয় পায়রার চোখে এই রোগ হইতে দেখা যায়। গরম জলে পটাস পার-ম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া পিচকারী করিয়া চক্ষু ধুইয়া দিতে হয়, ও চোখের কোনে কার্ব্বলেটেড ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হয়, পেঁয়াজ বা রসুনের কোয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়। পায়রায় পায়ে অথবা অন্য কোন স্থানে চোট লাগিলে বা মচকাইয়া গেলে টার্পিণ ও কর্পূর তৈল ঐ স্থানে মালিশ করিলে উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত পায়রার মধ্যে বসন্ত রোগ, ক্ষয় রোগ, পেটের অসুখ জনিত নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়। যে কোন রোগাক্রান্ত পাখীকে তাহাদের জোড় বা পাল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। চিকিৎসা প্রণালী মুরগীরই অনুরূপ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ছাগল।

অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে ছাগল অন্যতম। ইহারা গরু, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির ন্যায় রোমন্থনকারী জন্তু। গো-মহিষাদির পরই ছাগলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবসার দিক দিয়াও ছাগল পালন বেশ লাভজনক। ইহার খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ কোন বিচার নাই। ঘাস ও বৃক্ষ পত্রাদি ইহাদের প্রধান আহার্য্য দ্রব্য। গরুর ন্যায় পেট ভরিয়া ইহাদের জাব দিতে হয় না। তৃণ পূর্ণ চরিবার জমি থাকিলেই ইহার জন্য আর ভাবিতে হয় না। ছাগল পালন স্বল্প ব্যয়সাধ্য, কিন্তু লাভ যথেষ্ট আছে। অল্প মূলধনে ছাগ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। ছাগী ছয় মাস অন্তর তুইটী করিয়া (বৎসরে তুইবার) শাবক প্রসব করে। প্রতি বিয়ানে সাধারণতঃ একটী ছাগ ও একটী ছাগী জন্মিয়া থাকে। ছাগশিশু ৪।৫ মাসের মধ্যেই বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে উহারা বিক্রয়োপযোগী হইয়া থাকে।

এক একটী পাঁটা ২॥০। ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ছাগলের দুগ্ধ, গোদুগ্ধ অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। কলিকাতার বাজারে ছাগী দুগ্ধ প্রায় ॥৵০ আনা—৸০ আনা সের দরে বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত ছাগলের মল মূত্রাদি জমিতে বৃক্ষাদির সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ছাগী দুগ্ধে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু নাই। এজন্য বিলাতে পূর্ব্বে যে সংখ্যক ছাগ পালন করা হইত, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাগল উৎপাদনের ও উহার উৎকর্ষ সাধনের কোন সুব্যবস্থা নাই। হিন্দুদের পূজা পার্ব্বনে ও আনন্দ উৎসবে ছাগ নিধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহার পালন বিষয়ে ও যাহাতে ছাগের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা বা আগ্রহ এদেশের লোকের মধ্যে দেখা যায় না। এই সমস্ত কারণে এদেশে ছাগ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন দ্বারা ছাগজাতির সবিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ছাগ কুলের উন্নতি বিষয়ক সভা সমিতি আছে এবং ঐ সম্বন্ধে নানাবিধ পত্রিকা এবং পুস্তকাদিও

প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে তাহার কিছুই নাই।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে বহু বিস্তীর্ণ বন্ধুর জমির সন্নিকটে ছাগ, মেষ প্রভৃতি পালন করা বিধেয়। কারণ এইরূপ স্থানে উহারা খুব স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। বাংলা দেশে ২।১টীর অধিক ছাগল পালন করিতে সচরাচর দেখা যায় না এবং এখানে চোর ও শৃগাল ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় নাই, কিন্তু অন্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে শৃগাল, চিতা, নেকড়ে, হায়না এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় থাকে এজন্য খুব সতর্কতার সহিত ছাগ চরাইতে হয়। ছাগ ও মেষ পালের সহিত উপযুক্ত বিশ্বস্ত চাকর ও ছাগ দলের পাহারা ও রক্ষার নিমিত্ত শিক্ষিত বলিষ্ঠ কুকুর প্রতি পালে অন্ততঃ ৫।৬টী রক্ষা করা দরকার। জঙ্গলে বা পার্ব্বত্য অঞ্চলে সাধারণতঃ ছাগল বা মেষের গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকে ও এইভাবে চরান হইয়া থাকে। ছাগ চরিতে চরিতে যুথভ্রষ্ট হইলেই শিক্ষিত কুকুর উহাকে তাড়াইয়া দলবদ্ধ করে। বাংলা দেশে বৃষ্টি বাদলের দিনে উহাদিগকে ঘরে ঘাস ও লতাপাতাদি খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পার্ব্বত্য

অঞ্চলে এই সময় উহাদের বাসের সন্নিকটে চরাণই যুক্তিসঙ্গত। বৃষ্টির জল ছাগল সহ্য করিতে পারে না ও বৃষ্টির জলে ভিজিয়া অদৌ চরিতে চাহে না। বৃষ্টিতে ভিজিলেই উহাদের সর্দ্দি ও গলাফুলা রোগ ধরে। ইহা ছাগ পালের পক্ষে অতীব সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি ; অল্প সময়ের মধ্যেই পাল উজাড় হইয়া যায়।

ছাগ-শালা বা ছাগ-গৃহ খুব সুরক্ষিত ভাবে নির্ম্মাণ করা দরকার। উহার বহিঃ প্রাচীর অন্ততঃ ৮।১০ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ছাগলের সংখ্যা অনুসারে উহাদের ঘরের আয়তন বড় বা ছোট করা যাইতে পারে। ছাগ গৃহে রুজু রুজু জানালা রাখা দরকার। যাহাতে ঘরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ছাগশালার সন্নিকটে স্রোতস্বতী নদী বা বড় জলাশয় থাকিলে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রতি একশত ছাগী বা মেষীর জন্য ১০।১২টী ছাগ বা মেষ থাকিলেই যথেষ্ট। ছাগ ও ছাগী অথবা মেষ ও মেষী কখনও রাত্রে একঘরে রাখা বা মাঠে একত্রে চরান উচিত নয়। রাত্রে এক ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া রাখাও উচিত নয়। চরাইবার

সময় এক পালে ১৫০।২০০ ছাগ রাখা চলে, কিন্তু রাত্রে এক ঘরের মধ্যে ৫০টীর অধিক ছাগ বা মেষ রাখা উচিত নয়। ইহাতে সংক্রামক রোগের আশঙ্কা থাকে। সুবিধা থাকিলে প্রতি ঘরে ২৫টী করিয়া ছাগ রাখা যাইতে পারে। ছাগগৃহে একখণ্ড করিয়া সৈন্ধব লবণের চাঁই রাখা দরকার। পালকের ইচ্ছানুযায়ী ঘরের মেঝে বা প্রাঙ্গন সিমেণ্ট দ্বারা পাকা করিয়া লইতে পারেন। ছাগলের মল মূত্র যাহাতে সহজেই ঘর হইতে নির্গত হইয়া যায়, এজন্য ঘরের মেঝে ঈষৎ ঢালু করিয়া প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। ঐ মল মূত্র যাহাতে নষ্ট না হয় এবং ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যায় তজ্জন্য ড্রেনের বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। এই মল মূত্র গাছের আবশ্যকীয় সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ছাগ যাহাতে অসুস্থ হইয়া না পড়ে তজ্জন্য পরিষ্কার পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার এবং ঘরের মেঝে যাহাতে ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে না থাকে উহা পরিষ্কার শুষ্ক খট্‌খটে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে পার্ব্বত্য দেশের ছাগলের মধ্যে নেপালী, খৈরী ও গাড়ওয়ালের রাম ছাগলই উৎকৃষ্ট। এদেশে

পার্ব্বত্য ছাগলের মধ্যে কাশ্মিরী ছাগলই দুগ্ধদায়িকা গুণে শ্রেষ্ঠ। বিহারী বা পাটনাই ছাগল আকারে বেশ বড় হয়। ভারতের বাহিরে এসিয়া মহাদেশের মধ্যে আঙ্গোরা, বোখারা ও কাবুল দেশে উৎকৃষ্ট দুগ্ধদাত্রী ছাগল দৃষ্ট হয়। ইউরোপ মহাদেশে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দুগ্ধদাত্রী ছাগল পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের টগেন-বার্গ, স্যানেন ও আলপাইন জাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার মধ্যে মরক্কো, নুবিয়া, মিশর এবং কেপ কলোনীতে উত্তম দ্রোনদুঘা ছাগল পাওয়া যায়। এই সমস্ত জাতীয় ছাগের সহিত আমাদের দেশীয় ছাগ কুলের দুগ্ধদায়িকা গুণে এবং আকার প্রকার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। এইরূপ এক একটী ছাগলের এত বেশী প্রকার ভেদ আছে যে তাহাদের নাম উল্লেখ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং রাজপুতানা জাত ছাগল বেশ সুন্দর, সুরাটের ক্ষুদ্রাকায় হৃষ্ট পুষ্ট ছাগীগণ বেশ দুগ্ধ দেয়। উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ সমূহের এবং কাশ্মিরী ছাগল আকারে বেশ বড় সৌষ্ঠবযুক্ত ও উত্তম দুগ্ধ-দাত্রী। কাশ্মিরী ছাগলের লোমে সুন্দর শাল প্রস্তুত হয়।

শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে ছাগী বৎসরে মাত্র একবার পাল গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে উহারা বৎসরে দুইবার পাল গ্রহণ করে। ছাগীর গরম হইলে ঘন ঘন ডাকে, মুহুর্মুহু মল ত্যাগ করে ও প্রস্রাব করে, দুধ কমিয়া যায় জননেন্দ্রিয় রক্তবর্ণ ধারণ করে ও ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, তিন দিন মাত্র উহাদের গরম থাকে।

গর্ভিণী ছাগীর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঐ সময়ে উহাদের সহজ পথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। ডাল, মটর, ভূট্টা, চাল, যব, গম প্রভৃতি আস্ত না দিয়া ভগ্ন অবস্থায় দিতে পারা যায়। সাধারণ অবস্থায় ছাগলকে শাকসব্জী, ঘাস, লতাপাতা তরিতরকারী ও ফলমূলাদির খোসা, ভাতের ফেন, চাউলের খুঁদ, কুঁড়া, ভূষি, চুণী প্রভৃতি খাইতে দিতে পারা যায়। ভাতের ফেনের সহিত ডাইলের ভূষী ও চুণী (ডাইলের কনা) খাওয়াইলে ছাগীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাসকলাই ও চাউলের খুঁদ জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ মিশাইয়া খাওয়াইলেও দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হয়। সীম, কলাই, নারিকেলের খইল, মূলা, তিসি ও চিনা-

বাদামের খইল, ছোলা, ভুট্টা, যব, মটর, সয়বীন প্রভৃতি খাওয়াইতে পারা যায়।

ব্যবসা হিসাবে ছাগল পালন করিতে হইলে বিস্তীর্ণ জমি ও অধিক সংখ্যক ছাগল, স্বতন্ত্র ছাগশাল প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র দুগ্ধের জন্য গরুর ন্যায় ঘরে ২।১টী উৎকৃষ্ট জাতীয় ছাগল পালন করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য নয়। বিশেষতঃ গরুর ন্যায় উহাদের খাইতে দিতে হয় না, বাহির হইতেই চরিয়া ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি খাইয়াই ইহাদের পেট অর্দ্ধেক ভরিয়া থাকে। গৃহস্থের পরিত্যক্ত শাকসব্জীর খোসা, ভাতের ফেন ইত্যাদির দ্বারা অনায়াসে ২।১টী ছাগী ঘরে পালিত হইতে পারে। এক একটী উৎকৃষ্ট জাতীয় ছাগী আমাদের দেশের সাধারণ গরু অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দেয়। বিলাতে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে এক একটী ছাগী ৭।৮ সের পর্য্যন্তও দুধ দেয়। নীরোগ, সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছাগ, সঙ্গমের জন্য নিয়োগ করা দরকার। ছাগী পাল গ্রহণের সময় হইতে ২৩ সপ্তাহ বা ১৫৫ হইতে ১৬০ দিনের মধ্যে শাবক প্রসব করে এবং ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত বৎসরে দুইবার প্রসব করে। প্রতি বিয়ানে দুইটী হইতে সময় সময় চারিটী পর্য্যন্তও শাবক প্রসব করিতে দেখা যায়।

ছাগ ও ছাগী বড় করিয়া বিক্রয় করিলে বাজারে মূল্য বেশী পাওয়া যায়। পাঁটা যুবা অবস্থায় ভাল। পাঁটাকে ছোট অবস্থায় খাসী করিলে উহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একটী পূর্ণ বয়স্ক খাসী ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং পাঁটাকে বাচ্ছা অবস্থায় খাসী করিয়া বিক্রয় করা ব্যবসার দিক দিয়া লাভজনক। পাঁটী শাবক প্রসবে অসমর্থ বা অকর্ম্মণ্য হইবার উপক্রম হইলেই মুসলমানগণ দ্বারা নিহত হইয়া থাকে। ছাগের চামড়ারও একটা মূল্য আছে। হিন্দুদের মধ্যে বলি প্রথা আছে; কিন্তু মুসলমানেরা খাসী বা পাঁটী জবাই করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে গলাকাটা অপেক্ষা বাজারে জবাই করা খাসী বা পাঁটার ছালের বেশ চাহিদা ও মূল্য আছে। ছাগের শৃঙ্গ বিহীন করিতে হইলে যেমন ছোট অবস্থায় ছাগকে খাসী করা হয় সেইরূপ ছোট অবস্থায় অর্থাৎ শাবক জন্মিবার ৫।৭ দিনের মধ্যে শিঙ উঠিবার স্থানটীর লোম কাটিয়া দিয়া কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাসের পেনসিল শৃঙ্গ উদ্গমের স্থানে মৃদু বুলাইয়া তাহার উপর জলপটী বসাইয়া দিলে আর শৃঙ্গোদ্গম হইবে না।

শিশুর পক্ষে মাতৃ-দুগ্ধ পরম হিতকর খাদ্য ও পথ্য। যে মাতা রুগ্ন বা স্বাস্থ্যহীন সেই মাতার দুগ্ধ শিশুকে না খাওয়াইয়া ছাগল বা গাধার দুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ শিশুর অম্লরসে জমাট বাঁধিয়া ছানা বাঁধিতে পারে না। গোদুগ্ধের ছানা কঠিন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়। গাধা ও ছাগলের দুগ্ধের উপাদানগুলি অনেকটা মাতৃ দুগ্ধের উপাদানের অনুরূপ বলিয়া শিশুদের পাকযন্ত্রে উহা সহজেই পরিপাক লাভ করে। দুগ্ধের তৈলময় বা ননী উঠাইয়া লইলে তাহার ছানা কঠিন হয় এবং এজন্য শিশুদের পক্ষে তাহা দুষ্পাচ্য হয়। উদরাময় রোগে ছাগী দুগ্ধ সুপথ্য, বৈদ্য শাস্ত্র মতে ছাগী দুগ্ধ রোগী ও শিশুদের বিশেষ হিতকারী। ছাগী দুগ্ধ একটু বোটকা গন্ধযুক্ত হয় বলিয়া অনেকে পছন্দ করে না, কিন্তু বালকের পক্ষে উহা বেশ উপকারক ও সহজ পথ্য খাদ্য। ছাগের গাত্র গন্ধে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। ছাগী দুগ্ধে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু থাকে না। নিম্নে গোদুগ্ধ ও ছাগ দুগ্ধে কি উপাদান কত পরিমাণে আছে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	গোদুগ্ধ	ছাগীদুগ্ধ
ননী	৩·৪৩	৭·০২
ছানা	৩·১২	৪·৬৭
দুগ্ধচিনি	৫·১২	৫·২৮
ছাই	০·৯৩	১·০১

ছাগী দুগ্ধ ক্ষয়রোগ, যকৃৎ বিকৃতি, রক্ত পিত্ত, রক্ত প্রদর, রক্তাতিসার, কাস, শোথ, উদরী, প্লীহা, গুল্ম প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির উৎকৃষ্ট পথ্য ও খাদ্য। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও জীবনী শক্তিবর্দ্ধক অতি পুষ্টিকর খাদ্য। এজন্য আজ সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধীও ছাগী দুগ্ধের এত পক্ষপাতী। আয়ুর্ব্বেদ মতে ছাগী দুগ্ধ—কষায়, মধুর রস, লঘুপাক, শীতল, ধারক, ক্ষুধা ও বলবর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক এবং রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা বিকৃতির উপশম কারক।

কচি পাঁটার যুস রোগী ও আতুরের বলকারক রসায়ন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে ছাগ মাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুর বিপাক, অনতি শীতল, ত্রিদোষ নাশক, আদাহকর, মধুর রস, পীনস নাশক, রুচিকারক, বলকারক, পুষ্টি ও বীর্য্যবর্দ্ধক, ধাতু সাম্য কারক বাত-পিত্তনাশক ও নির্দ্দোষ। ছাগ শিশুর মাংস—শীতল, লঘুপাক, বলকারক ও প্রমেহনাশক।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

গোমহিষাদি জন্তুর ন্যায় ছাগলও অনেক সময় রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে, কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে ইহারা নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা করে। উজ্জল আলোকময় স্থান ও রৌদ্র তাপ সহ্য করিতে পারে না। ইহাদের বাসস্থান খুব অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেঁতে যেন না হয় এবং বায়ু চলাচল করিতে পারে এরূপ স্থানে করা দরকার। কোষ্ঠবদ্ধতা, ঠাণ্ডালাগা, বসন্ত, পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগে ইহারা অতি কষ্ট পায়। যে কোন রোগ হইলে সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে যত্ন লইলে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

বসন্ত (Pox)

ইহা অতি সংক্রামক রোগ, প্রধানতঃ গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে ইহার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। যে কোন একটী

ছাগ অথবা ছাগীর এই রোগ হইলে সেই দলের বা পালের সমস্ত পশুরাই ইহাতে আক্রান্ত হয়। প্রথমে পশুর গাত্রে ধূসর বা ঈষৎ লালভ একপ্রকার গুটী জন্মে, অত্যন্ত বেদনা হয় এবং পরে উঁহাতে পুঁজ জন্মে।

তুঁতের জল অথবা হাইড্রোজেন অফ পারাক্সাইড (Hydrogen of Paroxide) দ্বারা গুটিগুলি ধুইয়া উহাতে কার্ব্বলিক অয়েল অথবা কার্ব্বলেটেড ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হয়। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে এই রোগ অতি দ্রুত ভীষণ ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

পেটের অসুখ (Diarrhœa)

সাধারণতঃ আহারের গোলমালে, অতিরিক্ত আহারে বা কুখাদ্য খাইলে, ভুক্তদ্রব্য হজম করিতে না পারিলে এবং সময় সময় কৃমি হইতেও এই রোগ হইয়া থাকে। এই রোগে প্রথমে ২ আউন্স পরিমাণ রেড়ির তৈল খাওয়াইয়া

খড়ি গুঁড়া	২ আউন্স
খদির	১ আউন্স
শুঁঠ বা আদাশুষ্ক	১ আউন্স
আফিম	২ ড্রাম

এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত পিপারমেণ্ট মিশ্রিত জল ১ পাইণ্ট মিশাইয়া বড় চামচের এক চামচ হিসাবে খাইতে দিতে হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিনে দুইবার ইহা প্রয়োগ বিধেয়।

কৃমি জনিত কারণে পেটের অসুখ হইলে ¼ ছটাক তার্পিন তৈল ২ ছটাক তিসি বা নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া আহারের ৫।৬ ঘণ্টা পরে খাওয়াইতে হইবে।

আফিং	১৫ গ্রেণ
পিপারমেণ্ট	¼ আউন্স
মসিনা তৈল (Linseed oil)	১ আউন্স

একত্র মিশাইয়া এই পরিমাণের অর্দ্ধেক প্রতিবার লইয়া অর্থাৎ দিনে দুইবার (সকালে ও বৈকালে) এক পাইণ্ট গরম জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

ঠুনকো (Mamitis)

সময় সময় ইহাদের পালান বা বাঁট ইটের মত শক্ত হয়, ফোলে, কখনও কখনও বাঁট হইতে পূঁজ নির্গত হয়। দোহনের দোষে অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া

থাকে। এপসাম সল্ট ।৵০ পোয়া গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া ইহাদের পালানে মসিনার পুল্টিশ বা সেঁক দেওয়া দরকার। দুগ্ধ গালিয়া ফেলা দরকার। পূঁজ জন্মিলে তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়।

ঘৃত	২ আউন্স
মোম	১ আউন্স
সফেদা	১/১৬ আউন্স
ফটকিরি	১/১৬ আউন্স

এই কয়টী দ্রব্য গলাইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মলমের ন্যায় বাঁটে প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রসবের পর বাঁটে অধিকক্ষণ দুগ্ধ সঞ্চিত রাখিলে পালানে দুগ্ধ রাখিলে ও সমস্ত দুহিয়া না লইলে পালান গরম, শক্ত বেদনাযুক্ত ও লাল হইলে বেলেডোনা ৩০, আঘাতের জন্য প্রদাহ হইলে আর্ণিকা ৩০, ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হইলে ব্রাইওনিয়া ৩০ শক্তি প্রদেয়।

শূলবেদনা (Cholic)

পচা ঘাস, অপরিষ্কার জল, ইত্যাদি পান করিলে এবং বদহজম জনিত কারণে ইহা ঘটিয়া থাকে। এই

রোগে পশু ঘন ঘন পা ছোড়ে, বার বার লেজ নাড়ে, পেটের দিকে তাকায়, একবার শোয় একবার উঠে, পেটে চাপ দিয়া শুইতে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ও দ্রুত প্রবাহিত হয়। চেঁচাইতে থাকে।

প্রথমাবস্থায়

চাখড়ি চূর্ণ	১ তোলা
কাঁটা নটের শিকড়	১ তোলা

একত্রে মিশাইয়া ভাতের মণ্ডসহ খাইতে দিলে উপকার হয়।

শূলবেদনা উপস্থিত হইলে

হিং	১ তোলা
সিদ্ধি	২ তোলা
জিরা	৫ তোলা

একত্রে বাটিয়া মিশাইয়া উষ্ণ জলের সহিত বেদনা না থামা পর্য্যন্ত ২।১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে।

চক্ষুর পীড়া (Eye disease)

চক্ষুতে আঘাত লাগিলে, স্নায়বিক দুর্ঘটনায় অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে ইহাদের চক্ষের পীড়া হয়। চক্ষু উঠা

রোগে ইহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, চোখের পাতা ফোলে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, জল পড়ে, অনক সময় পিঁচুটী পড়িয়া চক্ষু জুড়িয়া যায়। এ সময় ইহারা ঠাণ্ডা ও অন্ধকারময় ঘরে থাকিতে ভালবাসে। একভাগ ফটকিরি ১০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া তদ্দারা চক্ষু ধুইয়া দিলে উপকার হয়। চক্ষে আঘাত লাগিলে, হঠাৎ চক্ষু ফুলিলে, লাল হইলে ও পিঁচুটী পড়িলে গরম দুধের ভাবরা দিয়া জিঙ্ক ক্লোরাইড (Jinc chloride) ১ ড্রাম, সিলভার নাইট্রেট্ ১ ড্রাম অল্প গরম জলে মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। সংক্রামক চক্ষু ফোলা রোগে প্রথমে রোগীকে এপসাম সল্ট খাইতে দিয়া ফটকিরি এবং কার্ব্বলিক দ্রাবণ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

সর্দ্দি (Cough)

জলে ভিজিলে, পেট গরম হইলে, ঠাণ্ডা লাগিলে ইহাদের সর্দ্দি হয় এবং নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। সময় সময় জ্বর ও কাশী দেখা দেয়।

লবণ ..... - ২ তোলা

সোরা	১ তোলা
চিরতাচূর্ণ	২ তোলা
গুড়	১ ছটাক

এই কয়টী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দেড় পোয়া উষ্ণ জলের সহিত খাওয়াইতে হইবে। জ্বর অবস্থায়

চিরতাচূর্ণ	২½ তোলা
লবণ	২½ তোলা
সোরা	১¼ তোলা
গুড়	১½ তোলা
কর্পূর	¼ তোলা

অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশাইয়া দিনে দুইবার খাওয়ান যাইতে পারে।

কণ্ঠমূলে ফুলা সহ কাসি দেখা দিলে

হিং	২ ছটাক
শুঁঠচূর্ণ	১ ছটাক
ভেলীগুড়	১ ছটাক

একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধেক পরিমাণে দিনে দুইবার সকালে ও বৈকালে সেবন করাইলে উপকার হয়।

পরিশিষ্ট

ডিমের আবশ্যকতা ও প্রচার

মানুষকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ভাত, ডাল, রুটি, মাখন, ছানা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য, মাংস প্রভৃতি সামগ্রীই প্রধান। পূর্ব্বে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যাইত এবং বাংলার প্রতি গৃহে আবশ্যকীয় খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ প্রধান বস্তু ছিল, কিন্তু গো জাতির অবনতির ফলে এদেশে দুগ্ধ এরূপ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, শতকরা পঁচিশজন লোকও এক ছটাক করিয়া খাঁটী দুগ্ধ খাইতে পায় কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ এরূপ দারুণ অর্থ সঙ্কটের কালে "অন্ন চিন্তা চমৎকারা, দুগ্ধের কথা পরে।" দুগ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে এরূপ ভীষণ ভাবে ভেজাল চলিতেছে যে, খাঁটী জিনিষ একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলে। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও পরমায়ু ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও নানাপ্রকার রোগের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

মানুষের জীবন রক্ষার জন্য যে যে পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক, একমাত্র ডিমের মধ্যেই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দুগ্ধের ন্যায় কেবলমাত্র ডিম খাইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাই ডিমকে সম্পূর্ণ খাদ্য (Complete food) বলে। আজকাল 'ভাইটামিন' বা জীবনী শক্তি বলিয়া একটা কথা শুনা যায়, ডিমের মধ্যে উহা উপযুক্ত পরিমাণে এ, বি, সি ও ডি শ্রেণীর বিদ্যমাণ।

এ "A" ভাইটামিনের অভাবে উদরাময়, যকৃৎ ও অকাল মৃত্যু আনয়ন করে। এই শ্রেণীর ভাইটামিণের অভাবে শীর্ণতা, বুদ্ধিহীনতা, রক্তাল্পতা ও চক্ষুরোগ আনয়ণ করে।

বি "B" এই শ্রেণীর ভাইটামিন মানবের অন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বেশী কার্য্য করে। ইহার অভাবে অগ্নিমান্দ্য, পিত্তের বিকৃতি, শক্তি হীনতা ও বেরিবেরি রোগ জন্মিয়া থাকে।

সি "C" ইহার অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ জন্মে। এই রোগে শিশুদের অস্থি নরম হইয়া যায়, দাঁত ও মাড়ি খারাপ হয়।

ডি "D" দেহের অস্থির উপরেই ইহা কাজ করে। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেটাস রোগ হয়, দাঁত সহজে উঠে না, অস্থি বক্র হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ভাইটামিণ দ্বারা যক্ষ্মা রোগ হইতে আমরা রক্ষা পাই।

ডিমের ব্যবহার

আমাদের শরীর পোষনোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে একমাত্র দুগ্ধই উল্লেখযোগ্য। দুগ্ধের পরই ডিমের স্থান দেওয়া যাইতে পারে। মানুষের শরীর সংরক্ষণের পক্ষে প্রটীণ, ক্ষার, কার্ব্বহাইড্রেড, জল এবং ভাইটামিণ অত্যাবশ্যক। প্রটীণ বা ছানা জাতীয় খাদ্য দেহের এবং মাংসপেশীর বৃদ্ধির পক্ষে, ক্ষার শরীর ও অস্থির পরিবর্দ্ধনের জন্য কার্ব্বহাইড্রেড বা চর্ব্বী, শরীরের উত্তাপ রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করে। ডিমের মধ্যে এ সকল গুলিই বিদ্যমান।

ডিম সহজ পথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নৌ-বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ বোমাউন্ট সাহেবের মতে কাঁচা পিষ্ট ডিম মাত্র দেড় ঘণ্টায়, অপিষ্ট কাঁচা ডিম দুই ঘণ্টার মধ্যে, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম তিন ঘণ্টায় এবং সিদ্ধ বা ভাজা ডিম পরিপাক হইতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়

লাগে। ডিমের সহিত যত অধিক পরিমাণে মসলা মিশ্রিত করা যাইবে উহা ততই গুরুপাক হইবে। ডিম কাঁচা বা অর্দ্ধ সিদ্ধ খাওয়াই প্রশস্ত। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অনুকরণে এবং উহার গুণাগুণের বিষয় জানিতে পারিয়া এদেশেও ডিমের ব্যবহার ও প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেবল খাদ্য হিসাবেই ডিমের ব্যবহার আছে এমন নয়, রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্পেও উহা প্রয়োজন হইয়া থাকে। রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, চামড়া পাকা করিতে, ক্রোম চামড়া এবং পুস্তক বাঁধাই কার্য্যে, চামড়া এবং সূতার চাকচিক্য বৃদ্ধি করিতে ও রং পাকা করিতে, মদ্য রিফাইন বা পরিষ্কার করিতে, ছাপাখানার কালী প্রস্তুত কার্য্যে, বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে, বোরিক এ্যাসিড এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতিতে ইহার আবশ্যকতা ও ব্যবহার আছে।

কৃত্রিম উপায়ে ডিম্ব বৃদ্ধি।

মিশ্রিত খাদ্যের সহিত পরিমিতরূপে কারস্যুড বা ওভাম নামক মশলা খাওয়াইলে পাখীরা ভাল ডিম দেয়। প্রতি ১০ সের খাদ্যের সহিত অর্দ্ধ পাউণ্ড হিসাবে

কড্‌লিভার খাওয়াইলে পাখীদের জীবনীশক্তি বাড়ে, ভাল ডিম দেয় এবং সহসা কোন রোগের আশঙ্কা থাকে না। বৎসরের মধ্যে যে সময়ে দিন বড় হয় সেই সময় উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পাইলে পাখীরা অধিক ডিম দিয়া থাকে। দিন বড় হইলে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীরা অধিক পরিশ্রম করিবার সময় পায়, এবং বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ডিম্ব উৎপাদনের উপাদান সমূহ সংগ্রহ করিবার অবসর পায়। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে কৃত্রিম উপায়ে উজ্জ্বল আলোক সাহায্যে ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ও ক্যানাডাতে এইভাবে কৃত্রিম আলোতে ডিম্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে বহু গবেষণাও পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে, ঐ সমস্ত স্থানের পোল্‌ট্রী বিষয়ক রিপোর্ট হইতে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। বৎসরে যে সময় দিনের ভাগ ছোট এবং যে সময়ে ডিমের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই সময়ে উক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলে ফল লাভজনক হইতে পারে। সাধারণতঃ শীতকালে দিবাভাগ ছোট হয় এবং এই সময় ডিমের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে কৃত্রিম আলো ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া

যায়। আলো দিনের মত উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক এবং পাখীদের আহারের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আহার না দিলে উক্ত উপায় কার্য্যকরী হইবে না। মোটকথা মনে রাখা আবশ্যক যে দিনের ভাগ বৃদ্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। শেষ রাত্রে কৃত্রিম আলো দ্বারা সুফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে, এই সময়ে পাখীরা ক্ষুধার্ত্ত থাকে। ইংলণ্ডে এই সময়ে আলো দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত স্থানে বৈদ্যুতিক আলোকের অভাব সেই স্থানে অন্য কোন আলোক ব্যবহারে কতদূর কার্য্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা হয় নাই।

ডিম রক্ষণ প্রণালী

ডিম নানাপ্রকারে রক্ষা করা হইয়া থাকে। আজ কাল কৃত্রিম উপায়ে ডিম টাটকা রাখিয়া নানা দূর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অনুর্ব্বর ডিমগুলি উর্ব্বর ডিম অপেক্ষা অধিক দিন টাটকা রাখা চলে। বাংলা দেশে একমাত্র চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যাপক ভাবে ডিমের ব্যবসা করিতে

দেখা যায় না। তথাকার লোকেরা বড় বড় মাটির পাত্রে করিয়া চুনের জলে ডিম ডুবাইয়া সিংহল, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে চালান দিয়া থাকে, কিন্তু এই ভাবে অধিক দিন ডিম টাটকা রাখিতে পারা যায় না। ডিমের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিবার পথ আছে। বাহিরের উষ্ণ বাতাস এই ভাবে ডিমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভিতরের জলীয় অংশকে শুষ্ক করিয়া ফেলায় ডিম নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য গ্রীষ্মকালে অধিক দিন ডিম ঘরে রাখা উচিত নয়। বড় মাটির অথবা কাঁচ পাত্রে ডিম রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। চার সের ভাল পরিষ্কার চুণ, দশ সের জলের সহিত মিশাইতে হইবে। জলের মধ্যে চুণের সহিত যাহাতে অন্য কোন পদার্থ না থাকে এজন্য উহা ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া আবশ্যক। চুণের জল প্রস্তুত করিবার ৫।৬ দিন পরে উক্ত জলের সহিত দেড় সের আন্দাজ লবণ মিশাইতে হইবে। এইভাবে প্রস্তুত চুণের জলে ডিম রাখিয়া চালান দিতে পারা যায়। সমস্ত ডিম যাহাতে জলে ডুবিয়া থাকে তাহা দেখা আবশ্যক। ডিম উপরে

জাগিয়া থাকিলে বা সমস্ত অংশ উক্ত প্রস্তুত জলের মধ্যে না থাকিলে খারাপ হইয়া যায়। জল ঢালিবার পর ডিম আপনা আপনি ভাসিয়া উঠিলে তাহা খারাপ ডিম বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে অধিক দিন ডিম রক্ষা করা যাইতে পারে।

ওয়াটার গ্লাস বা সিলিকেট অফ সোডা (Silicate of Soda) দ্বারা প্রস্তুত রাসায়নিক জলে ডুবাইয়া ডিম অনেক কাল অবিকৃত রাখা চলে এবং এইভাবে রাখিয়া উহা বহু দূর দেশেও চালান দেওয়া যায়। সমস্ত ডিম যেন জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং পাত্রটী ৬০ ফার্ণেট (ডিগ্রি) উত্তাপের মধ্যে রাখা হয়। এক পাউণ্ড সিলিকেট অফ সোডার সহিত এক গ্যালন জল মিশাইয়া উক্ত রাসায়নিক জল প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে জল কোন পাত্রে করিয়া ফুটাইতে হয়। মাটীর পাত্র হইলে ভাল হয়। ফুটন্ত জলে সিলিকেট অফ সোডা দিয়া মিশাইয়া লইতে হয়, পরে উক্ত পাত্র নামাইয়া জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহার মধ্যে ডিম রাখিতে পারা যায়। গরম জলের মধ্যে এবং কোন লৌহ পাত্রে রাসায়নিক জল

রাখা উচিত নয়। এই উপায়ে উপরোক্ত প্রস্তুত জলের মধ্যে ৫।৬ মাস কাল ডিম অনায়াসে আবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। ডিম প্রয়োজন মত পাত্রের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে বাহির করিয়া রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তুঁষের মধ্যে ডিম রাখিবার প্রথা দেখা যায়, কিন্তু এইভাবে উহা অধিক দিন ঘরে রাখা চলে না।

ব্যবসায়

যে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা হউক না কেন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা না লইয়া এবং সুবিধা অসুবিধা না দেখিয়াই ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ফার্ম্মের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাজার থাকিলে এবং কোন বড় বড় সহরের অদূরবর্ত্তী স্থানে ফার্ম্ম স্থাপিত হইলে এবং রেল বা ষ্টিমার প্রভৃতি যানের সুবিধা থাকিলে ব্যবসার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

প্রথমে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে অল্প মূলধন লইয়া ক্ষুদ্র আকারে কাজ আরম্ভ করিতে হয়।

এইভাবে কাজ আরম্ভ করিলে সমস্ত দিক নিজে দেখিবার শুনিবার সুবিধা হয় এবং সমস্ত নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। ব্যবসায় বুদ্ধি লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে আবশ্যক অনুযায়ী মূলধন ও ফার্ম্ম বাড়াইতে পারা যায়। ইহাতে লোকসান হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং হইলেও তাহা কমের উপর দিয়া যায়। পোল্ট্রী ফার্ম্ম স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পাখীদের বাসগৃহ ও বিচরণ জমি আবশ্যক। জমির মধ্যে পুষ্করিণী থাকা উচিত। সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট জাতীয় পাখী পালন করা আবশ্যক এবং বিভিন্ন জাতীয় পাখীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্ম্মাণের প্রয়োজন। বহিঃ উৎপাত নিবারণের জন্য জমির চতুর্দ্দিক বেড়া দিয়া সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটাইবার ও বাচ্ছা পালন করিবার জন্য ইনকিউবেটার (Incubator), ব্রুডার (Brooder) এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবশ্যক।

পাখীদের বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে আম, জাম, লিচু, জামরুল, লেবু, গোলাপজাম, পেয়ারা, লকেট প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইলে দুপুর রৌদ্রে গাছের ছায়ায় পাখীরা বিশ্রাম লাভ করিতে পারে এবং এই সমস্ত ফল গাছ হইতে কিছু কিছু আয় হইতে পারে। জমির মধ্যস্থলে

একটী বড় পুষ্করিণী রাখিলে তাহাতে মাছ ছাড়িতে পারা যায় এবং ইহাও একটী আয়ের পথ। জমির মধ্যে স্থানে স্থানে শাক সব্জীর চাষ করিলে পাখীদেরও আহার চলিতে পারে এবং কিছু কিছু ফলন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এক বিঘা জমিতে একশত পাখী বিচরণ করিতে পারে। জমির আয়তন বেশী হইলে উহা ঘিরিয়া অন্য ফসলের চাষ করা যায়। পাখীদের খাদ্য শস্য বাজার হইতে কিনিতে না হইলে ইহা দ্বারা কম সাশ্রয় হয় না। অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ পতিত জমি খুব কম খাজনায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত জমি কয়েক বৎসরের জন্য লিজ (lease) নিয়া ফার্ম্ম স্থাপিত করিয়া পরে দেখিয়া শুনিয়া সুবিধামত জমি কিনিয়া লইলে চলে।

পাখীদের গুণাগুণ না দেখিয়া শুধু কথায় বা বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া পাখী ক্রয় করা উচিত নহে। শীত প্রধান দেশের পাখী এদেশে আসিয়া শতকরা ২৫ ভাগ ডিম কম দেয়। সুতরাং যে সমস্ত জাতীয় পাখী কষ্ট সহিষ্ণু ও এদেশের জল হাওয়া সহ্য করিবার উপযোগী সেইগুলি পালন করা আবশ্যক। ডিমের জন্য হাঁসের মধ্যে ইণ্ডিয়াণ রাণার, অর্পিংটন, কায়ুগা, খাকিক্যাম্বেল

এবং মাংসের জন্য আইলসবেরী ও রুয়েণ জাতীয় হাঁস পোষা লাভজনক। লেগহর্ণ, মাইনর্কা, অর্পিংটন, ওয়াইনডট্স প্রভৃতি মুরগী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডিম দেয়, কিন্তু অর্পিংটন ও ওয়াইনডট্স সেরূপ কষ্ট সহিষ্ণু নয়। মাংসের জন্য ব্রাহ্মা, কোচিন, ল্যাংসান ও চাটগাঁ মুরগী পোষা লাভজনক।

মুরগী অথবা হাঁসের পালকগুলি, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভাল ভাবে তুলিয়া রাখিলে উহা বালিশ, গদি, কুশন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগে এবং বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। রাজহাঁসের পালক পেন কলম হিসাবে লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীবর্গ মাত্রেই রাজহাঁসের পেন কলম ব্যবহার করিতেন। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত পালক পোষাকাদি বা সাজসজ্জা নির্ম্মাণে আবশ্যক হয়। প্রতি বৎসর চীন দেশ হইতে আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে বহু পরিমাণে হাঁস, মুরগীর পালক রপ্তানী হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া এই সমস্ত পাখীর বিষ্ঠা একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় সার। ইহাদের বিষ্ঠার মধ্যে এমোনিয়া

এবং অন্যান্য রসায়নিক পদার্থ আছে, যাহা বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও ফলন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। এই সমস্ত বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলেও ইহার একটা মূল্য আছে।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত বাজারে ডিমের অধিক কাট্‌তি হয়, এজন্য এই সময়ে বাজারে ডিমের জোগান দিতে পারিলে আশানুযায়ী লাভ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ হাঁস বা মুরগী ৬ মাস হইতে ৭।৮ মাসের মধ্যেই ডিম দেয়, কিন্তু সারা বৎসর ধরিয়া বাচ্ছা তুলিতে পারিলে সব সময়েই ডিম পাওয়া যায়। ডিম অধিক পরিমাণে সংগ্রহীত হইয়া গেলে এবং তাহা বাজারে উপযুক্ত মূল্যে কাট্‌তি না হইলে অল্প মূল্যে বিক্রয় না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রক্ষা করিয়া বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চ মূল্যে কাটাইতে পারা যায়।

আজকাল ডিমের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ও দূর দেশান্তরে উহা প্রেরিত হইতেছে। চীন হইতে ইউরোপ, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ডিমের রপ্তানী হইয়া থাকে। বাংলা দেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতেও রেঙ্গুন, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে

প্রতিবৎসর যথেষ্ট পরিমাণে ডিম চালান দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলা দেশের মধ্যে অনেক স্থানে অল্প মূল্যে ডিম পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত স্থান হইতে ডিম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বাজারে, বড় বড় কারখানা বিশিষ্ট সহরে এবং হেড কোয়ার্টার অঞ্চলে চালান দিতে পারিলে বেশ লাভ করা যায়। ডিম হইতে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজকাল আমাদের অধিকাংশ আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত থাকে। এমন কি দুগ্ধ, ঘি প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ ভেজাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে তাহাতে খাঁটী দ্রব্য একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলে, কিন্তু খাদ্য হিসাবে ডিমের মধ্যে ভেঁজাল দেওয়া চলে না, তবে কিনিবার সময় ডিম পচা কি ভাল তাহা দেখিয়া লইতে হয়।

বিলাতে বাজারে তিন শ্রেণীর ডিম দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ডিমকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক ছটাকের অধিক ওজনের ডিমগুলি প্রথম শ্রেণীর, এবং এক ছটাক বা চারি তোলা পর্য্যন্ত ওজনের ডিমগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তন্নিম্ন ডিমের ওজন তৃতীয় শ্রেণী বা ছোট ডিম হিসাবে ধরা হয়। এদেশেও ভাল

পাখীর উৎকৃষ্ট বড় ডিম বাছাই করিয়া চালান দিলে বাজারে অধিক মূল্যে কাটতি হইতে পারে।

দূরদেশে ডিম পাঠাইতে হইলে রেল অথবা ষ্টিমার পার্শ্বেলেই পাঠান সুবিধাজনক। সত্বর পৌঁছিবার আশায় পোষ্ট পার্শেলে কখনও ডিম পাঠান উচিত নয়, ইহাতে ডিম ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা এবং মাশুলও বেশী পড়িবে। ঝুড়ি অথবা বাক্সের মধ্যে ভালভাবে প্যাক করিয়া ডিম পাঠানই সুবিধা। অধিক দূর দেশে জাহাজে অথবা রেলযোগে ডিম চালান দিতে হইলে পূর্ব্ব প্রণালীতে বড় জালাতে অথবা লৌহ পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে করিয়া ভালভাবে প্যাক করিয়া পাঠান উচিত।

ঝুড়ি অথবা বাক্সে প্যাক করিয়া ডিম পাঠাইতে হইলে উহার নীচে প্রথমে কিছু শুষ্ক খড় বা ঘাস বেশ পুরু করিয়া বিছাইয়া তাহার উপর এক স্তর ডিম বেশ ভাল ভাবে সাজাইয়া তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত ভাবে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া শুষ্ক ঘাস বা খড় বিছাইয়া দিয়া তদুপরি আর এক স্তর ডিম সাজাইতে হইবে। এই ভাবে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া বাক্স ভর্ত্তি

হইয়া আসিলে উপরিভাগে বেশ পুরু করিয়া খড় ঘাস ইত্যাদি সাজাইয়া দিতে হয়। বাক্স যেন আলগা ভাবে প্যাক না হয়, ইহাতে ডিম নাড়াচাড়া পাইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং অধিক চাপ দিয়া প্যাক করিবার কালেও উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। মস দিয়া প্যাক করিলে বেশ সুন্দর হয়, কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য।

মূল্যবান অথবা বাচ্ছা তোলার ডিম অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইতে হইলে বাক্স অথবা বাস্কেটে ভালরূপে প্যাক করিতে হইবে। বাক্সের মধ্যে প্রত্যেকটী ডিমের এক একটী খোপ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে রাখিতে হইবে। যেন নাড়া না পায় এবং কোনটীর সহিত কোনটী আঘাত না লাগে। খাওয়ার ডিম একটু ফাটিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ ফাটা বা ভাঙ্গা ডিমও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং উহা হইতে রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তা' দিবার ডিম নাড়া পাইলে খারাপ হইয়া যায়, কারণ ডিমের মধ্যস্থ জীবাণু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভাল বাচ্ছা জন্মে না এবং ইহা মারা যাইবার সম্ভাবনা। ঝুড়ি বা বাক্স ভাল করিয়া সিল করিয়া দেওয়া উচিত এবং হাত দিয়া উঠাইবার ও নামাইবার

জন্য হাতল (handle) রাখা দরকার। ঝুড়ি বা বাক্সের উপরে ইংরাজি অথবা বাংলাতে হাতলে "Please carry by handle, valuable egg with care" ইত্যাদি লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। আজকাল কার্ড বোর্ডে প্রস্তুত ডিম পাঠাইবার এক প্রকার বাক্স (egg crate) পাওয়া যায়, ইহাতে তা' দিবার মূল্যবান ডিম পাঠান বেশ সুবিধাজনক।

মাংসের গুণাগুণ

আয়ুর্ব্বেদ মতে বন্য কুক্কুট মাংস ঃ—পুষ্টিকর শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু, কফ, পিত্ত, এবং বিষমজ্বর নাশক ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

হেকিমী মতে—বাচ্ছা মুরগীর যুষ খাইলে শরীর পুষ্ট হয়। অনেক দিন ধরিয়া কঠিন রোগে ভুগিয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া গেলে ডাক্তারি মতে chicken broth বা মুরগীর সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। শুষ্ক কাসিতেও কচি মোরগের যুষ উপকারক। মুরগীর মস্তিষ্ক খাইলে মেধা বৃদ্ধি হয়। মুরগীকে বধ করিবার কয়েক ঘণ্টা (৬।৭ ঘণ্টা) পূর্ব্বে

উহাকে চা চামচের এক চামচ ভিনিগার খাওয়াইলে উহার মাংস কোমল হয়। ডাঃ বর্ণ্টেমের মতে মোরগ মাংসের পরিপাক কাল ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, হংস মাংস—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, কফজনক, কাস, হৃদরোগ এবং ক্ষত রোগে হিতকর। সাধারণতঃ মুরগী অপেক্ষা হীনগুণ।

পায়রার মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত বায়ু ও রক্তদোষ নাশক। ইহা পরিপাক করিতে চারি ঘণ্টা সময় লাগে।

সমাপ্ত।